শ্রীপাদপদ্ম

নাটক

প্রণেতা

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

"সপ্তরথী" "অনন্ত-মাহাত্ম্য" "সতী" "অদৃষ্ট"
"বিজয় বসন্ত" প্রভৃতির গ্রন্থকার

(মাচরং বরিশাল নট্ট কোং দ্বারা
বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত)

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

"বাণীপীঠ"—৫।১ বিবেকানন্দ রোড

১৩৪৩

Published by R. C Dey for Paul Brothers & Co
Bani-pith—5-1, Vivekananda Road, Calcutta
Printed by C C. Santra, Lalit Press,
81, Simla Street, Calcutta.

1936.

উৎসর্গ

৺মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠের

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে :—

একদা যাঁহার লেখনী ও কণ্ঠে স্বয়ং বাণীদেবী সর্ব্বদা অধিষ্ঠিতা ছিলেন ; যদিও কালপ্রভাবে এখন সে লেখনী নিশ্চল ও কণ্ঠ নীরব, তথাপি তাহার ব্যঞ্জনা চিরন্তনী।

একদা গীতাভিনয় রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত, ও অভিনয়ে সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন, এবং যাঁহার বাগ্মিভূতি অদ্বিতীয় ছিল—

একদা শৈশবে তাঁহার "গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ" অভিনয়-দর্শনের মধুর স্মৃতি এখনও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অন্তেও হৃদয়ে জাগরিত, তাহাই অবলম্বনে আমার এই উদ্যম

শ্রীপাদপদ্মলাভ

নিবেদন করিলাম।

অঘোর।

কুশীলবগণ

পুরুষ

কৃষ্ণ ইন্দ্র। জয়ন্ত (ইন্দ্রপুত্র)। পবন। যম। বরুণ। শনি
হুতাশন। সত্যদেব। পরমানন্দ। মোহ। মদ। নন্দী
দিক্‌পালগণ।

গয়াসুর	...	...	ত্রিপুরাসুরের পুত্র।
বিলোচন	...	...	গয়াসুরের খুল্লতাত।
চন্দ্রচূড়	...	...	বিলোচনের পুত্র।
মহাকায়	...	...	অসুর-সেনাপতি।
মন্ত্রী	.	.	অসুর-রাজমন্ত্রী।
গ্রহাচার্য্য	...	...	ছদ্মবেশী শনি।
শুক্রাচার্য্য	...	...	অসুরগুরু।

প্রহরী, প্রতিহারী, কাপালিক, দূত, যুবক, অন্ধবৃদ্ধ, বনবালক, সভাসদ্‌গণ, প্রজাবৃন্দ, শিকারীগণ, অনুচরগণ, শিষ্যগণ, নাগরিকগণ, বালকগণ, প্রেতাত্মাগণ, সৈন্যগণ।

স্ত্রী

লক্ষ্মী। শচী (ইন্দ্রের পত্নী)। অপ্সরাগণ। দেববালাগণ।

প্রভাবতী	...	...	গয়াসুরের মাতা।
জল্পনা কল্পনা	...	...	ত্রিপুরাসুরের কন্যাদ্বয়
সুলেখা	...	...	চন্দ্রচূড়ের পত্নী।
বনবালা	...	...	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী।

খঞ্জরমণী, সোনামণি, পুরবালাগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ।

শ্রীপাদপদ্ম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ—আনন্দ-সভা

বরুণ, পবন, হুতাশন, শনি প্রভৃতি দেবগণ আসীন

বরুণ। [সানন্দে] সুরগণ !
আজ বড় আনন্দের দিন ;
ত্রিদিবের কাল-ধূমকেতু
ভীষণ ত্রিপুরাসুর
দেবতার অদৃষ্ট-আকাশ হ'তে
এতদিনে হইয়াছে চির-অস্তমিত
সুপ্রভাত ত্রিদিববাসীর ;
তাই আজ সমাগত দেবতামণ্ডলী.
একত্রে আনন্দোৎসব করুন সকলে

পবন। সত্য্যই—জলধিপতি !
এ আনন্দের সীমা নাই আজি।
সেই পাপ-দানবের নাশে
রাহুমুক্ত দিনকর সম

আজি মোরা পুনঃ স্বর্গে লভিয়াছি স্থান ;
এ হ'তে কি আছে আনন্দ মোদের ?

হুতা। সত্য, সমীরণ !
যে দুঃখের জ্বালাময় হ্রদ হ'তে
হয়েছি উদ্ধার মোরা,
সে আনন্দ প্রকাশের ভাষা
নাহি আসে রসনায় আজি।
সম্মিলিত দেবতামণ্ডলী
আজি এই আনন্দ-সভাতে
মহানন্দে মাতিবে উৎসবে ;
কিন্তু আরও আনন্দ হ'ত,
হ'ত যদি এ উৎসব-সভা
সুরেন্দ্রের বৈজয়ন্তধামে।
আপনি বাসব
আহ্বানি অমরগণে
যদি করিতেন আনন্দ-উৎসব,
তা হ'লে সে মহোৎসব
আরও সুখের হ'ত।

শনি। ইয়ে হয়েছে—দেখ, হুতাশন ! আমার কথাগুলি বোধ হয়, তোমাদের কাছে খুবই গদ্যময় ব'লে বোধ হবে ; কিন্তু ইয়ে হয়েছে - ফাঁক্ পেলেই আমার কথা বলাটা চিরকেলে অভ্যাস ; কিন্তু তাই ইয়ে হয়েছে—আমার কথাগুলি পদ্যের ছাঁচে ঢাল্‌তে গেলে, সে যেন কাঁঠালের আমসত্ত অথবা ইয়ে হয়েছে—সোনার পিতলে-কলস হ'য়ে দাঁড়ায়।

বরুণ। বেশ ত, তোমার বক্তব্য যা, তা ব্যক্ত কর।

শনি। বক্তব্য আমার ইয়ে হয়েছে—এমন বেশী কিছু নয়; তবে ইয়ে হয়েছে—

পবন। [সহাস্যে] ভূমিকাই চলেছে যে, গ্রহরাজ!

শনি। হাঁ-বল্‌ছিলাম কি, ইয়ে হয়েছে—তোমরা সব বাসবের কথা বল্‌ছিলে না যে, ইয়ে হয়েছে—এই আনন্দ-সভা যদি সুরেন্দ্র আহ্বান কর্‌তেন, তা হ'লে সকলে যেন কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যেতেন? কিন্তু ইয়ে হয়েছে—এ কথাগুলি তোমাদের অতিরিক্ত চাটু-বৃত্তিরই একটা নমুনা ভিন্ন কিছুই নয়।

অগ্নি। কেন-কেন? সুরেন্দ্র হলেন ত্রিদিবপতি; তিনি এ আনন্দে যোগদান কর্‌লে কি সত্যই আমাদের আনন্দের কথা নয়? এতে আমাদের চাটুকারিতার কথা কিসে এল?

পবন। ওঁর জিভেতে ত কিছু আট্‌কায় না, একটা যা-কিছু বল্‌লেই হ'ল। আমরা চাটুকার?

বরুণ। এরূপ যথেচ্ছ-ভাষা প্রয়োগ, গ্রহরাজের কিন্তু নিতান্তই অশোভন হয়েছে।

শনি। বলেইছি ত, ইয়ে হয়েছে—আমার কথাগুলি কানে তোমাদের একেবারেই গন্ধময় ব'লে বোধ হবে; কিন্তু কথাটা আমার একটুও মিথ্যা নয়; যতদূর হ'তে হয় খাঁটী, ওজন করা সত্য দিয়ে ভর্‌তি।

পবন। আচ্ছা, কারণ দেখাও—প্রমাণ কর।

শনি। বাবা, একটা-আধটা নয়, একবারে উনপঞ্চাশ রকমের বায়ুর সমাবেশ তোমার মস্তকে; তাতে ক'রে ইয়ে হয়েছে—

পবন। [সক্রোধে] রেখে দাও তোমার "ইয়ে হয়েছে", আগে কারণ দেখাও—অমন যা মুখে আসে, তাই বল্‌লে চল্‌বে না, বাপু!

শনি। [সহাস্যে] একেবারে চটিতং! তা উনপঞ্চাশ প্রকারের ক্রিয়া কিছু কিছু ত হওয়া চাই?

হুতা। নাঃ, আজকার আনন্দটা দেখ্‌ছি, এই গ্রহরাজই মাটি করবে! ওঁর এখানে না আসাটাই ভাল ছিল।

শনি। [সহাস্যে] বাতাস পেয়েছ বুঝি, হুতাশন? না' ইয়ে হয়েছে—তোমারই বা দোষ কি? পাশেই দাঁড়িয়ে উনপঞ্চাশের সমাবেশ।

বরুণ। যাক্, বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে, এখন অপ্সরাদের ডাকাও।

শনি। ঐ—ঐ কথাটাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম।

বরুণ। কি?

শনি। [সহাস্যে] মুখরোচক হবে না কিন্তু।

বরুণ। না হ'ক, তুমি ব'লেই ফেল না ছাই।

শনি। [সহাস্যে] এই যে উৎসবের সভা ডাকা হয়েছে, এতে যদি সত্য-সত্যই সুরপতি উপস্থিত থাক্‌তেন, তা হ'লে ইয়ে হয়েছে—তোমাদের আনন্দটা কি ঠিক জম্‌ত?

বরুণ। না জমবার হেতু?

শনি। হেতুটা হচ্ছে, শুধু উৎসব ক'রেই আনন্দ পাবার ইচ্ছা ত তোমাদের নয়? ইয়ে হয়েছে—

বরুণ। [ক্রুদ্ধভাবে] কি তবে?

শনি। তুমিও দেখি চটিতং, বাবা! অমন ঠাণ্ডা জলের অধিপতি হ'য়েও মাথা গরম? এটাও ওই হুতাশন আর উনপঞ্চাশ সমাবেশের ক্রিয়া। ইয়ে হয়েছে—

পবন। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু—[ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ]

শনি। তা' হচ্ছে একটু, বাবা!

বরুণ। যাক্, তুমি আমাদের এই আনন্দ-সভার উদ্দেশ্যটা কি মনে করেছ, সোজা কথায় সেইটে ব'লে ফেল।

শনি। অতি সঙ্ক্ষেপে সোজা কথায়ই ব'লে দিচ্ছি। ইয়ে হয়েছে—তোমরা সব নিজের নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, এ উৎসবটার উদ্দেশ্য কি?

বরুণ। আরে, তুমি তোমার শ্রী মুখেই ব'লে ফেল না।

শনি। এই অপ্সরাদের নিয়ে একটু দস্তুর মত খোলা-প্রাণে ইয়ার্কি করা, নয় কি? কাজেই দেবরাজের অনুপস্থিতিই তোমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। এ গুপ্ত আনন্দ-সভা ডাকার উদ্দেশ্যও তাই, অথচ ইয়ে হয়েছে—মুখে বলা চাই "সুরপতি যদি সভায় ডেকে উৎসব করাতেন, তবে ইয়ে হয়েছে—সেটা খুবই আনন্দের হ'ত।" এটা কি বাবা, তোমাদের প্রাণের কথা, না অভ্যস্ত চাটু-বিদ্যার একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ? [অন্যান্য সকলে নতমস্তকে নীরবে রহিলেন] কৈ—বাবা পবনদেব, ঝড় তোল! হুতাশন, দাউ দাউ রবে জ্ব'লে ওঠ। বরুণচন্দ্র, উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার ক'রে লাফিয়ে ওঠ! ইয়ে হয়েছে—তা বেশ ত, অপ্সরাদের নিয়ে ইয়ারকি করবে, কর না? কে বাধা দিচ্ছে? আমিও ত একজন তোমাদেরই দলের? ইয়ে হয়েছে—আবার বহুদিন যাবৎ ত্রিপুরাসুরের বেটার জ্বালায় প্রাণটা সকলেরই নিরামিষ হ'য়ে আছে; এখন কিছুদিন ইয়ে হয়েছে—প্রচুর আনন্দ চাই। ডাকাও অপ্সরাদের, সুধার ভাণ্ডগুলি নিয়ে চ'লে আসুক, একেবারে ইয়ে হয়েছে—উৎসবের চরম ক'রে ছেড়ে দিক্। সিংহাসনে ব'সে সুরপতি এই উৎসবের কল্লোল শুনতে আকুল। আমার হ'ল ইয়ে হয়েছে—খোলা-খুলি কথা, খোশামুদি কথা এ শনি-ঠাকুরের ভাণ্ডারে পাবে না। [দেখিয়া] ঐ

যে—ঐ যে— হয়ে হয়েছে—সখীরা সব এসে হাজির। ব্যস্. একেবারে প্রবেশপথ থেকেই রুণু-ঝুণু ধ্বনিসহ কোকিল-কূজন সুরু ক'রে দাও।

সুধাপাত্র হস্তে নৃত্যগীতপরায়ণা অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

নৃত্যগীত।

হের নধর অধরে সুধা নাহি ধরে,
সু-ধারে সুধাবে বহিয়ে যায়।
পিয়াসু চকোর আসিয়া হাসিয়া
সুধা পিয়ে পিয়ে পরাণ মাতায়॥
মুখর নূপুর রুণু রুণু রণনে,
কঙ্কন ঝঙ্কার ঝণু ঝণু ঝণনে,
চঞ্চল অঞ্চল দুলিছে পবনে,
ছল ছল যৌবনে উছল কায়॥
ঢল ঢল প্রেম-মদিরা পানে,
কল কল রতিরস রসিছে পরাণে,
আবেশে বিভোরা অধীরা গানে,—
তানে তানে সুধা ঢালি তায়॥

শনি। তা হয়ে হয়েছে—কেমন সব, ফুর্ত্তি জম্‌ছে ত?

সহসা গম্ভীর মুখে জয়ন্ত কুমারের প্রবেশ।

বরুণ প্রভৃতি। আসুন—আসুন—জয়ন্ত কুমার, আসুন।

শনি। [স্বগত] এই আর এক দফা চাটুবৃত্তি আরম্ভ হ'ল।

জয়ন্ত। সহসা এ উৎসবের কারণ আপনাদের?

বরুণ। ত্রিপুরাসুর বধের আনন্দ-উৎসব, কুমার!

জয়ন্ত। ত্রিপুরাসুর বধের আনন্দ-উৎসবের কারণ ত আপনাদের কিছু নাই! সে উৎসবের কারণ থাকতে পারে কৈলাসের প্রমথগণের।

সকলে। [বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া] কেন, কুমার ?

শনি। [স্বগত] এইবার আঁতে ঘা মেরেছে।

জয়ন্ত। ত্রিপুরাসুর বধের অক্ষমতা কি আপনাদের লজ্জায় মাথা নুইয়ে দিচ্ছে না ?

বরুণ। এ আপনি কী বল্‌ছেন, কুমার! স্বয়ং মহেশ্বর ত্রিপুরাসুর নিধন করেছেন ব'লে কি দেবতা হিসাবে আমাদেরও উৎসব করা অসঙ্গত, কুমার ?

জয়ন্ত। হাঁ – নিশ্চয়ই।

হুতা। কিসে ? বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

জয়ন্ত। তিনি ত মাত্র দেবতা নন্, তিনি যে মহাদেব ; দেবতাদের হ'তেও অনেক উচ্চস্তরে তাঁর স্থান।

পবন। তা হ'লেও তিনি দেবতা ত ?

জয়ন্ত। [জিভ কাটিয়া] না—না, তা হ'লে তাঁকে অপমান করা হবে, সমীরণ।

পবন। আমরা কি এতই হেয় ?

জয়ন্ত। হাঁ—আমরা এতই হেয় ; সেটা কি বুঝ্‌তে পারাও আপনাদের উচিত ছিল না ?

বরুণ। সুরপতি হ'লে বোধ হয়, এ কথা বল্‌তেন না।

জয়ন্ত। খুব বল্‌তেন—নিশ্চয়ই বল্‌তেন। তিনি তাঁর শক্তির সীমা, অধিকারের সীমা বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন। তিনি তাঁর অক্ষমতাকে একটা ব্যর্থ গর্ব্বের আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে আপনাদের মত এমন নির্লজ্জ অভিনয় দেখাবার প্রয়াসকে কখনই নিজের আত্ম-সম্মানের অন্তরায় ক'রে তুল্‌তেন না। সেইজন্যই তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনারা সব নিজ নিজ অক্ষমতা আর দুর্ব্বলতার মানদণ্ডে সুরেন্দ্রকে

পরিমাপ কর্‌তে চান্? সেটা আপনাদের যেমন একটা মহা ভুল, তেমনি আবার একটা নির্ব্বুদ্ধিতার পূর্ণ-পরিচায়ক।

শনি। [স্বগত] সেই দেব-রাজত্বের দম্ভ শতমুখে বিকসিত।

বরুণ। জয়ন্তকুমার! ক্ষমা কর্‌বেন আমাদের; আর কোন উত্তরই আমরা দেব না।

জয়ন্ত। অভিমান কর্‌লে চল্‌বে না, জলধিপতি। আত্মসম্মান বোধ থাকা নিতান্তই উচিত। একমাত্র কাপুরুষতা আর আত্মসম্মান বোধের অভাবেই দেবতা-সমাজ আজ এত হেয়! আপনাদের একটা গ্লানি আসে না? আপনাদের একটা ধিক্কার আসে না যে, ত্রিপুরাসুর-যুদ্ধে কিছুমাত্র শক্তি না দেখিয়ে পেচকের মত সব সেই অন্ধকার মধ্যে রসাতলে লুকিয়ে রইলেন? দেবত্ব কি এই? সুরত্ব কি এই? আজ যদি সেই শ্মশানের উলঙ্গ ভূতনাথ তাঁর ভূতদলের সঙ্গে এসে ত্রিপুরাসুর বধ না ক'রে দিতেন, তা হ'লে—তা হ'লে এতক্ষণ কোথায় থাক্‌তেন আপনারা? কোথায় এসে কর্‌তেন আজ এই আনন্দ উৎসব? বহু-বহুবার দানবের হাতে লাঞ্ছিত, পীড়িত, স্বর্গবিতাড়িত হ'য়েও চোখ ফুট্‌ল না দেবতাদের! আজ ত্রিপুরাসুর গেল, আবার যদি কাল কোন অসুর এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে আবার সেই রসাতলে নির্ব্বাসন, এই যাদের পরিণাম—এই যাদের আত্মসম্মান, তাদের এ আনন্দ-উৎসব আসে কোথা থেকে? তাদের এত নির্লজ্জ আচরণ আসে কেমন ক'রে? এ হ'তে আর কী অধঃপতন হ'তে পারে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

[গর্ব্বিত পদে প্রস্থান।

পবন। এতটা ঔদ্ধত্য কুমারের নিতান্তই অসহ্য কিন্তু।

শনি। [সহাস্যে] তবে? আমি ত সেই কথাটাই—ইয়ে হয়েছে—তোমাদের বল্‌তে গিয়েছিলাম, সমীরণ! এও জেনো, তোমাদের

ইয়ে হয়েছে—অতিরিক্ত অনাবশ্যক তোষামোদের ফল, দেব-রাজত্বের অহঙ্কারকে এতদূর বাড়িয়ে তোল্‌বার একমাত্র কারণ হচ্ছে—ইয়ে হয়েছে—তোমরাই দিক্‌পালগণ! তোমাদের সমবেত শক্তির উপরেই ত সুরপতির আধিপত্য, এমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে; নতুবা ইয়ে হয়েছে—[একটু নিম্ন স্বরে] তিনিই বা কে, আর তোমাদেরই বা কি ?

হুতা। না, এ কথা গ্রহপতি ঠিকই বলেছে। আজ একেবারে অপমানের চূড়ান্ত হ'য়ে গেল!

শনি। [জনান্তিকে] বিশেষতঃ এই অপ্সরাদের সাম্‌নে।

পবন। আমোদটা একেবারেই ভেঙ্গে দিয়ে গেল একটা উদ্ধত বালক এসে।

শনি। এখন বোঝ, বোঝ যে. কেন ঔদ্ধত্য দেখায়? তোমরা ইয়ে হয়েছে—নিঃশব্দে দেখ ব'লেই দেখাতে আসে।

পবন। আচ্ছা, এইবার থেকে দেখা যাবে।

শনি। হাঁ—এই ত দেবতার মত কথা এইবার থেকে ইয়ে হয়েছে—তোমাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে, সেটা একটু একটু দেখাতে চেষ্টা কর।

বরুণ। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আজই আমাদের গুপ্তসভা আহ্বান করতে হবে।

শনি। বেশ—বেশ—এই ত চাই! ইয়ে হয়েছে—

পবন। যাক্, অপ্সরা-সঙ্গীত চল্‌তে থাক্; ফের যদি কুমার আসেন, তবে পবনের কাছে স্পষ্ট কথা শুনে যাবেন। দ্বিগুণ উৎসাহে, অপ্সরাগণ, আরম্ভ কর।

শনি। হাঁ—ইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ এসে যে রসভঙ্গটা ক'রে দিয়ে গেলেন, সেটা একেবারে ইয়ে হয়েছে—সাড়ে-ষোল-আনা পূরিয়ে দাও।

অপ্সরাগণ।— নৃত্যগীত

কি দিয়ে তোমারে বঁধু মিটাব এ প্রাণের আশা।
যা ছিল তা সব দিয়েছি, তবু ত মেটে না তৃষা॥
সাজায়ে পাঁরি ঢালি লালসা জড়িত প্রাণে,
বাসনার শূন্য পালা পূর্ণ করি প্রেম-গানে,
জীবন যৌবন, রূপ-বিমোহন,
ঢালিয়ে দিয়েছি সখা মাখি প্রাণের ভালবাসা॥
কি দিলে তোমারে বঁধু, হবে গো মোর সব দেওয়া,
কি পেলে তোমার ওগো, হবে বল সব পাওয়া,
সারাজীবন এমনি ক'রে—
র'বে শুধু বঁধু তোমায় দেবার নেশা॥

বরুণ। যাও—অপ্সরাগণ, বিশ্রাম কর গে। আবার কাল হবে।

শনি। [সহাস্যে] তবে দেখ, সুন্দরীগণ। ইয়ে হয়েছে—গরীবের এই নিবেদন, যে গানটার মধু এখন বর্ষণ করলে, এ মধুটা যেন একটু গাঢ় রকমের হ'ল ; এ থেকে ইয়ে হয়েছে—আরও একটু তরল—বুঝতে পেরেছ ত? হেঁ—হেঁ—হেঁ। [হাস্য]

উর্ব্বশী। আমরা সুরসভায় সুরপতির নিকট নৃত্যগীত করি কিনা, তাই অত তরল মধু আমাদের গানে আপনারা পাবেন না ; এইরূপই হবে।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

অস্ত। [সহাস্যে] ভারি যে শুনিয়ে গেল গ্রহরাজকে ?

শনি। ও—ও সেই ইন্দ্রত্বের অহঙ্কার ষোলআনা ওদের কথায় ভরতি। তা ইয়ে হয়েছে—তোমরা একটু মাথা তুলে দাঁড়াও ত দেখি, তার পর বুঝে নেব উর্ব্বশী-মেনকার দলকে।

বরুণ। চল, এইবার আমাদের গুপ্তসভার কাজ আরম্ভ করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন

কল্পনা প্রভাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আপন মনে গাহিতেছিল।

কল্পনা।—

গান

কার্ তরে আজ পূজার আয়োজন।

গন্ধে ভরা বাগান আজি, যেন ফুলরাশিতে ভরা সাজি,

কার চরণে অর্ঘ্য ঢালি

কর্‌বে ওগো, পূজা সমাপন॥

ঊষার রঙিন স্নিগ্ধ ছবি, পূব-আকাশে ওগো কার,

নিপুণ হাতে এঁকে দিয়েছ,

ধীর-সমীরের শীতল পরশ কার গায়েতে দেবার তরে,

বল এত ব্যাকুল হয়েছ ;

ওগো, সুন্দরী গো ! কোন্ সুন্দরের তরে হেথা

বল আজি শুভ-আগমন॥

সিন্দুরপরা মুখখানি আজ সবুজ পাতার

অন্তরালে ঢাকি,

নীলাঞ্চলে দুলিয়ে তুলি কূলে কূলে ভরানদী

উঠাও তুফান ডাকি ;

ওগো প্রকৃতি ! ওগো শ্রীমতি !

তোমার মন্দিরে আজ দেখ্‌তে আরতি,

এসেছি আজ সেরে আমার সকল প্রয়োজন॥

কী সুন্দর প্রকৃতির ছবি !
কবি-প্রাণ মুগ্ধ করে,
স্নিগ্ধ করে তৃষিত নয়ন।
সংসারের ব্যথাভরা প্রাণ নিয়ে
আসে যদি ব্যথাতুর নিশান্তে এখানে,
তখনি এ উষার সুষমারাশি
শীতল পরশ দিয়ে
মুছে দেবে সব ব্যথা, সব জ্বালা তার।
তাই নিত্য আসি হেথা,
কাব্যভরা প্রকৃতির শোভা হেরি
জুড়াইতে এ নীরস প্রাণ।

গীতকণ্ঠে বালক গয়াসুরের প্রবেশ।

গয়াসুর।—

গান।

ফুলভরা এই বাগান মোদের
কেমন খাসা গো।
হাস্‌ছে সবাই, ভাস্‌ছে সবাই,
প্রাণে ভালবাসা গো॥
মাথা নেড়ে ডাক্‌ছে ফুল ওই
চুমু নিতে মোর,
তাই ত আমি নিতুই আসি
ভেঙে ঘুমের ঘোর ;
আমার ফুল-সোহাগী সোহাগ ক'রে
মেটায় আশা গো।

ওই টুক্‌টুকে ফুল পাতার আড়ে
লুকিয়ে রেখে মুখ,
উঁকি মারে মাঝে মাঝে
জুড়িয়ে দিয়ে বুক,
আমি দেখ্‌তে আসি, খেল্‌তে আসি,
(আমার) লেগেছে কী নেশা গো ॥

গয়া। দিদিমণি! আজ তুমি আগেই চ'লে এসেছ? আমায় আজ ডেকে আন নি কেন?

কল্পনা। মা যে মানা করেন, তাই আজ তোমায় ডাকি নি, ভাই!

গয়া। আমার যে বেশ ভাল লাগে এই ভোরের বেলায় ফুলভরা বাগান দেখ্‌তে!

কল্পনা। তুমিও ত আমাদের স্নেহ-উদ্যানের একটা ফুল, ভাই; তাই ফুল হ'য়ে ফুলদের সঙ্গে মিশ্‌তে চাও। [হাস্য]

গয়া। [হাসিয়া] হঁ্যা দিদিমণি! আমি বুঝি ফুল? তুমি মিছে কথা বল্‌ছ। ফুল যদি হতাম, তা হ'লে আমিও রোজ সকালে ফুট্‌তাম, আবার বিকেলে শুকিয়ে গিয়ে ঝ'রে পড়্‌তাম।

কল্পনা। [সহাস্যে] তুমি যে আরও ভাল ফুল, তাই ফুলদের মত ঝ'রে পড় না।

গয়া। আচ্ছা, ফুলরা ত আমার সাথে কথা কয় না, খালি মাথা নাড়ে; ওরা বুঝি কথা কইতে জানে না?

কল্পনা। কথা কইতে জানে, তবে আমরা তাদের ভাষা বুঝ্‌তে পারি না।

তৎক্ষণাৎ বিধবা প্রভাবতীর প্রবেশ।

প্রভা। আজও আবার এসেছ, গয়া?

কল্পনা। আমি কিন্তু আজ আর গয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি নি, মা!

প্রভা। অভ্যাস্ করিয়ে দিয়েছ ত, মা? [ঈষৎ হাসিলেন]

গয়া। আমি তবে যাই, মা!

[মলিনমুখে প্রস্থান।

কল্পনা। কেন—মা, গুরুদেব মানা করেন গয়কে উদ্যানে আস্‌তে?

প্রভা। গুরুদেব বলেন, শৈশব হ'তেই এই সব প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে অভ্যাস্ করলে, আর যুদ্ধ-চর্চ্চার দিকে মন যাবে না। দৈত্য-শিশুর গোড়া হ'তেই শক্ত হ'তে হবে ; তাই গয়ের ওসব ফুল নিয়ে খেলা করা একেবারেই মানা।

কল্পনা। [হাসিয়া] ফুল ফোটে তবে কাদের দেখ্‌বার জন্যে, মা?

প্রভা। দেবতাদের তুষ্ট কর্‌বার জন্যই ফুল-ফোটার সার্থকতা।

কল্পনা। তবে বাবা এমন সুন্দর উদ্যান রচনা ক'রে রেখে গেছেন কেন, মা?

প্রভা। অত শত কথা আমি জানি না ত, কল্পনা; গুরুদেব যা বলেছেন, তাই জানি। দানবের স্বভাব কোনরূপ কোমলতার সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে পার্‌বে না; দানব-শিশুর খেলা চল্‌বে, ফুলের সঙ্গে নয়—বজ্রের সঙ্গে, দানব-শিশুর আনন্দ হবে, প্রকৃতির শোভা দেখে নয়—প্রলয়ের ধূমকেতু দেখে। যত রকম কঠোরতা সংসারে আছে, তার সঙ্গেই দানব-শিশুর আজন্ম পরিচয় ক'রে নিতে হবে: নতুবা সে প্রকৃত দানব হ'তে পার্‌বে না, এই হ'ল গুরুদেবের উপদেশ।

কল্পনা। [সহাস্যে] হাঁ মা, তাই যদি, তবে তুমি এমন স্নেহময়ী কোমল-প্রকৃতি মা হ'য়ে দানব-গৃহে এসেছিলে কেন, মা? কেনই বা তোমার বুকের স্নেহরস নিংড়ে দিয়ে, তোমার সন্তানদের এমন ক'রে স্নেহ

কর, মা? কেনই বা সন্তানের জন্য তোমার স্তনে দুধ পূরে রেখেছ, মা?

প্রভা। কল্পনা! আমি আর এ সব কথা বুঝ্‌তে পারি নে যেন। সবই বুঝ্‌তাম, সবই জান্‌তাম; কিন্তু বিধবা হবার পর হ'তেই আমি যেন সব জ্ঞান, সব বুদ্ধি হারিয়ে ব'সে আছি। দেখ্‌তে ত পাচ্ছিস্‌—মা, কী মহা বিপ্লবের মধ্যে থেকে আমাকে যুঝ্‌তে হচ্ছে? কিন্তু আমি যে আর পার্‌ছি না, মা? কোন্‌ পথে যাব? কোন্‌ পথ আমার ঠিক পথ, আমি যেন তা ঠিক্‌ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে!

কল্পনা। যত গোলযোগ ঐ এক রাজ-সিংহাসন নিয়ে ত? তা তুমি কেন কাকার উপরে সব ভার দিয়ে ব'সে থাক না? কাকা ত আমাদের খুবই স্নেহ করেন, বাবার শোক ত আমরা কাকাকে দিয়েই ভুলেছি, মা!

প্রভা। এ সব বুঝ্‌বি না, কল্পনা! এমন অবস্থার মধ্যে এসে আমি দাঁড়িয়েছি যে, নিজের ছায়া দেখেও শিউরে উঠি। কা'কে বিশ্বাস কর্‌ব? কে আমার যথার্থ আত্মীয়, তা বুঝে ওঠ্‌বার উপায় নেই।

কল্পনা। কাকাকেও কি আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না, মা?

প্রভা। যাক্‌ সে সব কথা। আমি এখন এমন সংশয়ের মধ্যে আছি যে, এ সব আলোচনা আমি আমার কন্যার সঙ্গেও কর্‌তে পার্‌ছি নে; তাই মনে হয়, তোকে আর গয়কে নিয়ে আমি এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই।

কল্পনা। দিদি তবে কোথায় থাক্‌বে?

প্রভা। জল্পনা? তার জ্বালাতে আরও অস্থির হ'য়ে উঠেছি। দিবারাত্র সে একটা জ্বালার মত উত্তেজনা নিয়ে রাজ্যময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কল্পনা। দিদি কি চায়?

প্রভা। সে চায়—তার পিতৃ-সিংহাসন গয়াসুরের জন্যে তুলে

রাখ্‌তে। সে চায়—তার পিতৃভক্ত দানব-বীরগণকে একত্র ক'রে সেই শূন্য-সিংহাসনকে রক্ষা কর্‌তে, কেউ যাতে সে সিংহাসন স্পর্শ করতে না পারে। সে তার রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে বলে যে, কেউ যেন তার পিতৃ-সিংহাসনের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে ইচ্ছা না করে। সে কাউকে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। গুরুদেবকেও নয়—তার পিতৃব্যকেও নয়—মন্ত্রি-সেনাপতিকেও নয়। তার উদ্ধত বাক্যে সকলেই বিরক্ত হয়েছে; কোন্ দিকে সাম্‌লাই আমি বল ত, মা?

সহসা শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রা। কোন দিকেই যে তুমি সাম্‌লাতে পার্‌বে না, এখন তাই আমার মনে হচ্ছে, মহারাণি!

[প্রভাবতী ও কল্পনা শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিল।]

[মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া] যাও ত—কল্পনা, তুমি একটু স্থানান্তরে; মহারাণীর সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

[কল্পনা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

প্রভা। অব্যাহতি দিন—গুরুদেব, আমাকে; আমি পুত্র-কন্যা নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই।

শুক্রা। কার উপরে তোমার এ ব্যর্থ অভিমানের হাস্যকর ভাষা প্রয়োগ কর্‌তে এসেছ, মহারাণি! তুমি পাত্রাপাত্র ভুলে গেছ? এর নাম শুক্রাচার্য্য; সে দ'মে যায় না নারী-মুখের প্রলাপ উক্তি শুনে, সে তার কর্ত্তব্য ভুলে যায় না—নিজের কার্য্য নিখুঁত ভাবে শেষ না ক'রে।

প্রভা। আমাকে কি কর্‌তে বলেন? আমি যে পেরে উঠ্‌ছি নে!

শুক্রা। পেরে যে উঠ্‌বে না তুমি, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যে পেরে উঠ্‌তে চায়, সে কখনো প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে পুষ্পোদ্যানে ছুটে আসে না। যে প্রকৃত দানব-মহিষীর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চায়, সে

কখনও তার একমাত্র দানব-সম্রাজ্যের অধিকারী শিশু-পুত্রকে দানব রূপে গ'ড়ে তুল্‌বার পরিবর্ত্তে ফুলের পরাগ মাখিয়ে ফুলের হাসি—ফুলের সোহাগ দেখাতে পুষ্পোদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রাখে না। আমার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রকে সংযত করতে পার্‌লে না? ত্রিলোকের অদ্বিতীয় বীর ত্রিপুর-মহিষীর কর্ত্তব্য কি এই?

প্রভা। পুত্রকে নিষেধ কর্‌বার জন্যই ত আজ এই উদ্যানে এসেছিলাম, গুরুদেব! নিষেধ কর্‌বামাত্রই গয় এখান থেকে চ'লে গেছে।

শুক্রা। নিষেধ শুনে শুধু চ'লে গেলেই চল্‌বে না ত? তার মন থেকে যাতে এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি দূর হ'য়ে যায়, তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা কর্‌তে হবে। সে তোমার মত স্নেহান্ধ-জননী পেরে উঠ্‌বে না, তার জন্যে আমাকেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

প্রভা। কোন আপত্তিই আমার তাতে নেই।

শুক্রা। উত্তম। আগে মহারাণীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিতে হবে।

প্রভা। আজ্ঞা করুন।

শুক্রা। গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ-সিংহাসন শূন্য রাখা কোনরূপেই সম্ভব হ'তে পারে না।

প্রভা। কি কর্‌তে চান্?

শুক্রা। গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ছোট-রাজা বিলোচনকেই আমি সিংহাসনে বসাতে চাই; এ বিষয়ে মহারাণীর অভিমত কি?

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতির তাতে যে নিতান্ত অমত, গুরুদেব।

শুক্রা। বিলোচন তোমার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর—তোমার দেবর, ন্যায়পরায়ণ, নির্লোভ, হিতৈষী।

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতিও আমার স্বামীর পরম বিশ্বাসের পাত্র আর হিতৈষী ছিলেন ব'লেই জানি।

শুক্রা। হাঁ, তা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁরা হয় ত ভুল সংশয় পোষণ করছেন ছোট-রাজার উপরে, পাছে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রকে বঞ্চিত করেন।

প্রভা। কিন্তু দেবর ত সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমাকে কখনও বলেন নাই? মন্ত্রী আর সেনাপতির মুখেই যা শুনেছি মাত্র।

শুক্রা। বিলোচনের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। তিনি মহারাণীকে এ কথা বল্‌বার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি। তিনি জানেন, ত্রিপুরাসুর তাঁর অগ্রজ ছিলেন, মহারাণী তাঁর অগ্রজ-পত্নী; সুতরাং তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে জ্যেষ্ঠের সিংহাসন রক্ষা করা, তাই-ই কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছেন; তার জন্য মহারাণীকে কী জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে?

প্রভা। আমারও দেবরের উপর কখনও কোন অবিশ্বাস আসে নি সত্য; কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতির কথাও উপেক্ষা কর্‌বার কারণ কিছুই দেখি না, এর মধ্যে তাদেরও কোন স্বার্থের গন্ধ পাই না!

শুক্রা। কি বল্‌তে চান্ তাঁরা?

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতি বলেন যে, গয় উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সম্রাটের পাদুকামাত্র সিংহাসনে রেখে আমরাই রাজ্য পরিচালনা করব। ছোট-রাজার সিংহাসন অধিকার, মোটেই তাঁদের অভিপ্রেত নয়।

শুক্রা। [গম্ভীরভাবে] হুঁ—[ক্ষণেক চিন্তার পর] এই যদি তাঁদের মন্তব্য হয়, তা হ'লে রাজ্যে শান্তি-স্থাপনা দুর্ঘট হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রভা। আপনি দানবমাত্রেরই গুরু। আপনি উভয় পক্ষকে একত্র ক'রে একটা মীমাংসা ক'রে দিলেই ত হ'তে পারে।

শুক্রা। কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতি আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও পর্য্যন্ত বলেন নাই। আমার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করা কি তাঁদের কর্ত্তব্য ছিল না? আমি জেনেছি যে, তাঁদের বিশ্বাস, আমি ছোট-রাজারই পক্ষপাতী; সুতরাং মর্য্যাদা হারাতে আমি তাঁদের সঙ্গে উপযাচক হ'য়ে কোন কথা বল্‌তে যেতে পারি না।

প্রভা। তা হ'লেই গোল বাধ্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা।

শুক্রা। বাধে বাধুক, কি কর্‌ব? আমি আর কোন দিকে চাইব না; আমি চাইব, আমার প্রিয়শিষ্য ত্রিপুরাসুরের সিংহাসন যাতে রাজপুত্র গয়াসুরের ন্যায্য অধিকার হ'তে বিচ্যুত না হয়, সেইদিকে।

প্রভা। আপনি কি ছোটরাজা সম্বন্ধে একেবারেই নিঃসন্দেহ?

শুক্রা। হাঁ, একেবারেই নিঃসন্দেহ; কারণ আমি বিলোচনকে চিনি, তাঁর নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যের উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে; মহারাণীরও তাই থাকা উচিত।

সহসা জল্পনার প্রবেশ।

জল্পনা। না—না, একটা অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ওরূপ নিঃসন্দেহ থাকা ত্রিপুর-মহিষীর কখনও উচিত নয়।

প্রভা। সংযতভাবে কথা কও—জল্পনা, গুরুদেবের কাছে।

জল্পনা। বাক্যের মাধুর্য্য দিয়ে, মনোরঞ্জন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কর্‌বার ভাষা জল্পনার মুখে নেই, মা!

শুক্রা। তেমনি রাজনীতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা কর্‌বার অধিকার থাকাও একজন বালিকার পক্ষে কখনও উচিত নয়, এ কথাটাও রাজ-কন্যার জানা নিতান্তই উচিত।

জল্পনা। অনধিকার-চর্চ্চা! কার? আমার? আমার পিতৃসিংহাসন সম্বন্ধে কথা বল্‌বার অধিকার আমা হ'তে যে, আর কারও বেশী

থাকতে পারে না, সেটাও কি আজ রাজনীতি-বিশারদ শুক্রাচার্য্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

শুক্রা। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌বার ইচ্ছা মোটেই আমার নাই, তথাপি এই মাত্র ব'লে দিচ্ছি তোমাকে, তোমার এ নিস্ফল তর্জ্জন-গর্জ্জনে কোন ফলই হবে না। একটা বালিকার রক্তচক্ষু কখনও শুক্রাচার্য্যের কার্য্য-পদ্ধতিকে বিন্দুমাত্রও ব্যর্থ কর্‌তে পার্‌বে না।

জল্পনা। কিন্তু ত্রিপুর-কন্যা জল্পনার এই উত্তেজনাকে সার্থক কর্‌তে সে তার সমস্ত দানবী-শক্তি বিন্দু বিন্দু রক্তের সঙ্গে ব্যয় কর্‌তে একটুও কুণ্ঠিতা হবে না। ত্রিপুর-কন্যার নারী-শক্তির সীমা কতদূর বিস্তারলাভ কর্‌তে পারে, তাও জগৎকে দেখিয়ে যেতে জল্পনা তিলমাত্রও ত্রুটি কর্‌বে না। ত্রিপুর-কন্যা নিরীহ অবলা নয়, প্রলয়ের ধূমকেতু, দিগ্‌দাহের মহা জ্বালা, মৃত্যু-পথের প্রকাণ্ড বিভীষিকা ; সে কাউকে মানে না— কাউকে বিশ্বাস করে না—কাউকে ডরায় না।

[সদর্পে প্রস্থান।

প্রভা। আমার বিপদ্ কত বেশী, দেখ্‌ছেন, গুরুদেব !

শুক্রা। যত বেশীই হোক্—তবুও এখনিই মহারাণীকে বেছে নিতে হবে, তাঁর কোন্ পথ। প্রয়োজন হ'লে ঐ অবাধ্যা কন্যার সঙ্গও পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, মহারাণি !

নেপথ্যে পরমানন্দ গাহিল।

পরমানন্দ —

গান

এ যে বিষম গোলক-ধাঁধা।
যেদিক্ দেখ্‌তে যাবে, সেইদিকেতেই বাধা ॥

সবাই টানে আপনার পানে—
　　　　　　　　　পাওয়া যায় না দিশে,
　　　　ভালমন্দ বিষম দ্বন্দ্ব সন্দ যাবে কিসে,
ভেবে কাজ না কর্‌লে পরে,
　　　　　　　　　শেষে সার হয় শুধু কাঁদা ॥
এ সংসারে কেউ কখনো হ'তে চায় না বোকা,
তাই ভুল নিয়ে সব ভুলে থাকে হ'য়ে একরোখা,
হায় রে, কেউ বোঝে না সবাই যে
　　　　　　　　　সেই এক দড়িতে বাঁধা ॥

শুক্রা। কী ভাব্‌ছ, মহারাণি? এখন ওসব পরমানন্দের গানের অর্থ ভাব্‌লে চল্‌বে না; কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেল।

প্রভা। পরমানন্দের গানের অর্থও ব্যর্থ নয়, গুরুদেব! সত্যই আমি বিষম গোলক-ধাঁধায় পড়েছি, কোনও পথ পাচ্ছি নে খুঁজে।

শুক্রা। আমার বাক্য হ'তেও পরমানন্দের বাক্য তা হ'লে মূল্য-বান্ বল্‌তে চাও?

প্রভা। পরমানন্দের কথাগুলি আমার স্বর্গীয় স্বামীও কখনো অবহেলা করেন নি, গুরুদেব!

শুক্রা। সেটা পরমানন্দের উপর দৈত্যপতির অতিরিক্ত অন্ধ-স্নেহ ছিল ব'লে।

প্রভা। অন্ধ স্নেহ ব'লে নয়, গুরুদেব; পরমানন্দকে তিনি নিঃস্বার্থ হিতৈষী মনে কর্‌তেন ব'লে; তাই পরমানন্দকে তিনি নিত্য সহচর ক'রে রেখেছিলেন।

শুক্রা। যাক্, সে সম্বন্ধে বৃথা তর্ক ক'রে সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না। সিংহাসন শূন্য রাখা কোন রূপেই আর সম্ভব নয়।

প্রভা। আমার মতামতের তবে আর প্রয়োজন কি? আপনার ইচ্ছামত কার্য্য ক'রে যান্।

শুক্রা। বেশ, তাই-ই হবে। আমি শীঘ্রই বিলোচনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ব। পুরমহিলাগণসহ মহারাণীকে সেখানে উপস্থিত থাকা চাই ; চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

প্রভা। [স্বগত] কিসে কি হবে, জানি না, স্বামিন্! তোমার বড় স্নেহের গয় ; দেখো—তোমার অভয়-আশীর্ব্বাদলাভে সে যেন বঞ্চিত না হয়। আমি ঘটনার স্রোতে ভেসে পড়্‌লাম, কোথায় গিয়ে পড়্‌ব কে জানে ; যদি দুর্গমে পড়ি, তুমিই রক্ষা ক'রো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ

বিলোচন একাকী চিন্তিত মনে পদচারণ করিতেছিলেন।

বিলো। [স্বগত] বিষম সমস্যাপূর্ণ, জটিলতাময়
বর্ত্তমান রাষ্ট্র-চিন্তা মোর।
বিপ্লবের মহাসিন্ধু,
উত্তাল তরঙ্গ, ভৈরব গর্জ্জন,
তার মাঝে ঘূর্ণ্যমান রাজ্যতরী
কাণ্ডারী-বিহীন ; কি কর্ত্তব্য মোর ?

দেবতা-সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয়-করে
মৃত্যুমুখে পতিত অগ্রজ,
শিশু-পুত্র গয়
স্নেহেতে লালিত মোর,
অরক্ষিত সিংহাসন তার,
চারিদিক্ হ'তে মার্জ্জার-লোলুপ-দৃষ্টি ;
ভাবি তাই, কি কর্ত্তব্য মোর।
কিন্তু দানব-গৌরব-রবি
যদ্যপি আজিকে চির-অস্তমিত,
তথাপি তার শূন্য-সিংহাসন
পুত্র গয় তরে
রক্ষা করা নহে কি কর্ত্তব্য মোর ?
মন্ত্রী-সেনাপতি আদি
দেখে মোরে সন্দিগ্ধ নয়নে।
ধারণা তাদের, সিংহাসন-প্রলোভন
জাগরিত অন্তরে আমার।
একমাত্র গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বিনা,
কেহ মোরে পারে নি বুঝিতে।
হায়, জ্যেষ্ঠ-সহোদর !
কোথা তুমি আজ ?
কোথা তব আজি সেই ভ্রাতৃ-স্নেহরাশি ?
পড়েছি বিপাকে,
ব'লে দাও দেবতা আমার,
কিবা মম কর্ত্তব্য এখন।

মন্ত্রী ও সেনাপতি মহাকায় প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

মন্ত্রি! সেনাপতি! বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

মন্ত্রী। হাঁ, আমরা জান্‌তে এসেছি, সিংহাসন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত।

বিলো। গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তার প্রতিনিধিরূপে আমিই সিংহাসনে বস্‌ব, এইরূপই আমার সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রী। সে সম্বন্ধে কোন অভিমত কি আমাদের নিকট হ'তে জান্‌তে ইচ্ছা করেন না, দৈত্যনাথ?

বিলো। অভিমত জান্‌বার ত এর মধ্যে কোন কারণ নাই, মন্ত্রি! কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে তোমরা তোমাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন কর্‌বে এই জানি।

মহা। আমাদের কি এ সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই থাক্‌তে পারে না?

বিলো। আমার সিংহাসন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে? না, তোমাদের সে অনধিকার-চর্চ্চার কারণ যে কিছু আছে, তা ত আমার মনে হয় না, সেনাপতি। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য, রাজ্য-পালন বিষয়ে সুমন্ত্রণা দেওয়া, আর তোমার কর্ত্তব্য, যথাসময়ে সৈন্যদের নিয়ে রণচর্চ্চা করা; তার অন্যথা কিছুই হবে না, তোমরাই তখন আমার একমাত্র দক্ষিণ-বাহু হ'য়ে দাঁড়াবে।

মন্ত্রী। তা হ'লে দৈত্যপতি, আর এখন আমাদের কোন কথাই শুন্‌তে চান্ না?

বিলো। শুন্‌তে চাই নে অর্থ—শোন্‌বার প্রয়োজন বোধ করি না।

মহা। মহারাণীকেও এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করেন নি?

বিলো। না; তিনি আমার পরমপূজ্যা-অগ্রজ-পত্নী, অপর কেউ নন্।

তাঁর পুত্রের কল্যাণ কিসে হয়, সেটা আমাপেক্ষা আর অন্য কেউ যে বেশী ক'রে চিন্তা করবে না, এ কথা কি আর তাঁর মত বুদ্ধিমতী রমণী বুঝ্‌তে পারছেন না ?

মহা। যদি তাঁর মনে কোন সংশয় এসে থাকে ?

বিলো। অসম্ভব। আর যদি আসেই, তা হ'লেই বা কি করব ? আমি শুধু জানি আমার কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথের হৃদয়ের নিভৃত কোণে যে, এই সিংহাসন-লাভের একটা দুর্জ্জয় প্রলোভন সঞ্চিত নাই, সেটা বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছা কি এক বারও দৈত্যপতির মনে উদয় হয় না ?

বিলো। [সহাস্যে] যাও—মন্ত্রি, তোমরা এখন, যথাসময়ে রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হবে, তখন উপস্থিত থাকবে।

মহা। মনের সংশয় দূর না হ'লে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হবে, দৈত্যনাথ !

বিলো। সংশয় কখনও বাক্যে দূর হয় না, সেনাপতি ! দূর হয় কার্য্যে, তার জন্য অপেক্ষা কর, জানতে পারবে।

মহা। না, রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বেই সে সংশয় আমাদের দূর হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা—

বিলো। নতুবা সহযোগিতা করতে পারবে না, এই ত ?

মহা। শুধু তাই নয়—

বিলো। রাজ্যাভিষেকে বাধা দেবে ?

মহা। বাধ্য হ'য়ে। আমরা আমাদের প্রভু-পুত্রের সিংহাসন অন্য কাউকেই স্পর্শ করতে দিতে পারব না।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথের এখনও ভাববার সময় আছে।

বিলো। তোমাদের এ নিষ্ফল ঔদ্ধত্যের আর ব্যর্থ উত্তেজনার

প্রত্যুত্তর দিতে আজ আমি নিরস্ত ; কিন্তু মনে রেখো—মন্ত্রি আর সেনাপতি, অভিষেকের পরে আর নিরস্ত থাকা সম্ভব হবে না।

মহা। তা হ'লে রাজ-সিংহাসন নিয়ে একটা বিপ্লবের ঝড় উঠানই দৈত্যপতির একান্ত উদ্দেশ্য ?

বিলো। কি উদ্দেশ্য আমার, তা যখন তোমাদের বোঝ্‌বার শক্তি নাই, তখন এ অরুচিকর বিষয়ের আলোচনা আজ এইখানেই স্থগিত থাক্।

মহা। উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে আর কিছু বাকি নাই আমাদের।

বিলো। কোন উত্তরই আর পাবে না আমার কাছে।

মন্ত্রী। এস, সেনাপতি ! আমাদের যা বল্‌বার ছিল, বলা হয়েছে। আসি, দৈত্যনাথ !

[উভয়ের কিঞ্চিৎ গমন]

মহা। [প্রস্থান পথ হইতে] দৈত্যনাথ, ব'লে যাচ্ছি এখনও সতর্ক হ'ন্, নতুবা এর জন্য মহা অনুতাপ ভোগ কর্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিলো। [একটু হাসিয়া আত্মমনে] বিলোচন ঠিক সতর্কই আছে, তার কর্ত্তব্যকে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। এ হীনবীর্য্য কাপুরুষ নয়, ত্রিভুবন-বিজেতা ত্রিপুরাসুর-সহোদর বিলোচন।

বিষাদিনী প্রভাবতীর প্রবেশ।

একি, দেবী ! [প্রণামান্তে] এখানে এ অসময়ে কেন, দেবি ?

প্রভা। আমি যে আজ অনাথিনী, ভিখারিণী ; আমার আবার সময়-অসময় কি ?

বিলো। ভাগ্যদোষে মহারাণী আজ অনাথিনী ; কিন্তু

ভি—খা—রি—ণী ? এ অসম্ভব বাণী যে আমার মর্ম্মস্থলে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হ'ল, দেবি !

প্রভা। ভিখারিণীও বোধ হয়, আজ আমাপেক্ষা সুখী

বিলো। দুঃখের কারণ জান্‌তে কি বাধা আছে ?

প্রভা। রাজ-সিংহাসন নিয়ে আজ কী আন্দোলন উঠেছে, দেবর ?

বিলো। আমি আমার সহোদর-পুত্র প্রাণাধিক গয়চন্দ্রের প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা কর্‌তে অভিলাষী হয়েছি, এই আন্দোলনই বোধ হয়, শুনে থাক্‌বেন, দেবি !

প্রভা। সে কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে কি আমি তা শোন্‌বার অধিকারিণী নই ?

বিলো। কেন, গুরুদেবের মুখেই ত মহারাণী অবগত হয়েছেন সে কথা ?

প্রভা। দেবরের মুখ সেখানে নির্ব্বাক্ আছে কেন ?

বিলো। [সহাস্যে] সে সময় উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই যে, মহারাণীর চরণ বন্দনা ক'রে আশীর্ব্বাদ আন্‌তে যেতে হবে, মহারাণি ! আমার স্নেহময় জ্যেষ্ঠ মহাপ্রস্থান কর্‌বার পরে আমি কখনও মহারাণীর কাছে উপস্থিত হই নি ; প্রবল শোকের একটা জ্বালাময় উচ্ছ্বাস আমাকে পদে পদে বাধা দিয়ে রেখেছে। আজ সেই জ্যেষ্ঠ-সিংহাসনে কর্ত্তব্যের বাধ্য হ'য়ে আমাকেই উপবেশন কর্‌তে হচ্ছে; এ কি আমার পক্ষে কোন আনন্দের বিষয় যে, সেই কথা শুনাতে মহারাণীর কাছে উপস্থিত হব ?

প্রভা। আমার একটা মতামত জানাও কি দেবরের উচিত ব'লে মনে হয় নি ?

বিলো। এত অতি সহজ সরল বিষয় মহারাণীর বুঝ্‌বার পক্ষে

একটুও শক্ত নয়; তবে আজ একথা জিজ্ঞাসা করবার হেতু কি মহারাণীর?

প্রভা। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মন্ত্রী আর সেনাপতি এসেছিলেন?

বিলো। এসেছিলেন; কিন্তু প্রস্থান করেছেন একটা ব্যর্থ অভিমান আর অসন্তোষ নিয়ে।

প্রভা। তাঁদের মুখে বোধ হয়, দেবরের কিছুই শুন্‌তে বাকি নাই?

বিলো। হাঁ, তাঁদের বুদ্ধির সীমা যা, তা স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ ক'রে গেছেন। তার সঙ্গে কি মহাদেবীরও কোন সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে?

প্রভা। তাঁদের যে সন্দেহ, সে কি আমারই পুত্র গয়ের জন্য নয়?

বিলো। হাঁ, গয়ের জন্যই বটে। তাঁরা বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত হ'লেও রাজভৃত্য মাত্র, রাজবংশের শোণিত-সম্বন্ধ তাঁদের কিছুমাত্রই নাই; কাজেই আমার উপরে এই মিথ্যা-সংশয় আসাটা তাঁদের পক্ষে একেবারে অসম্ভবও মনে করি না। কিন্তু—মহারাণি! তুমি ত তা নও? তুমি যে আমার অগ্রজ-পত্নী—জননী। চিরদিনই ত এ অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় কি লুকান আছে, দেখে আস্‌ছ? আমি জানি, এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই মহাদেবীর মনে আস্‌তে পারে না। বরং আমার মনে হয়েছে, আমি যদি আজ গয়চন্দ্রের সিংহাসনে ব'সে তার রাজ্য পালন না করি, তা হ'লে সেটা আমার পক্ষে একটা মহা ত্রুটী র'য়ে যাবে, মহারাণীও তাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হবেন; এই কারণেই আজ আমি আমার স্বর্গীয় সহোদরের পুণ্য-সিংহাসন ভ্রাতৃ-শোকের উত্তপ্ত অশ্রু দিয়ে [অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে] ধৌত ক'রে তাতে বস্‌তে—[চক্ষে বস্ত্র দিলেন।]

প্রভা। [চক্ষে অঞ্চল দিলেন]

নেপথ্যে পরমানন্দ গাহিল।

পরমানন্দ।—

গান।

হায় রে ভ্রাতৃশোকের বাঁধা বেগ আজ
বাঁধ ভেঙ্গেছে।
ভাইয়ের মতন এমন রতন কে কোথা পেয়েছে॥
দেশে দেশে পুত্র মিত্র পত্নী কন্যা মেলে,
কিন্তু ভাই মেলে না—ভাই মেলে না
কোন দেশে গেলে,
ওয়ে একই বোঁটায় ফোটা দু' ফুল
স্বর্গ থেকে এসেছে॥

তৎক্ষণাৎ গয়চন্দ্রের প্রবেশ।

গয়। [প্রবেশ পথ হইতে আহ্লাদিত ভাবে দৌড়িয়া আসিতে আসিতে] কাকা—কাকা! তুমি নাকি রাজা হবে? [বলিয়া বক্ষে যাইবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল]

বিলো। [তৎক্ষণাৎ চক্ষু হইতে বস্ত্র ফেলিয়া সাগ্রহে গয়চন্দ্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া হাস্যমুখে] হাঁ—বাবা, আমি রাজা হব; কেমন, তা হ'লে ভাল হবে না?

গয়। বেশ হবে—বেশ হবে! বাবার মত তুমি রাজা হ'য়ে রাজ-মুকুট প'রে রাজ-সিংহাসনে বস্‌বে, আর আমি তেমনই ক'রে তোমার কোলে গিয়ে বস্‌ব আর রাজ-বিচার দেখ্‌ব, কেমন?

প্রভা। [চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল ফেলিয়া, গয়চন্দ্রের কথা শুনিয়া সানন্দে] আমার সমস্ত দ্বিধা কেটে গেছে, দেবর! আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিঘ্নে রাজ-সিংহাসন লাভ কর। [প্রস্থান।

গয়। [কোল হইতে নামিয়া] হাঁ কাকা, মা বুঝি এসেছিলেন আমার নামে তোমার কাছে নালিস্ করতে ? আমি যুদ্ধ না শিখে ফুল নিয়ে খেলা করি, মা মানা করেন ; আমি কিন্তু শুনি না। আমার যে ফুল নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগে, কাকা। কল্পনা দিদি আমায় ফুল-বাগানে নিয়ে গিয়ে ফুলদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দেয়। তুমিও কি ফুল-বাগানে যেতে মানা করবে, কাকা ?

বিলো। তোমার মা যা করতে মানা করেন সেটা করা ত তোমার উচিত নয়, বাবা ?

গয়। মা কি নিজের ইচ্ছায় মানা করেন, গুরু-ঠাকুরের ভয়ে মানা করেন। বাপ্! কী কট্‌-ট্ চাউনি গুরুদেবের, আর কী কড়া কড়া কথা! আমাকে একটুও ভালবাসেন না, একটুও কোন দিন কোলে নেন্ না।

বিলো। যাক্, গুরুদেবকে ওসব কথা বলতে নেই, বাবা !

গয়। গুরুদেব বুঝি তা হ'লে অভিশাপ দেন্ ?

বিলো। না, তিনি আশীর্ব্বাদ করেন।

গয়। আচ্ছা, রাজা হ'য়ে তুমি কাউকে মারবে-ধরবে না ত ?

বিলো। কেউ যদি অন্যায় করে ?

গয়। অন্যায় করলে, তাকে তুমি বেশ মিষ্টি-কথায় তার অন্যায়ের কথা বুঝিয়ে দিও, তা হ'লে হবে না ?

বিলো। [স্বগত] আহা! এ ত দৈত্য-শিশুর কথা নয়, এ যে স্বর্গের দেব-শিশুর কথা! কি জানি, কোন্ রত্ন আজ এই কঠোর দানব-কুলে এসে দেখা দিয়েছে !

গয়। কই - কাকা, আমার কথার উত্তর দিলে না ত ? তা হ'লে বুঝি কেউ অন্যায় করলে তাকে খুব মারবে-ধরবে ?

বিলো। ভগবান্ করুন, কেউ যেন অন্যায় না করে।

গয়। ভগবান্ই বুঝি সবাইকে দিয়ে ন্যায়-অন্যায় করান্?

বিলো। হাঁ, বাবা!

গয়। তবে আর সকলের অপরাধ কি? ভগবানেরই ত যত অপরাধ, তাকেই ত তবে শাস্তি দিতে হয়।

বিলো। [স্বগত] আহা! বালক এখনও ভগবান্ কি বস্তু, তা জানে না; কিন্তু বিচার-সম্বন্ধে কী সূক্ষ্মবুদ্ধি!

গয়। ভগবান্ কোথায় থাকেন, কাকা?

বিলো। সকল জায়গাই ভগবান্ আছেন।

গয়। [হাসিয়া] না—মিছে কথা বল্‌ছ, তা হ'লে বুঝি দেখ্‌তে পেতাম না?

বিলো। তাঁকে ভাল না বাস্‌লে, তিনি কাছে থাক্‌লেও কাউকে দেখা দেন্ না; লুকিয়ে থাকেন।

গয়। তা থাকুন্ গে লুকিয়ে তিনি, আমি তাঁকে ভালবাসতে চাই নে। আমি ফুলকেই ভালবাস্‌ব খালি। আমার একটা ফুলের গান শুন্‌বে, কাকা? কল্পনা দিদি শিখিয়ে দিয়েছে। শোন, গাই তবে।

গান।

ফুল তোমারে ভালবাসি,
তোমার হাসি খাসা কেমন।
পাতার কোলে দুলে দুলে
নাচ আমার মনের মতন।
ফুর্‌ফুরে বয়—ভুর্‌ভুরে বয়,
পাগল ক'রে দেয় গো হৃদয়,
কত সাজে সেজে সেজে—
ভুলাও আমার দুটি নয়ন।

আকুল হ'যে ব্যাকুল প্রাণে,
থাকি চেয়ে তোমার পানে,
কি কথা কয় তোমার সনে,
গুন্ গুনিয়ে অলি অমন ॥

কেমন, এ গানটা ভাল নয়, কাকা ?

সহসা শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রা। [বিরক্তি স্বরে] একি ! রাজপুত্র এখানে ? [শুক্রাচার্য্যের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিতে চাহিতে সভয়ে ধীরে ধীরে গয়চন্দ্র প্রস্থান করিল] ভ্রাতুষ্পুত্রের সুধাকণ্ঠের সঙ্গীত রসে কর্ণদ্বয় পরিতৃপ্ত করছ, বিলোচন !

বিলো। [প্রণত হইয়া সহাস্যে] সুধাকণ্ঠই বটে ! এমন তৃপ্তি আর কেউ দিতে পারে না, গুরুদেব !

শুক্রা। কিন্তু মনে রাখ্ তে হবে যে, ঐ বালকই একদিন দানব-রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'য়ে বস্‌বে ; এখনও তার জন্য প্রস্তুত করতে হবে শিশুকে কি ওই সঙ্গীতের আস্বাদ দিয়ে, না কঠোর রণচর্চ্চার সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়ে ?

বিলো। [সহাস্যে] পদ্মরাগ-আকরে পদ্মরাগই জন্মেছে ; এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকুন, গুরুদেব !

শুক্রা। স্নেহান্ধ হয় যারা, তাদের চক্ষু অনেক সময় একেবারেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়ে ; তাই সতর্ক করবার প্রয়োজন হয় তাকে, একজন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির। যাক্—শোন, মন্ত্রী-সেনাপতির মনের ভাব এবার স্পষ্ট বুঝ্ তে পেরেছ, বোধ হয় ?

বিলো। হাঁ, তাঁরা কোন কথাই অস্পষ্ট রেখে যান্ নি।

শুক্রা। তা হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ, নির্ব্বিবাদে তোমার সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হবে না ?

বিলো। আমার মনে হয়, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় অগ্রজের সিংহাসন লাভ করা আমার পক্ষে নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হ'য়ে যাবে।

শুক্রা। এ-ও তোমার একটা মস্ত অন্ধ-বিশ্বাস, বিলোচন !

বিলো। তাই-ই যদি হয়, তবে আমার কি কর্ত্তব্য হবে তখন, গুরুদেব ?

শুক্রা। তাও কি একজন-আসন্ন-সাম্রাজ্য-পদাভিলাষী দৈত্যেন্দ্রকে ব'লে দিতে হবে ?

বিলো। অস্ত্র ধ'রে বিঘ্ন দূর করা ? তা বোধ হয় করতে হবে না ; যদি হয়, তবে এ ত্রিপুর-কনিষ্ঠ বিলোচন তখন দুর্ব্বল-হস্তে অস্ত্র ধারণ কর্‌বে না, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই পোষণ কর্‌তে হবে না, গুরুদেব !

শুক্রা। সুখী হলাম। আর একটা বিষম বাধা, যেখানে কোনরূপই অস্ত্র-চালনা চল্‌বে না।

বিলো। [সহাস্যে] রাজকন্যা জয়না ? বালিকার চাঞ্চল্য ক্রমশঃ দূর হ'য়ে যাবে।

শুক্রা। না—বিলোচন, তুমি তাকে নিতান্ত বালিকা মনে ক'রো না। আমি নিজে দেখে এসেছি, সে প্রতি প্রজার গৃহে উল্কামুখীর মত ছুটে বেড়াচ্ছে আর তাদের উত্তেজিত কর্‌ছে ; সরল-প্রাণ প্রজাগণ সে উত্তেজনার তড়িৎস্পর্শে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

বিলো। রাজভক্ত প্রজা তারা, তাদের রাজাকে তারা প্রাণের সঙ্গেই ভালবাস্‌বে।

শুক্রা। সে হয় ত পরে ; কিন্তু আপাততঃ তার সিংহাসনের সাম্‌নে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষতঃ মন্ত্রী আর সেনাপতির প্ররোচনায়।

বিলো। কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন এ আশঙ্কার সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

শুক্রা। সে কথা সত্য ; কিন্তু তোমার এই সিংহাসন-প্রাপ্তি নিয়ে যে, কত রকম বিপদের ঝড় কত দিক্ দিয়ে বইতে পারে, সে কথা তোমায় সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে।

বিলো। গয়চন্দ্রের রাজ্য রক্ষা কর্‌তে আমি কোন বিপদ্‌কেই গ্রাহ্য কর্‌ব না, স্বয়ং ইন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেও না।

শুক্রা। [সোৎসাহে] উত্তম, আশ্বস্ত হলাম। কিছু আগে মহারাণীর নিকটে তাঁর অভিমতের কথা শুনে সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমি এখন কার্য্যান্তরে চল্‌লাম, যতক্ষণ না তোমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার প্রধান শিষ্য ত্রিপুরাসুরের স্থান পূর্ণ কর্‌ছি, ততক্ষণ শুক্রাচার্য্যের শান্তি নাই—স্বস্তি নাই—ধ্যান নাই—তপস্যা নাই।

[বিলোচন অভিবাদন করিলেন ও শুক্রাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

বিলো। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] ঠিক পথে যাচ্ছি ত ? কোন ভুল ক'রে ফেল্‌ছি না ত ? চল—কর্ত্তব্য ! আমাকে হাত ধ'রে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে নিয়ে চল ; আমাকে বিবেক-ভ্রষ্ট ক'রো না—ত্রিপুর-সিংহাসন আমার দ্বারা কলঙ্কিত ক'রো না। আমার গয়চন্দ্রের সিংহাসন যেন কণ্টক-শূন্য ক'রে রাখ্‌তে পারি ; আর কিছু চাই না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র, বরুণ, পবন, হুতাশন, শনি প্রভৃতি আসীন ;
দেববালকগণ বন্দনা-গীতি গাহিতেছিল।

দেববালকগণ।—

গান

জয় জয় সুরেশ্বর শচীপতি।
সুরগণ-পালন, অসুর-দলন,
হে মহাশূর মহামতি॥
সুর-শৈবলিনী শীকর-সেবিত অঙ্গ,
মন্দার-ভূষিত নিয়ত সুরগুরু সঙ্গ,
যাঁর পূত পরশে, ভাসিছে হরষে,
সুরপুরী হের কিবা দীপ্তিমতী॥
সুরশিরমৌলী বন্দিত চরণ,
বিভুগুণ-গানে শব্দিত সদন,
নন্দন-কানন, নন্দিত পরাণ,
হে সুর-শরণ চরণে প্রণতি॥

[দেববালকগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। বল, দেবগণ! তোমাদের অভিযোগ কি ?

বরুণ। [হাসিয়া] অভিযোগ নয়, সুরনাথ! আবেদন।

শনি। [স্বগত] একেবারে সুর ওল্‌টালে ? 'অভিযোগ' বল্‌তেই বা ভয় কি ছিল ?

ইন্দ্র। কি আবেদন ?

বরুণ। সম্প্রতি ত্রিপুরাসুর নিহত। এ সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়ে উৎসবের জন্য আনন্দ-সভা করেছিলাম, তাতে নৃত্য-গীতেরও ব্যবস্থা ছিল।

ইন্দ্র। তার পর ?

বরুণ। সেই উৎসব-সময়ে কুমার জয়ন্ত সহসা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে——[নীরব]

ইন্দ্র। জয়ন্ত সেখানে উপস্থিত হ'য়ে—কি ?

বরুণ। [মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে] আজ্ঞে—আজ্ঞে——

শনি। [জনান্তিকে অন্য দেবগণের প্রতি] ঐ যে, "আজ্ঞে—আজ্ঞে" সুরু কর্‌লে তোমরা কেন ? ইয়ে হয়েছে, কথাটা শুনিয়েই দাও না ?

ইন্দ্র। [সহাস্যে] বল্‌তে দ্বিধাবোধ কর্‌ছ কেন ? ঘটনা যা হয়েছে, নির্ভয়ে ব'লে ফেল।

হুতা। কুমারের কথাটা আমাদের প্রাণে বড় আঘাত করেছে, সুরপতি !

শনি। [স্বগত] ইনিও দেখ্‌ছি তথৈবচ। বাবা, বাঘ না ভালুক ?

ইন্দ্র। কি আঘাত করেছে, বল।

পবন। আমিই বল্‌ছি, সুরেন্দ্র ! ত্রিপুরাসুর-বধে আমরা কোনই বাহুবল প্রকাশ করি নি, তাই আমাদের আনন্দোৎসব করাটা নিতান্তই অন্যায় হয়েছে—এই কথা গিয়ে কুমার আমাদের বলেছেন।

শনি। [স্বগত] উহুঁ—তবুও হ'ল না।

ইন্দ্র। [সহাস্যে] এর মধ্যে প্রাণে আঘাত পাবার কথা ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সুরগণ !

শনি। [স্বগত] ব্যস্—চুকে গেল।

পবন। কুমারের সে কঠোর ভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে ঔদ্ধত্য জড়িত ছিল, তাতে আমরা অপমান বোধ করেছি সকলে।

শনি। [স্বগত] এইবারে অনেকটা হয়েছে।

ইন্দ্র। প্রতিহারি! জয়ন্তকে আমার আদেশ জানিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হ'তে বল।

তৎক্ষণাৎ জয়ন্তকুমারের প্রবেশ।

জয়ন্ত। [অভিবাদনান্তে] কি আদেশ, পিতা?

ইন্দ্র। তুমি সুরগণকে কি কোন গ্লানিকর কথা বলেছ, জয়ন্ত?

জয়ন্ত। হাঁ, বলেছি। সেরূপ কাপুরুষোচিত নির্লজ্জ ব্যাপার দেখে প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে কিছু তীব্রবাক্য প্রয়োগ করেছিলাম; তাতে আমার উপর এঁদের ক্রোধ করবার কিছু ছিল না, বরং নিজেদের সেই লজ্জাকর কার্য্যের জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল।

পবন। কোন্ কার্য্য আমাদের উচিত বা অনুচিত, সে শিক্ষা কি একজন বালকের নিকট নিতে হবে, সুরনাথ?

জয়ন্ত। স্বেচ্ছায় মর্য্যাদা যারা হারিয়ে ফেলে, তাদের চোখ ফোটাবার জন্য একজন মর্য্যাদাশালী বালকের উপদেশ কি হিতকারী নয়?

শনি। [স্বগত] মর্য্যাদার গর্ব্বেই বাবাজী অস্থির দেখ্‌ছি!

হুতা। সুরপতিকে এ কথা জানাবার আমাদের এই মাত্র উদ্দেশ্য, যাতে ভবিষ্যতে কুমারের এরূপ উদ্ধত-বাক্য আর আমাদের শুন্‌তে কখনও না হয়।

জয়ন্ত। ভুল আমার বুঝ্‌তে পেরেছি, হুতাশন! তখন বিশ্বাস ছিল না, দিক্‌পালগণের অধঃপতনের সীমা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছে! ত্রিপুর-বধে যে কাপুরুষতার জন্য দেবতাদের সমাজে মুখ দেখানই

লজ্জার বিষয় ছিল, সেই কাপুরুষতার আলোচনা করতে তারা আজ এত উচ্চমুখ! উঃ—লজ্জায় আমারই যে শির নুয়ে পড়ছে! হায়, এ অধঃপতন হ'তে কে আমাদের রক্ষা করবে? যাক্, দিক্‌পালগণ! আমি আপনাদের কাছে করযোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আর কখনও আমার মুখে কোন কথাই শুনতে পাবেন্ না আপনারা।

ইন্দ্র। কুমারকে বোধ হয়, তোমরা ক্ষমা করেছ? ভবিষ্যতেও কুমার-সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার তোমাদের বোধ হয়, কোন কারণই থাক্‌ল না?

বরুণ। না, আমাদের আর কিছু বল্‌বার নেই;

ইন্দ্র। যাও, জয়ন্ত!

[জয়ন্ত গম্ভীর মুখে প্রস্থান করিলেন।

এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দেবগণকে, যথার্থই কি তোমাদের সেই আনন্দ-সভার উৎসব করা উচিত হয়েছিল? যে গ্লানি একজন বালকের প্রাণেও আঘাত করতে পারে, সেই গ্লানি তোমাদের প্রাণে একটুও আঘাত কর্‌ল না? যে ত্রিপুরাসুরের অত্যাচার শুনে স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী সদাশিবও উত্তেজিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারেন্ নি, সে অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দিতে আমরা কি চেষ্টা করেছিলাম? আমাদের সে কলঙ্ক মুছে ফেল্‌বার কোন কারণই কি আমরা দেখাতে পেরেছি? দেবতাদের এই দুর্ব্বলতা—এই কাপুরুষতা দেখে ত্রিলোক হাস্‌ছে না? দানবদল আরও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না? এ অবস্থায় কি আমাদের কোনও উৎসবে মত্ত হওয়া উচিত, সুরগণ?

পবন। কেন? শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর কি সুরপতি কোনও আনন্দ-উৎসব করেন নি? সে যুদ্ধেও ত দেবতারা কোনরূপ বাহুবল প্রকাশ করেন নি, স্বয়ং মহাশক্তি চণ্ডিকাই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন।

ইন্দ্র। ভুলে যাচ্ছ—সমীরণ, সেদিনকার কথা। যে মহাশক্তির কথা উল্লেখ করলে, সে মহাশক্তির উৎপত্তির কারণ কি দেবতাগণ নয়? সমস্ত দৈবশক্তির একত্র সমষ্টি হ'য়ে সেই মহাশক্তি; দেবতাদের গর্ব্ব করবার তাতে খুবই ছিল, বৃত্রাসুর-বধেও ছিল; কিন্তু এ ত্রিপুর-বধে কিছুমাত্র নাই। দেবতাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরব এইবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

বরুণ। ত্রিপুরাসুর যে অন্য দেবগণের অবধ্য ছিল, সুরপতি। কাজেই দেবশক্তি সেখানে কোন সাফল্য লাভই করতে পারত না।

ইন্দ্র। হোক্ না অবধ্য। ত্রিপুরাসুর দেবতাগণের অবধ্য; কিন্তু তাই ব'লে কি দেবগণ তাদের শক্তি-প্রয়োগে নিরস্ত থাকবে? নিশ্চিত জয় জানতে না পারলে কি প্রকৃত বীর যারা, তারা কখনো শত্রুর সামনে দাঁড়াবে না? এ নীতি আমরা কোথায় শিখেছি? এ নীতি কখনই বীরত্বের নীতি হ'তে পারে না। দেবতা-সমাজেও এ দুর্ব্বল-নীতি কখনও ছিল না, এইবার এই নূতন দেখা দিয়েছে।

শনি। [মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে] ইয়ে হয়েছে, সুরনাথ! মনে কিছু করবেন না। এই ত্রিপুরাসুর-যুদ্ধে স্বয়ং দেবেন্দ্রও কি তাঁর বজ্র ধ'রে একবারও দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন? সেদিন কিন্তু ইয়ে হয়েছে—দাঁড়াবার চেয়ে দৌড়াবার চেষ্টাই সুরপতির বেশী ক'রে দেখ্‌তে পাওয়া গেছ্‌ল; যদিও আমি স্বচক্ষে কিছু দেখ্‌তে পাই নি, কারণ চোখ উঠেছিল: কিন্তু ইয়ে হয়েছে—কর্ণদ্বয় বেশ সজাগই ছিল। তাই সুরেন্দ্রের সেদিনকার নির্ব্বিঘ্নে আত্মরক্ষার আলোচনা কর্ণ-বিবরে বিশেষ ভাবেই প্রবেশ-লাভ করেছিল। তা, ইয়ে হয়েছে—হেঁ—হেঁ—হেঁ!

[হাস্য]

ইন্দ্র। এক বর্ণও মিথ্যা নয়, শনৈশ্চর। সে কলঙ্কের চিহ্ন এখনও মুছে যায় নি এ বাসবের মুখ হ'তে; কিন্তু আমি তখন একেবারে নিঃসহায়। যাদের সমবেত শক্তি নিয়ে আমি শক্তিশালী, সেই দিক্‌পাল-গণ তখন স্বর্গ হ'তে পলায়িত; একমাত্র জয়ন্ত আর আমি বর্ত্তমান। পুরবাসিনীদের রক্ষা কর্‌বার তখন আমরা দু'জন ভিন্ন আর কেউ ছিল না। শচী-হরণের প্রলোভন দানবের বংশ-পরম্পরাগত; তাই দেবীদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকেও শেষে পলায়ন কর্‌তে হয়েছিল।

বরুণ। যাক্, যা হবার তা হয়েছে। এবার থেকে এক কাজ করা যাক্। আমরা দেবর্ষির মুখে শুনেছি, ত্রিপুর-সিংহাসনে তার সহোদর বিলোচনই বস্‌ছে, সে-ও হয় ত অল্পদিন পরেই আবার স্বর্গ-আক্রমণের চেষ্টা কর্‌বে; তার জন্যে এখন হ'তেই আমাদের সতর্ক হ'তে হবে। আরও একটা কথা, দেবর্ষি বল্‌লেন যে, ত্রিপুরাসুর-পুত্র গয়াসুরও নাকি শীঘ্রই একজন পরম হরিভক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে, আর পিতার ন্যায় তপস্যা-বলে সে-ও বরলাভ ক'রে দুর্জ্জয় হ'য়ে দাঁড়াবে; কাজেই দুইদিকেই লক্ষ্য রেখে যেতে হবে।

ইন্দ্র। কি উপায় অবলম্বন করতে চাও?

বরুণ। বিলোচনকে নিস্তেজ ক'রে রাখতে হ'লে দানবের মধ্যে কৌশলে ভেদ-নীতির প্রচলন করা; তার জন্য শনৈশ্চর বিশেষ প্রস্তুতই আছেন।

শনি। সদা—সর্ব্বক্ষণ। অস্ত্র-শস্ত্রের বিদ্যা তেমন না থাক্‌লেও—ইয়ে হয়েছে—ও বিদ্যায় আমার বিশেষ নাম-ডাকই আছে।

ইন্দ্র। আর গয়াসুর-সম্বন্ধে কি স্থির হয়েছে?

পবন। তাকে এইরূপ অবস্থাতেই নিঃশেষ কর্‌তে পার্‌লেই ঠিক হয়।

হুতা। নিতান্ত নিঃশেষ যদি না-ই হয়, তবে তাকে তপস্যা কর্‌তে দেওয়া কিছুতেই হবে না, এটা কৃতনিশ্চয় আমাদের।

ইন্দ্র। একটা উন্নীত জাতি যখন পতনের পথে ধেয়ে চলে, তখন তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্য্য-কলাপ, সবই এইরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়ে। সুরগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণা-চালিত সুরবীরগণের এই অধঃপতন—এই দুর্ব্বলতা—এই কাপুরুষতা কি বিস্ময়ের বিষয় নয়?

শনি। তা হ'য়ে হয়েছে—

ইন্দ্র। নীরব থাক, শনৈশ্চর!

বরুণ। সুরপতি তবে কি করতে চান?

ইন্দ্র। আমার কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র। সে কর্ত্তব্য ব্যক্ত করবার পূর্ব্বে তোমাদের কয়টী অপ্রিয় সত্যকথা বলতে চাই। তোমরা যে পথে যেতে উদ্যত হয়েছ, সে কি দেবতার গন্তব্য পথ? একবার ভাব দেখি, আমরা দেবতা ব'লে গর্ব্ব করি কি নিয়ে? দেবতাদের এই যে মর্য্যাদা, এ কিসের জন্য? ন্যায় আর সত্য, এই দুই প্রধান অস্ত্রই ছিল দেবতাদের দেবত্ব রক্ষার জন্য। সত্ত্বগুণ সুরগণের বিবেক-বিধৌত বুদ্ধিবৃত্তি হ'তে ত কখনও কোন কুটিল চক্রান্ত করবার বীভৎস গন্ধে নাসিকাপথকে রুদ্ধ করতে হয় নি! ভেদ-নীতি? কেন? কি প্রয়োজন? তারপর নির্দ্দোষ বালক গয়াসুরকে নিঃশেষ করবার ইচ্ছা। এ ঘৃণ্য উক্তি কি দেবতার, না কোন হীনবীর্য্য অধম জাতির? এই নীচ উক্তি, নীচ ভাষা আজ দেবতার রসনাকে স্তব্ধ না ক'রে অবাধে তা হ'তে নির্গত হচ্ছে! সুরেন্দ্র-সম্মুখে, সুরেন্দ্র-সভাতে দাঁড়িয়ে এই হীন-চক্রান্ত ব্যক্ত করতে একটুও সঙ্কোচ বোধ হ'ল না? একটুও রসনায় জড়তা এল না? এই হীনতার দূষিত বাষ্প যে আজ দেবতা-সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে! বুঝলাম, আজ দেবতা নাই, আছে তার রক্ত-মাংসহীন বীভৎস কঙ্কাল! আজ দেবত্ব নাই, আছে তার হিংস্র পশুর ন্যায় একটা প্রবল জিঘাংসা! উঃ—কী অসহ্য যন্ত্রণা এ!

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ

সত্যদেব

গান।

হায়, ভাগ্যদোষে দুর্ভাগাদের
(এখন) ভোগে ধরেছে।
আত্ম-শুদ্ধি বিবেক-বুদ্ধি—
কোথায় সে সব সরেছে ॥
সত্ত্বগুণের ভক্ত যারা
চিরকালই মানুষ,
আত্মপরভেদ-তিক্তরসের
স্বাদ কভু না জানত
তারা, কোন্ অতীতের উচ্চ চূড়া--
আজ ভেঙে কোথা পড়েছে।
প্রাণ যাদের সঙ্গে সঙ্গে
রঙ্গে মিশে রয়,
তাদের দশার এমনি দশা
শেষ-দশাতে হয়,
এ যে মরণ দশা, নাই আর আশা! --
এরা ভমর নেশায় ভরেছে ॥

[প্রস্থান।

[অন্যান্য দেবগণ ক্রুদ্ধক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিলেন।]

পবন। সুরপতি! সুর-সভাতে এ সব অতিরিক্ত ঔদ্ধত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি সুরেন্দ্রের উচিত হচ্ছে ?

শনি। এ ভাবে মাথা নেড়ে যা-খুশি— তাই ব'লে যায়, এ ভাব ত ইয়ে হয়েছে— নিতান্তই বাড়াবাড়ি!

ইন্দ্র। ভুল বল্‌ছ, শনৈশ্চর! বাড়াবাড়ি সত্যদেবের কোনদিনই ছিল না—এখনও নাই। সত্যদেবের মুখ থেকে যা বেরোয়, তা জান্‌বে তুলাদণ্ডে ওজন করা খাঁটী সত্য।

হুতা। তা ব'লে মুখের উপর অম্‌নি ক'রে এসে বল্‌বে?

ইন্দ্র। সেটা তোমাদের খুবই অপছন্দ, নয়? নিন্দাটা সাম্‌নের উপরেই অন্যায়, আর অন্তরালে কিছুই অন্যায় নয়, এই যাদের মনের অবস্থা, তাদের দুরবস্থাকে বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারে কে?

বরুণ। আমাদের যদি এই নীচতা এসে থাকে, তা হ'লে—

পবন। আমাদের সংস্রব ত্যাগ করাই বোধ হয়, সুরেন্দ্রের পক্ষে সমীচীন।

শনি। কুসংসর্গের হাওয়া ইয়ে হয়েছে—বড় সাংঘাতিক, সুরনাথ!

ইন্দ্র। [বিষাদ-হাস্যে] তোমাদের আজকার উদ্দেশ্য আমি বেশ ক'রেই বুঝ্‌তে পেরেছি।

পবন। উদ্দেশ্য ত আমাদের খুবই স্পষ্ট! আমরা দানব-সম্বন্ধে যে ব্যবহার-কথা প্রকাশ কর্‌লাম, এতে যদি বাসবের যোগদান সম্ভব হয়—উত্তম, নতুবা আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্‌তে প্রস্তুতই হয়েছি।

ইন্দ্র। না, তোমাদের এ সব গর্হিত কার্য্যে আমার সহানুভূতি পাওয়া তোমাদের নিতান্তই অসম্ভব, সমীরণ! আমি সবই হারিয়ে ফেলেছি; তেজ, বীর্য্য, পরাক্রম এ সব কিছুই আমার নাই সত্য, এমন কি, আজ হ'তে বোধ হয়, তোমাদের সহযোগিতাও হারিয়ে ফেল্‌লাম; কিন্তু তবুও আমি অন্যায়ের পক্ষপাত দেখিয়ে, সত্যকে কখনও হারাতে পার্‌ব না।

শনি। ব্যস্—এ হ'তে আর সোজা-ভাষা কি হ'তে পারে, বল? তবে ইয়ে হয়েছে—

ইন্দ্র। নীরব থাক, শনৈশ্চর!

শনি। আজ্ঞে, রসনায় যে দস্তুরমত বাক্‌শক্তি দিয়ে দিয়েছেন বিধাতা! বোবা ক'রে যে দেন নাই, সেটা বোধ হয়, ইয়ে হয়েছে—দেব-রাজের অজ্ঞাত নয়?

ইন্দ্র। হুঁ, ব্যঙ্গ কর্‌বার সাহসও পেয়েছ আজ দেখ্‌ছি, শনৈশ্চর! যাক্, তবুও স্বেচ্ছায় আত্ম-কলহ কর্‌ব না জেনো। তুমি এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ ক'রে যে কী সর্ব্বনাশ ক'রে তুলেছ, সেটা বুঝ্‌তে পারা দেবতাদের এখন কঠিন।

শনি। শুন্‌ছ সুরগণ, সুরপতির কথা? আমিই নাকি তোমাদের সম্প্রদায়ে ঢুকেছি ইয়ে হয়েছে—সর্ব্বনাশ কর্‌ব ব'লে; তা যদি তোমরা বুঝে থাক, তবে ইয়ে হয়েছে—আমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে বিদায় দিতে পার। তোমাদের এ ভাগা-ভাগি রাগা-রাগীর দল থেকে আমি এখনি খ'সে পড়ি। পেটে বিদ্যে থাক্‌লে ইয়ে হয়েছে—দল আমার অনেক জুট্‌বে।

ইন্দ্র। এমন শুভদিন কি দেবতাদের আস্‌বে?

বরুণ। ক্ষমা করুন, সুরনাথ! শনৈশ্চর সম্বন্ধে ওরূপ তিক্ত-আলোচনা করা আমরা সঙ্গত মনে কর্‌ছি না।

শনি। [স্বগত] বাবা! এ জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, এ আর কারো দ্বারাই চল্‌বে না।

ইন্দ্র। তোমাদের বধির কর্ণে আমার হিতবাণী পৌঁছ্‌বে না—সেটা এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। শনির দৃষ্টির ফলই যে এইরূপ অব্যর্থ!

পবন। যাক্, আর সময় নষ্ট ক'রে প্রয়োজন নাই। এখনই গিয়ে আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হবে।

ইন্দ্র। কিন্তু একটা কথা আমি তোমাদের এখনও ব'লে রাখি, গয়াসুরের তপস্যা ভঙ্গ কর্‌বার কু-প্রবৃত্তি তোমরা পরিত্যাগ কর।

শনি। [দেবগণের প্রতি জনান্তিকে] সেইটাই কিন্তু তোমাদের প্রধান অস্ত্র। ইয়ে হয়েছে—

পবন। নিশ্চয়ই।

হুতা। না সুরনাথ, আমরা গয়াসুরের তপস্যা ভঙ্গ ত করবই তা ছাড়া তাকে নিঃশেষ করতেও বোধ হয় বাকি রাখ্‌ব না।

ইন্দ্র। পারবে না, বৃথা কলঙ্ক রটাবে।

পবন। পারব না? কে বাধা দেবে?

সহসা উত্তেজিত জয়ন্তের পুনঃ প্রবেশ।

জয়ন্ত। আমি বাধা দেব।

পবন। দেবগণের সমগ্র শক্তি সেখানে পুঞ্জীভূত হ'য়ে হিমাচলের ন্যায় অচল হ'য়ে দাঁড়াবে।

জয়ন্ত। সেখানে দেবতারা কখনও যাবে না—তাদের শক্তিও সেখানে থাকবে না।

পবন। আমরাই সশরীরে উপস্থিত থাকব সেখানে।

জয়ন্ত। আপনারা তখন আর দেবতা থাকবেন না। কারো তপস্যা-ভঙ্গের পাপ-কল্পনা যে দেবতাদের মনে স্থান পায়, তখন আর তারা দেবতা থাকে না। গয়াসুরের তপস্যা ভঙ্গ করবার কল্পনা যখনই আপনাদের মনে উদয় হয়েছে, তখনই আপনারা দেবত্ব হারিয়ে ফেলেছেন; কাজেই সে পশুবলকে দুর্ব্বল করতে জয়ন্তের কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না।

পবন। [সক্রোধে] সুরপতি—সুরপতি! কুমারকে এরূপ যথেচ্ছ-ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করুন।

শনি। অ্যাঁ, একেবারে 'পশুবল' শব্দটা ব'লে ফেললে! তা ইয়ে হয়েছে—

ইন্দ্র। দেখ সুরগণ! তম-রোগের ঘোর বিকারে আজ তোমরা আচ্ছন্ন। তোমাদের দেবভাব, তোমাদের সাত্ত্বিক-ভাব, সত্য-সত্যই আজ অন্তর্হিত ; কাজেই কোনরূপ সত্য-ভাষণ আজ তোমাদের বিকৃত মুখে অরুচিকর ব'লেই বোধ হচ্ছে ; নতুবা জয়ন্তের কঠোর সত্যবাক্যে তোমরা এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌তে না।

জয়ন্ত। আপনারা কি এই নীচতা নিয়ে দেবতা ব'লে পরিচয় দিতে চান্? ছিঃ— ছিঃ— ছিঃ! আপনারা আজ এত দুর্ব্বল, এত নীচ, এত হেয়, এত তুচ্ছ!

সুরগণ। [একসঙ্গে উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া সমস্বরে] সাবধান, উদ্ধত বালক!

জয়ন্ত। [সহাস্যে] আজ আর পরিচয় দিতে কিছুই বাকি রাখ্‌ছেন না দেখ্‌ছি। [গম্ভীর মুখে] যান্—নিঃশব্দে এখান হ'তে চ'লে আপনারা। সুরেন্দ্র-সভার প্রবেশদ্বার আজ হ'তে আপনাদের জন্য অবরুদ্ধ হ'য়ে গেল। যদি কোনদিন দেবতা হ'য়ে ফির্‌তে পারেন, তবেই আবার এখানে প্রবেশ কর্‌বেন—নতুবা এই আপনাদের শেষ-প্রবেশ।

[গম্ভীরভাবে প্রস্থান।

সুরগণ। [একসঙ্গে] আচ্ছা, দেখা যাবে।

শনি। তা, ইয়ে হয়েছে— না থাক্—চেপেই যাই।

[সুরগণসহ প্রস্থান।

ইন্দ্র। স্বর্গ! লজ্জায় মুখ ঢাক, আজ তোমার সন্তানেরা তোমার মুখে কালি ঢেলে নিষ্ঠুর অট্টহাসি যুড়ে দিয়েছে! শনির কোপ-দৃষ্টি আজ তোমার উপর! তুমি মা, কুপুত্রগণের আঘাত বুক পেতে সহ্য কর্‌বার শক্তি থাকে ত সহ্য কর, নতুবা কেঁদে মর—কেঁদে মর—

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বর্গপথ

গীতকণ্ঠে মোহ ও মদের প্রবেশ

নৃত্যগীত।

উভয়ে।-

ফাঁক পেলেই তাক্ লাগিয়ে দিয়ে
আমরা দুজনে আস্‌ব।
এই ভর্‌তি করা ফুর্‌তি পেটে
হাস্‌ব—বস্‌ব—নাচ্‌ব॥
মোহ আর মদ আমরা দু'ভাই যেমন প্রকাণ্ড,
আমরা ঘাড়ে চাপি পেলে যত অকাল-কুষ্মাণ্ড,
(সবাই) ভ্যাবাচ্যাকা খাবে দেখে দু'ভাইয়ের কাণ্ড :
যখন স্বর্গে ঢোকার পথ পেয়েছি—
তখন সোজায় কি আর ছাড়্‌ব॥
বেঁচে থাক শনি-খুড়ো তোমার খুরে নমস্কার,
কর্‌লে মোহ-মদের স্বর্গে ঢোকার রাস্তা আবিষ্কার,
দস্তুর মতন পাবে তোমার কাজের পুরস্কার,
সব মোহ-মদে মাতিয়ে দেব—মাতিয়ে দেব—
আর পিছন ফিরে একটুখানিক হাস্‌ব॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

সজ্জিত সিংহাসন পার্শ্বে রাজবেশে বিলোচন দণ্ডায়মান. তৎপার্শ্বে রাজমুকুট হস্তে শুক্রাচার্য্য, সভাসদ্‌গণ, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত। মাঙ্গলিক শঙ্খ, ঘণ্টা, মঙ্গল-কলস প্রভৃতি সহ পুরবালাগণ দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মঙ্গল-গীতি গাহিতেছিল। গয়চন্দ্র বিলোচনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

পুরবালাগণ।—

গান

হে ভগবান্ করুণা-নিদান্, কর আজি শুভ-আশীর্ব্বাদ।
রাজার বসনে রাজ-সিংহাসনে
আজি বসিবেন নব-সম্রাট্, যেন ঘটে না কোন বিভ্রাট,
পুরাও মোদের এই মন-সাধ্॥
কর শান্ত, দান্ত, প্রশান্ত মতি,
হউন ধন্য, গণ্য, মান্য দৈত্যপতি,
পুণ্য হাস্যে স্নিগ্ধ লাস্যে হোক আমোদিত মুখরিত,
বিদূরিত হ'য়ে যাক্ যত অবসাদ।

গয়চন্দ্র আনন্দে বিভোর হইয়া গাহিল।

গয়।—

গান।

আমার কাকা—আমার কাকা
হবেন রাজা আজি।
হবে, কেমন মজা—কেমন মজা
তাই এসেছি সাজি॥
কাকার কোলে ব'সে থাক্‌ব,
ফুলের হাসি দেখ্‌ব,
ফুলে ভালবাস্‌ব,
ঢেলে দেব কাকার গায়ে
আমার ফুল-ভরা সাজি॥
ছেলের মতন পাল্‌বেন যত প্রজা,
পাবে না কেউ সাজা,
উড়্‌বে কীর্ত্তি-ধ্বজা;
দয়া কর দয়াল ঠাকুর—
কাকা আমার হবেন কাজের কাজী।

বিলো। [জ্যেষ্ঠের শোকস্মৃতিজনিত অশ্রুজড়িতকণ্ঠে] বৎস গয়চন্দ্র! এই তোমার পিতৃ-সিংহাসন, এ সিংহাসনের অধিকারী এক মাত্র তুমি; তুমি উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই তোমার প্রতিনিধি হ'য়ে এই সিংহাসনে আজ উপবেশন করব। তুমি আনন্দিত মনে সম্মতি দাও।

গয়। [চোখের জল মুছাইয়া দিয়া] বাবা স্বর্গে চ'লে গেছেন, স্বর্গে গেলে আর নাকি ফিরে আসে না। তুমি আজ সিংহাসনে রাজা হ'য়ে ব'স, কাকা; কিন্তু তুমি যেন আবার বাবার মতন আমাদের ফেলে

স্বর্গে চ'লে যেয়ো না, তা হ'লে আমি আর তোমারও কোলে বস্‌তে পাব না যে ?

বিলো। আহা ! [গয়চন্দ্রকে সাদরে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

শুক্রা। শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়। কৈ, মহারাণী এখনও ত এলেন না ?

বিলো। আমি মহাদেবীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছি, তিনি মঙ্গল-পূজায় রত আছেন, এখনি আস্‌বেন।

শুক্রা। তা হ'লে মন্ত্রী আর সেনাপতি সত্য-সত্যই উপস্থিত হলেন না ?

বিলো। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁরা আমায় বুঝ্‌লেন না।

সহসা বেগে প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। তোরণদ্বারে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত, দৈত্যপতি !

বিলো। [ব্যস্তভাবে] কি ?

প্রহরী। মন্ত্রী, সেনাপতি আর অসংখ্য প্রজাবৃন্দ সঙ্গে বড় রাজকুমারী ঝড়ের মত এসে তোরণদ্বারে প্রবেশ করেছেন, বাধা মান্‌ছেন না।

শুক্রা। [ক্রোধ-গম্ভীরভাবে] বিলোচন !

বিলো। [শান্তভাবে] গুরুদেব !

শুক্রা। প্রস্তুত হও।

তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতা জল্পনাসহ মন্ত্রী, মহাকায়
ও প্রজাগণ প্রবেশ করিল।

জল্পনা। ঐ—ঐ আমার পিতৃ-সিংহাসন অধিকার কর্‌বার জন্য পিতৃ-সহোদর প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। তোমরা এখনই সিংহাসন অবরোধ ক'রে দাঁড়াও। [সকলের তথাকরণ।]

[কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে নিঃশব্দে উভয় পক্ষ দাঁড়াইয়া রহিল]

গয়। [কাছে আসিয়া] দিদি—দিদি, তুমি এদের ডেকে নিয়ে এসেছ কেন? কাকার সঙ্গে মারামারি করতে? না—না, তা ক'রো না, দিদি! কাকা আমাদের আজ রাজা হবেন, কী আনন্দ আজ আমাদের, দিদি!

জল্পনা। দূর, মূর্খ—হতভাগ্য!

বিলো। জল্পনা! লক্ষ্মী মা আমার!

[বিরক্তভাবে জল্পনা অন্যদিকে সরিয়া গেল

মহা। সিংহাসনের দুরাশা পরিত্যাগ করতে হবে, দৈত্যপতি?

বিলো। সত্যই দুরাশা আমার পক্ষে; কিন্তু গয়চন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে সে দুরাশাকে ছাড়তে পারছি না, সেনাপতি!

মহা। রাজপুত্রের কথা ব'লে স্তোকবাক্যে আমাদের নিরস্ত করবার সময় আর নাই দৈত্যপতির এখন।

মন্ত্রী। সতর্ক ত পূর্ব্ব হ'তেই করা হয়েছিল দৈত্যনাথকে?

বিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়—মন্ত্রি, তোমাদের সে সতর্কতাকে আমি তোমাদের একটা নির্ব্বোধ কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবতে পারি নি তখন।

মহা। কার্য্যক্ষেত্র উপস্থিত; কি করতে চান্ এখন, দৈত্যপতি?

শুক্রা। শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'লেই সিংহাসনে বসতে চান্, এ ভিন্ন আর কোন চিন্তা করবার বিষয় নাই দৈত্যপতির।

বিলো। স্থির হও—শান্ত হও, একটু বুঝতে চেষ্টা কর। তোমরা যে সত্যই প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয়; কিন্তু মিথ্যা একটা ধারণার বশে আজ শুধু অশান্তির সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছ।

জল্পনা। মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হ'য়ো না, সেনাপতি! ত্রিপুর-কন্যার বজ্র-আদেশ, তার পিতৃ-সিংহাসন যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে।

গয়। হাঁ কাকা, দিদি কেন ক্ষেপে গিয়েছে ?

মহা। দৈত্যপতি, বাধ্য হ'য়ে আমাকে বল্‌তে হচ্ছে যে, আপনি এই মুহূর্ত্তে রাজসভা পরিত্যাগ করুন।

মন্ত্রী। এখনও কি দৈত্যনাথের বুঝ্‌তে পারা উচিত নয় যে, রাজ্যের প্রজাবৃন্দ সকলেই আজ তাদের রাজ-সিংহাসন অধিকারে দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে প্রস্তুত হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে ?

বিলো। তার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হচ্ছি না, মন্ত্রি! আমার এখনও দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি আমার জ্যেষ্ঠের পুণ্যময় সিংহাসন নির্ব্বিঘ্নে লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

জল্পনা। সেনাপতি, কর্ত্তব্যে অবহেলা কর্‌ছ তোমরা ; যদি ভয় হ'য়ে থাকে, তবে স'রে যাও তোমরা, আমিই তোমাদের স্থান অধিকার ক'রে দাঁড়াব। দূর হ'তে চেয়ে দেখো তখন, কাপুরুষের দল—অকৃতজ্ঞের দল, কেমন ক'রে এই জ্বালামুখী জল্পনা তার পিতৃ-সিংহাসনের কণ্টক দূর ক'রে ফেলে। [অগ্রসর হইতেছিল]

মহা। ধৈর্য্য ধরুন, রাজপুত্রি! সেনাপতি মহাকায়ের উপর অযথা অবিশ্বাস কর্‌বেন না। [অসি কোষমুক্ত করিয়া অগ্রসর হইয়া] দৈত্যপতি—

বিলো। না, নির্ব্বিঘ্নে হ'ল না। এস, সেনাপতি! [অসি নিষ্কাসন]

গয়। কাকা—কাকা, মারামারি ক'রো না— ক'রো না।

শুক্রা। দৈত্যপতি, সিংহাসনে বস্‌বার শুভ-মুহূর্ত্ত যেন কোনমতে অতিক্রম না হয়।

বিলো। রক্তস্রোত বহাতে একটুও ইচ্ছা নাই, সেনাপতি! এখনও নিরস্ত হও।

জল্পনা। নিরস্ত হবে সিংহাসনের বাধা নির্ম্মূল ক'রে। চালাও

তরবারি, সেনাপতি! বহাও রক্তের নদী, উঠাও 'মার্ মার্' ধ্বনি, রাজ-ভক্তগণ!

[মহাকায় অসি চালনা করিতে করিতে অগ্রসর হইল, প্রজাগণ "মার্ মার্" ধ্বনি করিয়া উঠিল, বিলোচন অসিহস্তে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন।]

তৎক্ষণাৎ ধীরভাবে গম্ভীর মুখে প্রভাবতী আসিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

প্রভা। নিরস্ত হও, সেনাপতি!

[মহাকায় অসি কোষবদ্ধ করিয়া মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইল]

প্রজাবৃন্দ। জয়—মা মহারাণীর জয়!

প্রভা। মহারাণীর জয় দিতে চাও ত, সকলে নিঃশব্দে অবস্থান কর। [শুক্রাচার্য্যের প্রতি] গুরুদেব, শুভ-মুহূর্ত্তের আর বাকী কত?

শুক্রা। ঠিক উপস্থিত।

প্রভা। [বিলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া] এস—দেবর, এই শুভ-মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন কর। [সিংহাসনে বসাইলেন] গুরুদেব! রাজ-মুকুট পরিয়ে দিন্। [শুক্রাচার্য্যের তথাকরণ]

গয়। [হাতে তালি দিতে দিতে] এইবার কাকা রাজা হয়েছেন—কাকা রাজা হয়েছেন। [বলিয়া বিলোচনের কোলে গিয়া বসিল]

মন্ত্রী। [করযোড়ে] মহারাণি! ক্ষমা করুন আমায়, আমি ভুল বুঝেছিলাম!

প্রভা। নবীন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে স্ব-কর্ত্তব্য পালন কর, সেনাপতি! তরবারি নবীন সম্রাটের পদতলে রক্ষা ক'রে আত্ম-সমর্পণ কর।

মহা। [তরবারি রাজ-পদতলে রক্ষা করিয়া] আমাকে মার্জ্জনা করুন, সম্রাট্!

বিলো। তোমাদের সাহায্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

প্রভা। প্রজাগণ! নূতন সম্রাটের জয় ঘোষণা কর।

প্রজাগণ। জয়—দৈত্য-সম্রাট্ বিলোচনের জয়।

প্রভা। [জল্পনাকে ক্রোধে কাঁপিতে দেখিয়া] জল্পনা, উত্তেজনা ছেড়ে শান্ত হও।

জল্পনা। মহারাণীর নির্ব্বুদ্ধিতার নিরুপদ্রব-ইঙ্গিতে শান্ত হ'তে পারে ঐ মূর্খ, কাপুরুষের দল; কিন্তু সে নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে শান্ত হবে না এই ত্রিপুর-কন্যা সিংহশাবকী জল্পনা। পিতৃরক্ত তার ধমনীতে ধমনীতে প্রলয়ের রুদ্রতালে নৃত্য করছে—প্রলয় ঝঞ্ঝা তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে ভীমবেগে ব'য়ে যাচ্ছে; সে তার ব্যর্থ উদ্যমকে সার্থক কর্‌বার জন্য আবার কক্ষভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ডের মত ছুট্‌ল। দেখ্‌বে, সে দানব-কুলে ত্রিপুর-ভক্ত যথার্থ বীর খুঁজে পায় কি না। হয়—পিতৃ-সিংহাসন উদ্ধার, না হয়—জ্বলন্ত অনলে দেহ-বিসর্জ্জন। মূর্খ মহারাণি! তুমি মা হ'য়ে পুত্রের কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, তা বুঝ্‌লে না—বুঝ্‌লে না—[বেগে প্রস্থান।

বিলো। জল্পনার উত্তেজনা ত দূর হ'ল না, মহারাণি! আমার উপরে তার এই যে সংশয়, সে সংশয় দূর না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন রূপে শান্তিলাভ কর্‌তে পার্‌ব না।

শুক্রা। রাজকন্যার সে সংশয় কখনও দূর হবে কি না সন্দেহ; নিতান্ত অবাধ্য।

বিলো। অবাধ্য হ'লেও বড় সরল—বড় প্রাঞ্জল পিতৃভক্তি দিয়ে ভরা জল্পনার প্রাণখানি; যা বুঝেছে, ভাষায় বা কার্য্যে সেটা ব্যক্ত কর্‌তে একটুও দ্বিধাবোধ করে না।

প্রভা। কল্পনাকে নিয়ে আমায় কোন অসুবিধাই ভোগ করতে হয় না; কিন্তু জল্পনাকে নিয়ে দিবানিশি জ্বলতে হচ্ছে, শান্ত করবার কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি নে! মনে হয়, এ সময়ে যদি চন্দ্রচূড় রাজ্যে থাকত, তা হ'লে বোধ হয়, তার কথায় কিছু সংযত হ'ত; তার কথার উপর জল্পনার অগাধ বিশ্বাস।

শুক্রা। কুমারের এ সময়ে রাজ্যে ফিরে আসা নিতান্তই উচিত ছিল।

বিলো। প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছিল সে, তার জ্যেষ্ঠতাতের মত অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা না ক'রে রাজ্যে ফিরে আসবে না।

মন্ত্রী। কুমারের যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাতে অস্ত্র-কৌশল শিখ্‌তে তাঁকে বেশী আয়াস পেতে হবে না।

মহা। দানব-সমাজে কুমার যে একজন অদ্বিতীয় বীর ব'লে পরিচয় দিতে পারবেন, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

প্রভা। চন্দ্রচূড়ের এ রণ-কৌশল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে তার জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণহন্তা মৃত্যুঞ্জয়কে জয় ক'রে প্রতিহিংসা সাধন।

গয়। হাঁ কাকা, চন্দ্রচূড়-দাদা কবে বাড়ী আসবে?

সহসা চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে এসেছি, ভাই গয়! [বলিয়া পণম্যগণকে প্রণাম করিল এবং গয়চন্দ্রকে টানিয়া কোলের নিকট আনিল, গয়চন্দ্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল।]

গয়। দেখ—দেখ, দাদা! কাকা আজ রাজা হয়েছে, সবাই আনন্দ করছে; একা বড়-দিদি কোথায় রেগে চ'লে গেছে।

চন্দ্র। আমি সেই কথাটিই পিতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই; বলুন পিতা, রাজকন্যা আপনার এ সিংহাসন-লাভে এমন অসন্তুষ্ট, বিরক্ত কেন?

শুক্রা। সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় তোমার এ রাজসভাতে নয়, কুমার!

চন্দ্র। আমি রাজকুমারী জল্পনার মুখে এইমাত্র যে-সব কথা শুনলাম, সে সব কথা শুনে গ্লানিতে আমার মন ভ'রে উঠেছে; তাই আমি দেশ, কাল ভুলে যাচ্ছি। আমার তাতে যত অপরাধই হোক্, তবু সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে পিতা আমাকে তাঁর সিংহাসন-লাভের নির্দ্দোষ কারণটা বুঝিয়ে দিন্।

শুক্রা। রাজকন্যার মুখে তার উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনে পিতার উপর যদি এইরূপ সংশয় নিয়ে এসে থাক, তা হ'লে সে সংশয় দূর করতে হয় মহারাণীর কাছে তার বক্তব্য শুনে।

চন্দ্র। যাতে আমার পিতৃ-কলঙ্ক, তার কারণ আমি পিতার নিকট হ'তেই শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

শুক্রা। তোমার পিতাকে তা হ'লে এতদিন চিনে আস নি?

চন্দ্র। না, পিতাকে এতদিন চিনে আসি নি; এতদিন চিনে এসেছিলাম যাঁকে—তাঁকে আর কখনও পাব না; তাই পিতাকে চিন্‌বার আজ যে মুহূর্ত্ত উপস্থিত, সেটা আমার পক্ষে শুভ—কি অশুভ-মুহূর্ত্ত, তা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। এই শুভাশুভের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ আমি আমার পিতাকে চিনে নেব।

বিলো। আজ এখানে তোমার পিতাকে খুঁজে পাবে না, কুমার! তার পরিবর্ত্তে পাবে এখানে দানব-সাম্রাজ্যের একজন প্রবল সম্রাট্‌কে।

চন্দ্র। তা হ'লেও রাজ্যের একজন ক্ষুদ্র প্রজারও বোধ হয়, এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অধিকার আছে যে, স্বর্গীয় ত্রিপুরাসুর-সিংহাসনের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারী কে।

বিলো। না, সে অধিকার তার নাই, তার পক্ষে সেটা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা।

চন্দ্র। তা হ'লে কি বুঝ্‌তে হবে আমাকে, রাজকন্যা জল্পনার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য? মহারাণি, আপনিও কি দেবরের এই সিংহাসন-অধিকার সম্বন্ধে অনুমোদন করেছেন? [গয়কে দেখাইয়া] বংশের দুলাল—এই পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কোন চিন্তাই ক'রে দেখেন নি?

প্রভা। শান্ত হও -বাবা, সব সংশয়ই দূর হবে।

চন্দ্র। দূর যাতে হয়, তার চেষ্টা না ক'রে সংশয় যাতে বাড়ে, তার চেষ্টাই কর্‌ছেন আপনারা আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর না দিয়ে।

বিলো। স্থানান্তরে যাও, রাজসভার মর্য্যাদা ভুলে যাচ্ছ তুমি।

শুক্রা। এত তরল-মস্তিষ্ক তোমার, চন্দ্রচূড়!

চন্দ্র। সত্যই, আমার তরল-মস্তিষ্কে আমি ধারণা কর্‌তে পারছি নে যে, এটা ধর্ম্মাধিকরণ, না কূট-ষড়যন্ত্রের একটা গুপ্ত রহস্য নিকেতন।

বিলো। প্রতিহারি—

চন্দ্র। প্রতিহারী ডাক্‌তে হবে না, আমি স্ব-ইচ্ছায়ই চ'লে যাচ্ছি। যদি কোনদিন এখানে পিতা খুঁজে পাই, তবেই আবার আস্‌ব; নতুবা পিতৃ-কলঙ্কের বীভৎস বায়ু যেখানে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে দেবে, সেখানে আসা এই আমার শেষ।

[রুদ্ধ অভিমানভরে প্রস্থান।

প্রভা। কোথা যাবে, বাবা—[ফিরাইতে অগ্রসর]

বিলো। মহাদেবি, বাধা দিতে যাবেন না।

সহসা পরমানন্দ আসিয়া গাহিল।

পরমানন্দ।—

গান।

ধাঁধা রেখে বাধা দিলে কি ফল হবে আর।
ঘুচলে মনের ধাঁধা কাটত বাধা, যেত মনের সব আঁধার॥
সোজা হ'যে সোজা-পথে কেউ ত চললে না,
সোজাভাবে সোজা-কথা কেউ ত বললে না,
শুধু কথার ছন্দ, তাই এ দ্বন্দ্ব, (হ'ল) ভাল মন্দ একাকার॥
ঘরের ভিতর আগুন জ্বলুল চেয়ে দেখ্‌লে কি,
জল না ঢেলে ব'সে ব'সে ঢালুলে যে তায় ঘি,
যখন জ্বলবে আগুন হ'য়ে দ্বিগুণ—
তখন পুড়ে হবে ছারখার।

[প্রস্থান।

প্রভা। এ আনন্দে কেন এত নিরানন্দ এসে উপস্থিত হচ্ছে, গুরুদেব?

শুক্রা। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" কোন শুভকার্য্য বিঘ্ন ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, মহারাণি?

বিলো। কি জানি, মহাদেবি! আমি কোন ভুল ক'রে ফেল্‌লাম না ত? পরমানন্দের গানের ইঙ্গিত যেন তাই!

প্রভা। একমাত্র ভগবান্ ভরসা এখন। চন্দ্রচূড়কে ফিরিয়ে আনা যেন ভাল ছিল।

বিলো। মূর্খ তার পিতাকে চিন্‌তে পার্‌লে না!

শুক্রা। যাক্, আজকার শুভকার্য্য এইখানেই শেষ হোক। পুরবালা-গণ, মঙ্গল গান কর।

পুরবালাগণ

গান

আজি মঙ্গল দিবসে, মঙ্গল মানসে,
মনের হরষে হও নিমগন।
উজলি দশদিশি, হাসিছে রবি শশী,
মঙ্গল-কর করি বরিষণ॥
আজি ব'য়ে যাক্ দিকে দিকে মঙ্গল-ধারা,
গেয়ে যাক্ পাখিকুল আপনাহারা,
আজি আকাশে বাতাসে ভ'রে যাক্ সুধারসে
উল্লাসে ছেয়ে যাক ত্রিভুবন।

[প্রথমে শুক্রাচার্য্য ও পরে গয়চন্দ্রকে কোলে করিয়া বিলোচন এবং অন্যান্য সকলের যথাক্রমে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরপ্রান্ত

গ্রহাচার্য্য বেশে শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনি। [স্বগত] যা হোক্—এতদিনে কাজ পাওয়া গেছে; নতুবা, ইয়ে হয়েছে—কুঁড়ে হ'য়ে ব'সে থাকা কি আমার কখনও পোষায়? যতদিন ত্রিপুরাসুরের দাপটে ত্রি-পুরে তোল্পাড়্ উঠেছিল, ততদিন একেবারে, ইয়ে হয়েছে—গর্ত্তের তলায় সেঁধিয়ে ইঁদুরের মত ল্যাজ্ গুটিয়ে প'ড়ে থাক্তে হয়েছিল; উপায় কি তখন? তা ইঁদুর আর শনি, কাজকর্ম্ম উভয়েরই প্রায় একই ধরণের। অহেতুক লোকের ক্ষতি করা-

রূপ পরমধর্ম্ম পালন করাটি, ইয়ে হয়েছে—আমাদের দু'জনের ভেতরেই দেখা যায়। এমন নিষ্কাম-কর্ম্মের ধর্ম্ম ক'জনে জানে? এই যে গ্রহাচার্য্য-বেশে দৈত্য-রাজ্যে এসে উদয় হয়েছি, আর এখানে এসে, ইয়ে হয়েছে—যে সব ভেদ-নীতির কাজ চালাব, তাতে আমার স্বার্থ কি আছে? কিছু মাত্রই না। দেবতাদের ভাল-মন্দ দেখ্‌বার জন্য ত ভারি আমার মাথাব্যথা! তারা ত আমায় অপাংক্তেয় অর্থাৎ অস্পৃশ্যের তালিকা-ভুক্ত ক'রেই রেখেছে! তবে? তবে নিষ্কাম-ভাব আমাতে ছিল ব'লেই না, ইয়ে হয়েছে—অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সুরপতির দলাদলি বাধিয়ে দিতে পেরেছি? আর সেইজন্যেই না বরুণ-পবনের দল আমাকে তাদের সমাজভুক্ত ক'রে নিয়েছে? এর মূলে হ'ল, ইয়ে হয়েছে—ঐ আমার নিষ্কাম-বুদ্ধিতে পরের ক্ষতিসাধন করা-রূপ শক্র-ধর্ম্ম পালন করা। যাক্‌, এখন আমার ধর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে উপস্থিত, শুভভেদ-নীতি-রূপ কর্ম্ম করা সুরু করেছি। আর এখন হ'তে আমি শনি-ঠাকুর নই এখন হ'তে আমি 'শ্রীযুক্ত ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য শর্ম্মা' নামেই দৈতরাজ্যে পরিচিত হব। তবে ইয়ে হয়েছে—এই 'ইয়ে হয়েছে' মুদ্রাদোষটীকে আপাততঃ ত্যাজ্য-পুত্র না করলে চলছে না। জিহ্বাটীকে একটু সামলে চল্‌তে হবে। এই ত এসে পড়েছি দৈত্যের দেশে! ঐ যে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিলোচন-পুত্র চন্দ্রচূড় পিতার সিংহাসন-লাভের বিদ্বেষ-বিষ হৃদয়-মধ্যে বিশেষ ভাবে সঞ্চয় ক'রে রাজকন্যা জম্ভনার সন্ধানে বহির্গত। আমার কার্য্যের প্রথম সূচনা তবে এখান থেকেই সুরু করা যাক্‌—ইয়ে হয়েছে, আসন পেতে বসা যাক্‌।

[তথাকরণ]

ধীরে ধীরে অন্যমনে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। [স্বগত] এই কি সংসার? যেখানে পিতা পুত্রকে চায় না—পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করতে পারে না, সিংহাসনের মোহ-মদিরা

যেখানে ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়ে দিয়ে সরলকে গরল ক'রে তোলে? ঐশ্বর্য্য আধিপত্যই যদি এখানে একমাত্র কাম্য হয়, তবে সে সংসারে সুখ কোথায়—শান্তি কোথায়?　　　　[গ্রহাচার্য্যের নিকটে আগমন]

শনি। জয় হ'ক রাজপুত্রের! সরল প্রাণে আঘাত খেয়ে সংসারটাকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে দিচ্ছ, কুমার! কিন্তু সকলের পক্ষেই কি তাই?

চন্দ্র। [সবিস্ময়ে] কে আপনি! আমি ত আমার মনের কোন কথাই মহাশয়ের কাছে প্রকাশ করি নি!

শনি। [হাসিয়া] কিন্তু প্রকাশ না করলেও আমি যে সবই জান্‌তে পারি—দেখ্‌তে পাই! আমি যে একজন জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহাচার্য্য। আজীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই গণনা-বিদ্যা শিক্ষা ক'রে সংসারে সেই বিদ্যার পরীক্ষা দিতে এই নূতন প্রবেশ করেছি, কুমার। পরীক্ষার সাফল্য ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা আমার নাই; আমার কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম কুমারকে দেখবামাত্রই কুমারের জীবন-বৃত্তান্ত দর্পণের মত আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে।

চন্দ্র। কি দেখ্‌ছেন?

শনি। কুমারের সে সব না শুনাই ভাল। পিতার উপর সংশয়-বুদ্ধি পুত্রেরপক্ষে কি ভাল?

চন্দ্র। একটা কথা মাত্র জানা আমার নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আমার বিশেষ বিশ্বাস নাই।

শনি। না থাকৃতে পারে, আর না থাকাটাই এখন কুমারের পক্ষে মঙ্গল; তবে আমার শিক্ষার পরীক্ষা করাটাও যে আমার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই হিসাবে বল্‌তে পারি, কুমারের জান্‌বার নিতান্ত প্রয়োজনটা কী।

চন্দ্র। বিশ্বাস করি—বা না করি, আপনি বলুন দেখি শুনি?

শনি। এটা বলা আমার পক্ষে খুবই সোজা; কারণ, ওসব পাঠাভ্যাস গুরুর কৃপায় প্রথমেই করা হয়েছে। আচ্ছা, পরীক্ষাটাই ক'রে দেখা যাক্। কুমারের এখন জানা প্রয়োজন যে, দৈত্যপতি বিলোচন সত্য-সত্যই লোভের বশে সিংহাসন অধিকার করেছেন, না রাজপুত্র উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিনিধি রূপেই সিংহাসনে বসেছেন। কেমন, মিল্ছে কি? বাবা, এ যে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, এ কি না মিলে যাবার যো আছে? খেচরী-বিদ্যা থেকে এর জ্ঞানলাভ করেছি।

চন্দ্র। এখন কি ভাব্‌ছি?

শনি। আরও সহজ। ভাব্‌ছেন যে, মহারাণী কেমন ক'রে তবে এতে সম্মতি দিলেন।

চন্দ্র। এখন?

শনি। এখন ভাব্‌ছেন যে, রাজভক্ত মন্ত্রী আর সেনাপতিই বা কেমন ক'রে প্রভু-পুত্রের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশে যোগ দিতে পার্‌লেন। [হাসিয়া] মিল্‌ছে?

চন্দ্র। পরিণাম কি গিয়ে দাঁড়াবে?

শনি। বড় অন্ধকার—বড় জটিল—বড় শোচনীয়; কিন্তু তার মধ্যে একটা আশার আলোকও দেখা যাচ্ছে।

চন্দ্র। কি?

শনি। [হাসিয়া] সে আলোক যে কুমারেরই হাতে দেখ্‌তে পাচ্ছি! বাঃ—বড় চমৎকার ঘটনা ত! পাশে দাঁড়িয়ে আবার বড়-রাজকন্যা সে আলোক আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন; কিন্তু বহু বাধা —বহু বিঘ্ন—বহু সমস্যা, মাথা ঠিক রাখা শক্ত। কখনও সংশয়—কখনও নিশ্চয়, ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গে ডোবা-ভাসা চল্‌ছে।

চন্দ্র। আমি কি উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌ব?

শনি। যদি দৃঢ়ভাবে চল্‌তে পার।

চন্দ্র। আবার 'যদি' কেন?

শনি। ঐ স্থানে একটু গ্রহের ক্রিয়া আছে, সে ক্রিয়াটা ভাল ভাবেও যেতে পারে—আবার বেঁকেও দাঁড়াতে পারে।

চন্দ্র। আপনি কি দেবতা?

শনি। না কুমার, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ এ সবের মধ্যে কোনটাই নই আমি; তবে একজন উদ্ভট্।

চন্দ্র। উদ্ভট্ কি কোন জাতি-বিশেষ?

শনি। না, উদ্ভটের কোন জাতি নাই, এই অশ্বডিম্বের মতনই অনেকটা।

চন্দ্র। যাক্, প্রয়োজন হ'লে আবার কোথায় দেখা পাব আপনার?

শনি। তার জন্য ভাব্‌তে হবে না; আমার দৃষ্টি যখন কুমারের উপর পড়েছে, তখন প্রতি-কার্য্যেই আমার অস্তিত্ব জান্‌তে পার্‌বে; তবে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই, কারণ, স্থূলদেহ আমার সব সময়ে থাকে না, আমি কখন অশরীরী—কখনও শরীরী। যদি সে সূক্ষ্মবুদ্ধি কুমারের না থাকে, তবে ইচ্ছা কর্‌লেই আমাকে শরীরীরূপে দেখ্‌তে পাবে; এখন যাও—কুমার, নিজের কার্য্যে যাও।

চন্দ্র। আমার এখন কি কার্য্য?

শনি। রাজকন্যার খোঁজ করা।

চন্দ্র। কোথায় তার দেখা পাব?

শনি। ঐটে এখন বল্‌ব না; ভবিষ্যৎ-ফল্‌টা একটু অজ্ঞাত থাকাই ভাল, নতুবা পুরুষকারটীকে বড় খাটো ক'রে ফেলা হয়। কুমারের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সবই কণ্টকাকীর্ণ যখন, প্রথম থেকেই একটু একটু ক'রে কাঁটার খোঁচা খাওয়ার অভ্যাস থাকা ভাল।

চন্দ্র। আচ্ছা—আসি তবে।

[প্রস্থান।

শনি। দানব কিনা, তাই, ইয়ে হয়েছে—একটা প্রণামও ক'রে গেল না; কিন্তু বাছাধনকে ঠিক্ ক'রে দিয়েছি! যে বিষ ঝেড়ে দিলাম, এখন বুঝে নিক্ গে, ইয়ে হয়েছে—তার ক্রিয়াটা কিরূপ। প্রাণটা সরল পেলেই গরল ঢালাটা সুবিধে হ'য়ে দাঁড়ায়। শ্রীমান্‌কে ত একরূপ তৈরী করা গেল; এখন, ইয়ে হয়েছে—শ্রীমানের পিতাকে তৈরী করতে পারলেই ঘাত-প্রতিঘাতটা বাধে ভাল। দৈত্যরাজ্য এমন ক'রে রেখে যাব যে, ইয়ে হয়েছে— স্বর্গ-আক্রমণের চিন্তা করবারই ফুরসৎ হবে না; নিজেদের ভেতর কাটাকাটি মারামারি ক'রেই সারা-জীবন কাটিয়ে দেবে। এখন, ইয়ে হয়েছে—রাজসভামুখে যাওয়া যাক্। সেখানে গিয়ে ভাবাকে একেবারে বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে। শুক্রাচার্য্যটাকে ইয়ে হয়েছে— একটু ভয় ছিল, পাছে দেবতা ব'লে ধ'রে ফেলে, তা সে চিন্তাও করতে হবে না; শুক্রাচার্য্যটা এখন রাজ্য ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় বসেছে। বাঁচা গেছে—এখন, ইয়ে হয়েছে—শুভস্য শীঘ্রং করা যাক্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পুষ্পোদ্যান

গীতকণ্ঠে ভাব-বিভোর গয়চন্দ্রের প্রবেশ।

গয়।—

গান

আমি কোথা গেলে পাব তারে।
নিমেষের তরে, স্বপনের ঘোরে হেরিনু নয়নে যারে॥
যেন, নব-জলধর নীল কলেবর,
চল চল মুখ-ইন্দু,
তার, হাসির ঝলকে, জোছনা-আলোকে,
উছলে হৃদয়-সিন্ধু;
(কভু দেখি নাই—দেখি নাই) (এমন ভুবনমোহন রূপ ক)
(ওগো, আমি কি দেখিলাম) (সেই রূপ-সাগরে ডুবে গেলাম)
(এই জগৎ-সংসার ভুলে গেলাম)
তারে, ভুলিতে পারি না—সহিতে পারি না,
আমার আঁখি ঝরে শতধারে॥

কল্পনার প্রবেশ।

কল্পনা। স্বপ্নের ঘোরে কারে দেখে এমন কাঁদছ, ভাই?

[গয়চন্দ্রের চক্ষু মুছাইল]

গয়। [উদাসভাবে] কারে? কারে? তারে ত আর কখনও দেখি নি—তার নাম কি, তাও ত কিছু জানি না—অমন রূপ ত আমি দেখি নি কখনও!

কল্পনা। তোমার ফুলের চাইতেও দেখ্‌তে তারে ভাল লাগ্‌ল?

গয়। ফুলের রূপ তার রূপের কাছে যেন কিছুই নয়। তুমি যদি দেখ্‌তে—দিদি, একেবারে গ'লে যেতে—একেবারে ভুলে যেতে!

কল্পনা। স্বপ্নের দেখা ত সত্যি হয় না, ভাই!

গয়। স্বপ্ন ত আমি আর কখনও দেখি নি—দিদি, এই নূতন দেখ্‌লাম। সে যে কী সুন্দর—কী চমৎকার, তা আমি মুখে ব'লে তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। মুখের হাসিতে সব যেন আলো হ'য়ে গেল—হাতের বাঁশীতে কী মিষ্টি তান ধর্‌ল, কান আমার ভ'রে গেল! গলায় বনফুলের মালা, পায়ে নূপুর, কী মিষ্টি তার বাজ্‌না! শুনে যেন—

গান

আমি হয়েছি পাগল-পারা।
কি জানি কোথায় প্রাণ যেতে চায়,
আমায় করেছে আপন হারা॥
কেন বা আসিল, কেন দেখা দিল,
কেন বা চলিয়া গেল,
কেন তার তরে, আঁখি-বারি ঝরে,
আমায় কী যেন করিয়ে দিল,
(আর যে রইতে নারি)
(আমায় কোথায় যেন লয় গো টেনে)
(আমি উধাও হ'য়ে যাই গো ছুটে)
আমায় দেয় যদি সে ধরা॥

[গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল]

কল্পনা। একি হ'ল! এ ভাব ত গয়ের আর কখনও দেখি নি! যে রূপ দেখে বালকের প্রাণ কেঁদে উঠেছে—সে রূপ ত সংসারে কখনও দেখি নি!

ব্যস্তভাবে প্রভাবতীর প্রবেশ ।

প্রভা। কি হ'ল—মা, গয়ের আমার ? সে যে পাগলের মত ছুটে এইদিকে এল ?

কল্পনা। এসেই আবার কোন্ দিকে চ'লে গেল। স্বপ্নের ভেতর কার রূপ দেখে বুঝি পাগল হ'য়ে উঠেছে ; একটু পরেই আবার স্থির হবে।

প্রভা। না—কল্পনা, মিছে বোঝাচ্ছিস্ আমায়। তার মুখে যে রূপের বর্ণনা শুনলাম, সে ত আর কারো নয়, সে রূপ যে, সেই গোলোক-বিহারী হরির রূপ !

কল্পনা। [হাসিয়া] তাই যদি হয়, তবে ত ভালই হয়েছে, মা। জন্ম-জন্ম তপস্যা করে যাঁর দেখা পেতে হয়, তাঁকে যদি গয় বিনা তপস্যায় দেখ্তে পেয়ে থাকে, তা হ'লে তা হ'তে আর আনন্দের কথা কি আছে ?

প্রভা। ভুলে যাচ্ছ - মা, গয় কোন্ বংশধর ? সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তেই যে হরি দানবের সঙ্গে শত্রু-সম্বন্ধ পাতিয়ে রেখেছেন ; তাই হরি-বিদ্বেষ দানবের চির-মজ্জাগত যে, মা !

কল্পনা। দানব-হৃদয় হ'তে সেই চির-বিদ্বেষের মূল তুলে ফেল্‌বার জন্যই সেই হরিই আবার স্বয়ং এসে দৈত্য-বালকের সঙ্গে নূতন ক'রে প্রীতি-সম্বন্ধ পাতাবার সূত্রপাত করেছেন, এমনও ত হ'তে পারে, মা !

প্রভা। এমনও হ'তে পারে—নয়, কল্পনা ? তোমার কল্পনাটী কিন্তু আমার কাছে মন্দ লাগ্ছে না, তবে কল্পনা যে কল্পনা, মা ! তা থেকে খাঁটী সত্য মেলা যে কঠিন।

কল্পনা। এ জগৎ-সংসারটাই যে—মা, কল্পনা ; তাও ত খাঁটী সত্য নয় ? কিন্তু তাতেও ত কাজ চল্‌ছে, মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দিতেও ত কেউ পার্‌ছে না।

প্রভা। না, তা পার্‌ছে না—সত্য ; চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে গেলে, সেই মিথ্যার মধ্যে থেকেই আমরা খাঁটী সত্য ব'লে অনেক জিনিষই মনে ক'রে থাকি। তবে কি তাই? নতুবা গয়কেই বা স্বপ্নঘোরে দেখা দেবার হরির কি প্রয়োজন হ'তে পারে?

কল্পনা। গয়ের স্বপ্নকেও কিন্তু শুধু স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না। শুধু স্বপ্ন হ'লে, ভেঙে যাবার পরেই সে জান্‌তে পারে যে, সেটা শুধু স্বপ্ন। গয় যে এখনও সেই ভাবে বিভোর হ'য়ে আছে!

প্রভা। কিন্তু আর একটা দিক্ ভেবেছ কি?

কল্পনা। কোন্ দিক্‌টা, মা?

প্রভা। গুরুদেবের দিক্‌টা। সব আশা—সব আনন্দ ভেঙ্গে গেল যে, সে দিক্‌টা মনে প'ড়ে! গুরুদেব যদি গয়চাঁদের এই ভাব জান্‌তে পান্, তা হ'লে যে সর্ব্বনাশ হবে আমার, কল্পনা!

কল্পনা। যদি আমাদের কল্পনা খাঁটিই হয়, তবে গয়ের জন্যে আর আমাদের ভাব্‌তে হবে না, মা! যিনি এই নূতন সমন্বয় কর্‌তে গয়কেই তাঁর পাত্ররূপে স্থির ক'রে নিয়েছেন, তিনিই তোমার গয়কে দেখ্‌বেন ; সে ভার তখন যার-তার হাতে পড়্‌বে না।

গীতকণ্ঠে তন্ময়ভাবে গয়চন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

গয় —

গান।

কিবা, নীল-কমল-নিভ নীল কলেবর
ঢল ঢল নীল-আঁখি ভাসে
নীল চাঁচর চুলে, নীল চূড়াটী দুলে,
নীল বিজলী বিকাশে ॥

কিবা, অধরে হাসিটী, বাজিছে বাঁশীটী,
মধুর মধুর তানে।
সে সুর-লহরী, মরি কী মাধুরী,
এখনও ভ'রে আছে কানে॥

[স্তব্ধভাবে স্থিতি]

প্রভা। [ব্যস্তভাবে] বাবা গয়চাঁদ—বাবা গয়চাঁদ—

গয়।—[তন্ময়চিত্তে]

গান

দেখ মা—দেখ মা, চাঁদ উঠেছে।
(তোমার গয়চাঁদের হৃদ্-আকাশে কের নবীন চাঁদ উঠেছে)
(আমার হৃদয়-চাঁদের মুখের ছাঁদে
তোমার গগন-চাঁদ আজ হার মেনেছে)
শত চাঁদ নিঙাড়ি নিঙাড়ি গড়েছে এ মুখখানি।
(পলক পড়ে না—পড়ে না) (ওই চাঁদের পানে চেয়ে)
কত কোটী কোটী চাঁদ এই চাঁদের পায়ে লুটায়ে পড়েছে॥

প্রভা। কেন এমন কর্‌ছ, বাবা আমার ?

গয়।—

গান

ওই ওই গো আবার বাজ্‌ল বাঁশী।
সেই বাঁশীর সুরে নইলে কেন প্রাণ হ'ল মোর উদাসী॥
(আমায় ডাক্‌ছে বুঝি) (তার বাঁশী শুন্‌তে)
(আমি তার বাঁশী যে ভালবাসি)
সে কোথা থেকে বাজায় বাঁশী,
আমি ছুটে একবার দেখে আসি॥

[ছুটিয়া প্রস্থান।

প্রভা। কি হবে, মা !

কল্পনা। দানব-বংশ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, মা !

প্রভা। বড় যে ভয় কর্‌ছে আমার !

কল্পনা। এমন অভয়দাতা সাড়া দিয়েছেন যখন, তখন আর ভয় কিসের, মা ?

প্রভা। গুরুদেবের রক্ত-চক্ষুদু'টি যেন আমার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কল্পনা !

কল্পনা। অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে যদি সে গুরুর দিকে একবার চাইতে পার, তা হ'লে সে গুরুর রক্ত-চক্ষুকে আর ডরাতে হবে না।

বিলোচনের প্রবেশ।

বিলো। কী শুন্‌ছি, দেবি ?

প্রভা। গয় আমার কেমন ধারা ভাব কর্‌ছে যেন !

বিলো। যা শুন্‌ছি, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে যে, বড় আশঙ্কারই কথা হ'য়ে দাঁড়াবে, দেবি ! গুরুদেবের কঠোর আদেশের কথা শোনা আছে ত ?

প্রভা। আমিও ত সেই ভয়ই কর্‌ছি, দেবর !

বিলো। এমন কেন হ'ল ? এ কি কোন দেব-চক্রান্ত ?

কল্পনা। দেব চক্রান্ত, না দেব-আশীর্ব্বাদ, কাকা ?

বিলো। দেবতার আশীর্ব্বাদ যে দানব কখনও চায় না, মা !

কল্পনা। চায় না ? যদি অযাচিত ভাবে পাওয়া যায় ?

বিলো। তোমার কল্পনার পথ তোমার কাছে বড় সুন্দর, সরল ; কিন্তু আমাদের বাস্তবের পথ যে বড় কণ্টকাকীর্ণ। শুক্রাচার্য্যের রাজ-নীতি সেখানে বড় জটিল— বড় কুটিল !

কল্পনা। সে পথে গিয়ে কি শান্তি পাও, কাকা ?

বিলো। শান্তি? দানবের জন্ম-পত্রিকায় শান্তির কথা লেখে না—মা, সেখানে লেখা থাকে, অশান্তি—বিপ্লব—বিদ্বেষ—সংঘর্ষ।

প্রভা। এখন গয়-সম্বন্ধে কি ভাব্‌ছ, দেবর?

বিলো। যে পথ ধরেছে, ও পথ থেকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু জানি না, তার জন্য আমাকে কতখানি কঠোর হবার প্রয়োজন হবে। যাকে দিবারাত্র কোলে ক'রেও তৃপ্তি হয় না—তাকে হয় ত কত কর্কশ-ভাষা দিয়ে বিদ্ধ কর্‌তে হবে। গয়চন্দ্রের সম্বন্ধে আরও ভয়ের কারণ আমাদের আছে, দেবি। গতকল্য হ'তে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ এসে উপস্থিত হয়েছেন। অতীতের অনেক কথাই তাঁর বাক্যের সঙ্গে মিলে গেল। তাঁর কাছ থেকেই গয়চন্দ্রের এই হরিভক্তির কথা অবগত হয়েছি।

প্রভা। আমি নিরুত্তর, কিছুই আর আমার বল্‌বার নেই। ভবিষ্যতের একটা ভীষণ ঝড় ক্রমেই যেন নিকটে এগিয়ে আস্‌ছে। এতদিন জল্পনা আর চন্দ্রচূড়ের ভাবনাতেই অস্থির হচ্ছিলাম, তার পর আবার গয়ের ভাবনা আজ হ'তে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে; আরও অস্থির হ'য়ে উঠেছি!

বিলো। হাঁ দেবি, চন্দ্রচূড় আর জল্পনা, জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় যা দেখ্‌লাম, সে আরও ভীষণ। এ সময়ে গুরুদেবও তপস্যা কর্‌তে দূরে চ'লে গেছেন, মন্ত্রী আর সেনাপতি আমায় ঠিক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে এখনও পারেন নি। আমার ভয় যে, কিছু ভুল ক'রে না ফেলি। রাজ্যের যে অবস্থা বর্ত্তমানে, তাতে তিলমাত্র ভুল কর্‌লে মহা অনর্থ উপস্থিত হবে। আশীর্ব্বাদ করুন—দেবি, যেন ঠিক পথে যেতে পারি।

[পদধূলি গ্রহণ]

প্রভা। খুব ধীরভাবে, স্থিরচিত্তে কাজ ক'রে যাও, এ ভিন্ন আর কি কর্‌তে পার তুমি?

বিলো। আজ আমার প্রধান কাজ হবে গয়চন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে তার মন হ'তে এই বর্ত্তমান ভাব দূর হ'য়ে যায়। যাই আমি।

[প্রস্থান।

কল্পনা। গয় যে ভাব্‌কে প্রাণের সঙ্গে আঁক্‌ড়ে ধরেছে, তার মন থেকে, সে ভাব দূর করা যে সম্ভব হবে, তা'ত আমার বোধ হয় না, মা!

প্রভা। দেখা যাক্—তোমার কাকার উপদেশে কি ফল ফলে। আমি কত্তদিক্ ভাব্‌ব? তোমাদের দু'টী বোন্‌কে নিয়েও কি আমার কম ভাবনা? জল্পনা স্পষ্ট ক'রেই বলেছে, সে কখনও কাউকে বিবাহ কর্‌বে না। তার কথা থেকে তাকে নড়ানো কারও সাধ্য নয়। কিন্তু—কল্পনা, তোমাকেও ত আর বিবাহ না দিয়ে রাখা যায় না, মা!

কল্পনা। বিধিলিপি ত তুমি মান, মা? তবে তার জন্য ভাব্‌বে কেন? যা হবার, ঠিক্ সময়েই তাই হবে।

প্রভা। তোমার সমস্ত কথাই হেঁয়ালী দিয়ে মাখা—বুঝ্‌তে পারা যায় না। যা তোমাদের মনে আছে—কর গে যাও, আমি আর পেরে উঠি না।

[প্রস্থান।

কল্পনা। আমার বিবাহ? কার সঙ্গে? দানব-রাজকন্যা যখন আমি, তখন কোন দানব-শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে হওয়া সম্ভব? বীরত্ব অর্থ দানবের অভিধানে, হত্যাবৃত্তি—দেবতা-বিদ্বেষ—স্বর্গ হ'তে দেবতাদের তাড়িয়ে দেওয়া, এই ত? যাকে বলে দেবতার ভাষায় দস্যুতা, তারই নামান্তর দানবের এই বীরত্ব। তেমন একজন দস্যুর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে—তার সেবা ক'রে জীবন সার্থক কর্‌তে হবে! তা হ'লে কল্পনা আশৈশব যে কল্পনা নিয়ে খেলা কর্‌তে ভালবাসে, সে খেলা ত তার আর চল্‌বে না! আমি যে সুন্দরের উপাসনা করি, সে সুন্দর ত দানবের মধ্যে কোথাও

নাই ! কল্পনার এ কল্পিত সুন্দর তার কল্পনার সিংহাসন যে আলো ক'রে ব'সে আছে ! তাকে ভিন্ন আবার কা'কে প্রেম দেব—তাকে ভিন্ন আর কা'কে প্রাণ দেব ?

গান

তুমি সুন্দর বেশে কবে ভেসেছ,
ওগো সুন্দর মম নয়নে
তোমায় কোন্ ঋতুরাজ, পরাইয়ে সাজ,
এনেছিল মোর প্রথম দরশনে
সেদিন মম মুকুলিত প্রাণ তুমিই তুলিলে বিকসি,
সেদিন হইতে হৃদয়-কানন উঠিল আমার হরষি,
গন্ধে ভরা ফুলের মালা, সেদিন হ'তে ভ'রে ডালা,
ওগো তোমার তরে দাঁড়িয়ে আছি নিয়ে সযতনে ॥
তোমার দরশে হৃদয় দোলে,
তোমার পরশে মরম খোলে,
তুমি সব বসন্তের, সব শরতের,
ছবি হ'য়ে ভাস— আমার মধুর-জীবন স্বপনে ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

নিভৃত প্রদেশ

চিন্তিত মনে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। সংশয়ে আকুল মন,
সত্য-মিথ্যা না পারি ধরিতে।
জ্যোতির্ব্বিদ-বাণী
অলীক কাহিনী বলি
জ্ঞান হয় সময়ে সময়ে।
যদি মিথ্যা হয়, তবে ?
তবে মিথ্যা পিতৃদ্বেষ
জ্বালিয়া হৃদয়ে
ভস্ম হবে তিলে তিলে জীবন আমার
কিম্বা যদি সত্য হয়,
তবে প্রতিকার তার
অবশ্য কর্ত্তব্য মোর
সে কর্ত্তব্যের পথ
নহে কভু পেলব-কুসুমাস্তৃত,
বিস্তৃত সে পথ—
বিষম কণ্টকাকীর্ণ নিতান্ত পিচ্ছিল ;
পদে পদে বিপদে পতন—
আছে তার পরিণাম ফল।

রাজ্যময় ঘুরিলাম,
জল্পনার না পাইনু দেখা।
কোথা গেল তবে ?
রুদ্ধবীর্য্যা সর্পী সম
কোথা আছে ভগিনী আমার ?

সহসা জল্পনার প্রবেশ ।

জল্পনা। পিতার শুভ-আশীর্ব্বাদ নিয়ে পিতৃ-সিংহাসন থেকে কখন ফিরে এলে, দাদা ?

চন্দ্র। তৎক্ষণাৎই ফিরে এসেছি, জল্পনা! তোমারই সন্ধান কর্‌ছিলাম।

জল্পনা। আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? তোমার পিতা কেমন ক'রে আমার পিতৃ-সিংহাসন আলোকিত ক'রে ব'সে আছেন আর হতভাগ্য গয় কেমন ক'রে সেই পিতৃ-সিংহাসনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে, তাই দেখাতে ?

চন্দ্র। এত আঘাত কর্‌ছ আজ কোন্ ধারণা নিয়ে আমাকে, জল্পনা ?

জল্পনা। যে ধারণা আজ সম্ভব—স্বাভাবিক, সেই ধারণা নিয়ে

চন্দ্র। পিতার কার্য্যে অনুমোদন, পিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন, এইটাই বুঝি পুত্রের পক্ষে স্বাভাবিক—নয়? আর যে পুত্র তার বিপরীত পথে চলে, তার স্থান নরকে ? জল্পনা, এই কুপুত্র সেই নরককেই বেছে নিয়েছে।

জল্পনা। [স্থিরদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ চাহিয়া থাকিয়া] না, ঠিক্ হয় নাই—তুমি পথ ভুল করেছ ; এখান হ'তেই ফিরে যাও, দাদা !

চন্দ্র। আমার দৃঢ়তা দেখ্‌ছ? পরীক্ষা কর্‌ছ?

জল্লনা। না, এ পরীক্ষা নয়; সত্যই তুমি পথ ভুল করেছ।

চন্দ্র। তোমার পথ তোমার ঠিক আছে?

জল্লনা। আমার এ পথে আসা ত অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক। আমার পিতার সিংহাসন আমার অসহায় বালক-ভাইকে বঞ্চিত ক'রে অপরে অধিকার ক'রে বস্‌বে, তাতে তার বিরুদ্ধ পথে চলা কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, দাদা?

চন্দ্র। আর আমার পিতা হ'তেও যিনি অধিক ছিলেন, তাঁর সিংহাসন অপরে কেড়ে নিলে, আমার তাতে বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ানটা বুঝি খুবই অস্বাভাবিক, জল্লনা?

জল্লনা। পার্‌বে তুমি সেই কেড়ে-নেওয়া সিংহাসন আবার কেড়ে আন্‌তে? প্রয়োজন হ'লে পার্‌বে সেই দস্যু-রক্তে অসি রঞ্জিত কর্‌তে? প্রয়োজন হ'লে পার্‌বে তোমার দেহের সমস্ত শোণিত নিঃশেষ ক'রে আমার মত অবাধে ঢেলে দিতে?

চন্দ্র। সে পরিচয় মুখে না দিয়ে কার্য্যে দেখাব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, স্থির কর্‌তে হবে। সেনাপতি-মন্ত্রীও প্রভু-ঋণের কথা একেবারে ভুলে গেছে।

জল্লনা। এ রাজ্যে জেনো, কারও সাহায্য পাবে না। সব কাপুরুষেরা, সব অকৃতজ্ঞেরা নূতন সম্রাটের পায়ে আত্ম-বিক্রয় ক'রে ফেলেছে। আমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে উত্তেজিত কর্‌তে চেষ্টা করেছি; কিন্তু কেউ জাগ্‌লে না—সাড়া দিলে না। দু'দিন আগে যাদের আমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত-রুধির-বুকে নেচে উঠেছিল, তারা আজ নিস্তেজ—অলস, সে উত্তপ্ত শোণিত আজ তাদের বুকের মধ্যে শীতল—হিম! এক তুমি আর আমি ভিন্ন দ্বিতীয় সহায় আমাদের নেই।

তৎক্ষণাৎ মহাকায় উপস্থিত হইল।

মহা। আর আছে তোমাদের আজ্ঞাবাহী এই মহাকায়। বিশ্বাস কর আমাকে—সঙ্গী ক'রে নাও আমাকে. আমি বহু সন্ধান ক'রে আজ তোমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

জল্পনা। [সবিস্ময়ে] তুমি—সেনাপতি, তুমি! তোমার এ বাক্যের মূল্য কতটুকু, বল দেখি? সেদিনও তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে অসি নিয়ে ধেয়ে গিয়েছিলে না? তার পর মন্ত্র-মুগ্ধের মত উত্তেজিত অসি নবীন-সম্রাটের পদতলে রক্ষা ক'রে নিজেকে কৃতার্থ করেছিলে না?

মহা। করেছিলাম কার ইঙ্গিতে—কার আদেশে, তা মনে নাই কি? স্বয়ং মহারাণীর আদেশে।

জল্পনা। আজ মহারাণী কোথায়? দেবরের রাজ্যাভিষেকের আনন্দ নিয়ে আজ মহারাণী সেখানে বিভোর হ'য়ে আছেন, না?

মহা। আছেন; কিন্তু নিরানন্দে, কারারুদ্ধ বন্দিনীর ন্যায় আজ মহারাণী নিঃস্বহায়ভাবে দীননেত্রে চারিদিকে চেয়ে আছেন।

চন্দ্র। তিনি কি লাঞ্ছিতা—অপমানিতা? বল—সেনাপতি, শীঘ্র বল। [উত্তেজনা প্রদর্শন]

মহা। লাঞ্ছিতা বা অপমানিতা না হ'লেও—মর্ম্ম-পীড়িতা। আজ দৈত্যপতির গুপ্তহৃদয় তাঁর চক্ষের উপর উন্মুক্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাদানের ছলে আজ রাজপুত্র আমাদের কঠোর দণ্ড উপভোগ করছেন, তাঁকে কোল হ'তে কেড়ে নিয়ে এসে দৈত্যপতি নিজের কাছে নজরবন্দী ক'রে রেখেছেন; প্রয়োজন হ'লে আরও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হবে। মহারাণীর শত অনুনয় সেখানে তৃণের ন্যায় ভেসে গেছে।

জল্পনা। এইবার ঠিক হয়েছে; এ না হ'লে মহারাণীর চোখ খুলত

না, তাঁর সরল অন্ধ-বিশ্বাস ভাঙ্ত না। কার্য্যের ফল তাঁর হাতে-হাতেই পাওয়া হয়েছে। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে!

মহা। চোখ শুধু মহারাণীরই খোলে নি, মন্ত্রী প্রভৃতিও এই ঘটনায় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। আজ রাজসভা প্রায় দানবশূন্য, চারিদিক্ থেকে একটা উত্তেজনার হাওয়া ব'য়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু নিঃশব্দে—নীরবে।

চন্দ্র। [উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্তভাবে] তা হ'লে এইবার আমার পিতৃ-দর্শনের মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দিয়েছে—এইবার আমার পিতৃভক্তি দেখাবার সুযোগ এসেছে; আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব চলবে না—ছুটে চললাম পিতৃ-শোণিতে তর্পণ করতে এই শাণিত তরবারি নিয়ে।

[বেগে প্রস্থান।

জল্পনা। সেই তর্পণের অংশ নিতে ছুটে চল্‌ল তোমার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাময়ী জল্পনা।

[বেগে প্রস্থান।

মহা। আর পাছে পাছে ছুট্‌ল প্রলয়ের ইঙ্গিতলুব্ধ ধূমকেতু মহাকায়।

[বেগে প্রস্থান।

সহসা গীতকণ্ঠে পরমানন্দের প্রবেশ।

গান।

চল্‌ল ছুটোছুটি হুটোপুটি হায়।
কেউ বুঝ্‌লে না—কেউ ভাব্‌লে না
এ যে বড় বিষম দায়॥
যার জন্যে এই এত কারখানা,
সে যে কার ভাবেতে বিভোর এখন
নাই কারো জানা,
এই রাজ-সিংহাসন তৃণের মতন—
ফিরেও সে আর নাহি চায়॥

যে আস্বাদের স্বাদ পেয়ে আজ আছে সে মজে,
শত রাজ্যের সাধ সেখানে হবে রে বাজে,
সুধার আস্বাদ পেয়েছে যে—
সে কি সুরায় মজ্‌তে যায়॥

পঞ্চম দৃশ্য

বৈজয়ন্ত-ধাম

ইন্দ্র ও শচী।

ইন্দ্র। স্বর্গ-সুখে আজ এত অরুচি কেন তোমার, শচি ?

শচী। স্বর্গ-সুখ হ'তে যে আরও সুখের আস্বাদ পেয়েছি, ত্রিদিবেশ্বর।

ইন্দ্র। কোথায় পেয়েছ, শচি ?

শচী। অনন্ত দুঃখের মধ্যেই সে নূতন সুখের দেখা পেয়েছি আমি

ইন্দ্র। সেই রসাতলে সূচীভেদ্য অন্ধকারে ?

শচী। সে কি অন্ধকার—না আলোক ?

ইন্দ্র। শয্যা ছিল সেখানে পর্ণশয্যা !

শচী। অত সুখের নিদ্রা ত এ দুগ্ধফেনানিভ শয্যায় পাচ্ছি না আর।

ইন্দ্র। খাদ্য ছিল কটু, তিক্ত ফল মূল।

শচী। জান্‌তাম না যে, এত মিষ্ট আস্বাদ অমৃতেও নাই।

ইন্দ্র। ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে, ভিক্ষা-পাত্র করে সেখানে পুত্র জয়ন্ত ভিখারী সেজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়িয়েছে।

শচী। সেই ভিখারী বেশে জয়ন্ত যখন ভিক্ষা-দ্রব্য এনে আমার হাতে

দিয়েছে, তখন মনে হয়েছে যে, স্বয়ং সদানন্দ শিবই বুঝি পুত্র হ'য়ে ভিক্ষা-দ্রব্য মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

ইন্দ্র। শচি, মনে যে-একটা সংশয়কে এতদিন পুষে রেখেছিলাম, সে সংশয় আজ আমার দূর ক'রে দিলে তুমি।

শচী। কি সংশয় ছিল, প্রাণেশ?

ইন্দ্র। ভাব্‌তাম, আমি স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে রসাতলের অন্ধকারে বাস ক'রে যে শান্তি—যে সুখ উপলব্ধি করেছি, সেটা কি আমার ইন্দ্রত্ব হারানর মহাদুঃখজনিত কোনরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ, না দাস-জীবনের বহুদিন-অভ্যস্ত-দুঃখের স্বাভাবিক ক্রিয়া। আমি আমার সে আনন্দের কথা তোমায় কখনও ইঙ্গিতেও জানাতে সাহসী হই নাই; মনে হ'ত, সে আনন্দোচ্ছ্বাস তোমার তাপ-দগ্ধ-জীবনে আরও অশান্তির বিষ ঢেলে দেবে। আবার সময়ে সময়ে এ-ও মনে করেছি, আমার এমন পূর্ণানন্দের অংশ যদি শচী আর জয়ন্ত উপভোগ কর্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে বুঝি আরও সুখী হ'তে পার্‌তাম।

শচী। আজ যখন সে সংশয় দূর হ'য়ে গেল, তখন আর কেন দুঃখের মধ্যে প'ড়ে থাকি? সুখের স্থান যখন চিনে নিয়েছি—সুখের আস্বাদ যখন বুঝ্‌তে পেরেছি, তখন তা হ'তে আর বঞ্চিত থাকি কেন?

ইন্দ্র। সে সৌভাগ্যে যে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, শচি! কে বঞ্চিত করেছেন, জান? স্বয়ং সেই সদানন্দ ত্রিপুরারি। তাঁর সে নিরাবিল আনন্দের আস্বাদ আমরা বিনা-সাধনায় ব'সে ব'সে উপভোগ কর্‌ব, এ তাঁর ইচ্ছা নয় ব'লেই নির্ব্বিকার পুরুষ বিকারের আশ্রয় নিয়ে ত্রিপুরাসুরকে স্বহস্তেই নিধন করেছেন। ত্রিপুরাসুর বেঁচে থাক্‌লে পাছে আমরা সেই নিত্যসুখের অধিকারী হ'য়ে নিত্য সুখ উপভোগ করি, এই জন্যই তাঁর ত্রিপুর-নিধন।

শচী। আমরা যদি স্বর্গ-সিংহাসন স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে সেই রসাতলে আবার চ'লে যাই ?

ইন্দ্র। সে শক্তি আমাদের নাই, শচি ! সে তপস্যা—সে সাধনা আমরা যে কখনও করি নাই, পৌলমি !

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ।

সত্যদেব।—

গান।

যার যে সাধন, সেই ত তেমন ফলের অধিকারী।
তাই সদা-আনন্দ সদানন্দ পাগল ভোলা শ্মশানচারী॥
কামনার তরে যারা করে তপস্যা,
সকাম তাদের হয় না, নিষ্কাম কঠিন সমস্যা,
তারা পূর্ণিমা বই চায় না অমাবস্যা ;
তাই ত তারা হ'যে আছে বিমান-বিহারী॥
স্বর্ণ বিষে সমজ্ঞান যার, সেই ত নির্ব্বিকার,
অভেদে ভেদ করে যে, তার যায় না যে বিকার,
এ যে বিচার-বুদ্ধি নয়কো স্বেচ্ছাচার ;
এ সমাচার জানে সেই এক ভাঙড়-ভিখারী॥

[প্রস্থান।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। [প্রবেশ পথ হইতে] জয়—হর-হর-শঙ্কর !

[ইন্দ্র ও শচী নন্দীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।]

ইন্দ্র। আজ সুরেন্দ্রের বৈজয়ন্ত-ধাম পবিত্র হ'ল স্বয়ং শিবানুচর নন্দীকেশ্বরের চরণস্পর্শে। আজ সহসা সুরেন্দ্রকে কৃতার্থ কর্‌বার হেতু ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে ?

নন্দী। আশুতোষের শুভ-আশিস্ সুরেন্দ্রকে দেবার জন্য।

ইন্দ্র। [অবনতমস্তকে] সাদরে সে শুভ-আশিস্ মস্তকে ধারণ ক'রে হতভাগ্য সুরেন্দ্র আজ নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে করল।

নন্দী। [সবিস্ময়ে] সুরেন্দ্র হতভাগ্য! সে কি! আবার কি তবে ত্রিদিবে অসুর-উৎপীড়ন দেখা দিয়েছে ?

ইন্দ্র। দেখা দেয় নি ব'লেই ত সৌভাগ্যের উল্লেখ করতে পারলাম না আজ।

নন্দী। ঠিক বুঝতে পারলাম না সুরপতির বাক্যার্থ। আমার প্রভু যে ত্রিপুর-উচ্ছেদ ক'রে, সুরপতিকে পুনঃ স্বর্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; তথাপি সুরপতির মুখে এ অতৃপ্তিকর কথা কেন ?

ইন্দ্র। [নিঃশব্দে অবনতমস্তকে রহিলেন]

নন্দী। হাঁ মা সুরেন্দ্রাণি, সুরেন্দ্রের এ খেদোক্তির কারণ ত কিছু বুঝতে পারলাম না ?

শচী। বাবা বিশ্বনাথের অকৃপাই একমাত্র সুরপতির মনোদুঃখের কারণ যে, বাবা!

নন্দী। [সমধিক বিস্ময়ে] বাবার অকৃপা! কাদের উপরে! তোমাদের উপরে! আরও সমস্যার মধ্যে ফেলে দিলে যে মা তুমি!

ইন্দ্র। আর কোন দুঃখই থাকত না, যদি সে সুখের আলোক মহেশ্বর আমাদের না দেখাতেন। যে চিরদিন অন্ধকারে বাস করে, তার সম্মুখে সহসা উজ্জ্বল আলোক ধ'রে কিছুক্ষণ পরে যদি সেই আলোক সরিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে সে আঁধারের জীব আর কি কখনও আঁধারে থাকতে ভালবাসে ? আজ বিশ্বনাথ যে, তাঁর এই চিরদাস সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই করেছেন। এ শুধু দুঃখ নয় আমার, পিতার উপর পুত্রের

এ দুর্জ্জয় অভিমান। সেই অভিমানের বশে আজ আরও বল্‌তে বাধ্য হব যে, চির-দারিদ্র্যের অনন্তসুখ আশুতোষ অনন্তকাল যাবৎ নিজেই উপভোগ ক'রে আস্‌ছেন; পাছে সেই অনন্ত সুখের অংশ আর কেউ অধিকার ক'রে নেয়, এই জন্যই তাঁর এই ত্রিপুর-বধ—আর এই জন্যই তাঁর এই দুর্ভাগ্য বাসবকে সেই সুখ হ'তে বঞ্চিত ক'রে এনে আবার এই স্বর্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। কি প্রয়োজন ছিল সেই বৈরাগ্যের আস্বাদ পাইয়ে পুনরায় এই ভোগের মধ্যে টেনে আনায়?

নন্দী। [সহাস্যে] এতক্ষণে বুঝ্‌লাম। হাঁ, এ অভিমান তোমরা কর্‌তে পার; তবে আমার মনে হয়, তোমাকে বোধ হয় সে অনন্তসুখে বঞ্চিত করাই বাবার উদ্দেশ্য নয়।

ইন্দ্র। তা ভিন্ন আর কি?

নন্দী। যে সন্তান চিরদিন ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হ'য়ে ভোগের আস্বাদে অভ্যস্ত, তাকে সহসা বৈরাগ্যের পথে এনে তার স্নেহান্ধ পিতার মনে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, তার পুত্র বুঝি তাতে দুঃখই অনুভব করেছে; তাই তাকে আবার ভোগের মধ্যে ফিরিয়ে এনে পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে, সে পুত্র তখন ভোগ চায়—না যথার্থই বৈরাগ্য চায়।

ইন্দ্র। [সানন্দে] শচি, শুন্‌ছ? তবে আর আমাদের ত নিরাশ হবার কারণ কিছু নাই? আমাদের স্নেহান্ধ পিতা আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন, আমরা স্বর্গ চাই—না রসাতল চাই, ঐশ্বর্য্য চাই—না বৈরাগ্য চাই। এস তবে, এখন হ'তে আমরা পরীক্ষা দিতে থাকি, উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লেই পরমপিতা আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌বেন।

শচী। ভয় হয় যে, নাথ! তিনি বড় ভোলা, যদি আবার আমাদের ভুলে যান্?

ইন্দ্র। [হতাশভাবে] তার আর কি উপায় আছে, শচি?

শচী। এক উপায় আছে।

ইন্দ্র। [সাগ্রহে] কি ?

শচী। একেবারে সেই ভোলানাথের কাছে গিয়ে প'ড়ে থাকা। সর্ব্বদা চোখের সামনে থাক্‌লে আর ভুলে যেতে পার্‌বেন না ; আর মাকেও অনেকদিন দেখি নাই, মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে।

ইন্দ্র। কিন্তু মনে থাকে যেন, পিতা হ'তেও মাতা বেশী স্নেহান্ধ। মাটীর খেলনা দিয়ে শিশু-সন্তানকে আবার মা-ই বেশী ভুলিয়ে রাখেন।

শচী। শিশু-সন্তানকে ; বেশী বয়সের সন্তানকে পারেন না।

ইন্দ্র। এ মা যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি। এ মায়ের কাছে আবার শিশু নয় কে, শচি ?

নন্দী। ভোলায়—ভোলায়, সত্য বলেছ, বাসব ! এ মা'র বড় ভোলান রোগ, কাছে থাকি, তবু তাঁর মায়া কাটাতে পারি না ; অনন্ত মায়া নিয়ে ব'সে থাকে বেটী, তাই নাম তার মহামায়া। এমন কর্ম্মও ক'রো না তোমরা—সে মায়ের ত্রিসীমা দিয়েও যেয়ো না যেন, তা হ'লে তাঁর অনন্ত মায়ায় প'ড়ে সব ভুলে যাবে – সব হারিয়ে ফেল্‌বে।

সত্যদেবের পুনঃ প্রবেশ।

সত্যদেব :—

গান।

সে যে মায়াময়ী মা।
তার মায়াতেই ছাওয়া আছে দু'চোখ দিয়ে দেখ্‌ছ যা॥
তার মায়া না হ'লে কায়া পেত কি এই ত্রিসংসার,
সে যে নিরাকারকে আকার দিয়ে ক'রেছে সাকার,
সে যে ব্রহ্মে কাঁদায়, ফাঁদে ফেলে কারেও কভু ছাড়ে না।
কত খেলা খেল্‌ছে সে যে ব'সে খেয়ালবশে,

দিবানিশি মেতে আছে কতই রঙ্গরসে,
কভু খাঁড়া নিয়ে দাঁড়ায় রণে, দিয়ে মড়ার বুকে পা॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। না শচি, সে খামখেয়ালি মায়ের কাছে গিয়ে কাজ নাই তবে। আমাদের এখানে যে খেলার ঘর গণ্ডী ক'রে দিয়ে রেখেছেন, সেই খেলার ঘরে ব'সেই খেলতে থাকি. আর পরীক্ষা দিই যে, আমরা সংসার-বিরাগী, উদাসীন বিশ্বেশ্বরের সন্তান। ইন্দ্রত্ব ঐশ্বর্য্যকে আমরা ধূলিকণার মত উড়িয়ে দিতে পারি—বিষয়-বিষকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে আমরা নীলকণ্ঠ নাম ধর্‌তে পারি, তা হ'লেই আমাদের এ মহাপরীক্ষা শেষ হবে; তখন বাবার বৈরাগ্য, মায়ের সন্ন্যাস আমরা জোর ক'রে কেড়ে নিতে পার্‌ব। পিতামাতার সম্পদের অধিকারী সন্তানই হ'য়ে থাকে। দেখ্‌ব তখন, এ কৈলাসের শ্মশান কেন, এই ত্রিসংসারের সকল শ্মশানই আমরা অধিকার কর্‌তে পারি কি না।

নন্দী। হাঁ বাসব, এইরূপ জোর করা চাই—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা চাই। বৈরাগ্যকে যদি একবার মনের মধ্যে শক্ত ক'রে বসাতে পার, তা হ'লে ভোগের সাধ্য কি যে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সুরেন্দ্র, সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী সাজ্‌লেই বিরাগী হওয়া যায় না, বরং ঐ বিষয়ের মধ্যে নির্লিপ্ত থেকে যে নিষ্কাম-কর্ম্ম ক'রে যেতে পারে, তাকেই প্রকৃত বিরাগী বলা যায়। যে কর্ম্ম নিয়ে তুমি এসেছ, অহিংস-ভাবে নিষ্কাম-হৃদয়ে সেই ধর্ম্ম পালন ক'রে যাও; দেখ্‌বে, আনন্দ তোমার হৃদয়ে পূর্ণ হ'য়ে আছে। জেনে রেখো, ত্যাগ মুখে নয়—মনে-প্রাণে; আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের আত্মা চিরশান্তির পথে দিন দিন অগ্রসর হোক। এখন আসি—বাসব, আসি—মা!

[প্রস্থান।

জয়ন্তকুমারের প্রবেশ।

জয়ন্ত। [অভিমানে, ক্রোধে ছল ছল নেত্রে আসিয়া নিঃশব্দে নতমস্তকে দাঁড়াইল।]

শচী। জয়ন্ত, কি হয়েছে, বাবা।

জয়ন্ত। জান্‌তে এসেছি—মাতা, আমরা স্বর্গের অধিপতি কি না। ত্রিদিবের সিংহাসনে কি পিতা শুধু কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় ব'সে থাক্‌তে চান্‌, না তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে চান্‌?

শচী। এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ, জয়ন্ত?

জয়ন্ত। দেবতাদের স্বেচ্ছাচার, ভ্রষ্টাচার সীমা অতিক্রম ক'রে ফেলেছে—তাদের দুর্নীতির বিষাক্ত গন্ধ আজ স্বর্গময় ছড়িয়ে পড়েছে, দু'দিন পরে স্বর্গ আর নরকে কোন পার্থক্য থাকবে না; পিতা সে সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন। স্বর্গের এই দুরবস্থা আমার চোখে একান্তই অসহ্য; পিতৃ-কর্ত্তব্যের এইরূপ ত্রুটী দেখে আমার আজ চোখ ফেটে জল এসেছে। [চক্ষে বস্ত্র দিল]

ইন্দ্র। জয়ন্ত, দেবতাদের অধঃপতন দেখে তোমার মন যেমন গ্লানিতে ভ'রে উঠেছে, তা হ'তেও বেশী গ্লানিতে ভ'রে উঠ্‌ল আমার মন আজ তোমার অধঃপতন দেখে। তোমার চক্ষুকে আগে নিজের দিকে ফেরাও—নিজের দোষগুলি আগে ধর্‌তে চেষ্টা কর, তার পর অন্যের দোষের সন্ধান করতে যেয়ো। যার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হ'তে পেরেছে, তার দৃষ্টি কখনও বহির্ম্মুখী হ'য়ে অন্যের দোষ দেখ্‌তে চায় না।

জয়ন্ত। আমি ত্রিদিবপতি ইন্দ্রের পুত্র; আমি কি অপর দেবতাদের দোষ বা ত্রুটী ধর্‌বার অধিকারী নই?

ইন্দ্র। তুমি 'ত্রিদিবপতি ইন্দ্রের পুত্র,' এই দম্ভ আর এই অহঙ্কারই

তোমাকে এ অন্ধকারে রেখেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই দম্ভ আর অহঙ্কার নিয়ে আজ আমার সম্মুখে ত্রিদিবপতির পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে তোমার একটুও লজ্জাবোধ কর্‌ছে না। শচি, বৈরাগ্যের পথে যেতে চেয়েছিলে এই পুত্র নিয়ে ? দম্ভের একটা পূর্ণমূর্ত্তি এই পুত্র আমাদের। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ত্রিপুরারি কেন আবার আমাদের স্বর্গে এনে রেখেছেন। বৈরাগ্যের অধিকার হ'তে আমরা অনেক দূরে প'ড়ে আছি। আজ জয়ন্তের হৃদয়ে যে তমোরাশি দেখা দিয়েছে, ও কি আমাদেরই প্রতিচ্ছবি নয় ?

জয়ন্ত। না—পিতা, সুরপতি বাসবের বিবেক-ধোয়া-হৃদয়ে দম্ভ-অহঙ্কারের স্থান নাই। সে স্ফটিকের মত শুভ্র - স্বচ্ছ, কোন একটা কালো দাগও তাতে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। জয়ন্তের হৃদয় যদি তারই প্রতিচ্ছবি হয়, তবে সেখানেও কোন দম্ভ বা অহঙ্কারের চিহ্ন নাই।

ইন্দ্র। তবে দেবতাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা না দেবার জন্য এত অভিমানের দুঃখ কিসের, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। সে অভিমানের দুঃখ আমার যথেষ্টই সঞ্চিত আছে, স্বীকার করি, পিতা ; কিন্তু সে কি দম্ভ ? দেবতাকে ভ্রষ্টাচার হ'তে নিবারণ না করবার যে ঔদাসীন্য পিতার, তা দেখে পুত্রের প্রাণে পিতার উপর যে স্বাভাবিক অভিমান প্রকাশ, সে কি পুত্রের দম্ভ বা অহঙ্কার ?

ইন্দ্র। হাঁ—জয়ন্ত, সে অভিমান তোমার দম্ভ আর অহঙ্কারে পূর্ণ। তুমি যেখানে পিতৃ-কর্ত্তব্যের অবহেলা দেখে দুঃখিত, আমি সেখানে তোমার দেবতাদের উপর প্রভুত্ব এবং একাধিপত্য প্রকাশের অভাবজনিত দুঃখ দেখে বিস্মিত। তোমার প্রাণে যদি প্রভুত্ব আর আধিপত্যের অহঙ্কার মাথা তুলে না দাঁড়াত, তা হ'লে সে আধিপত্যের অভাব দেখে আত্মাভিমান জেগে উঠ্‌ত না। তুমি কি পিতার কাছ থেকে আশা

কর নি যে, দেবতাদের ভ্রষ্টাচার হ'তে ফিরিয়ে আন্‌তে পিতার কঠোর রাজদণ্ড সেখানে অব্যাহতভাবে প্রযুক্ত হোক ?

জয়ন্ত। হাঁ—করেছি, পিতার কাছে প্রতি-মুহূর্ত্তেই সে আশা করেছি—এখনও করছি। রাজনীতি হিসাবে দমন-নীতি প্রয়োগ ত রাজার কর্ত্তব্যের বাইরে নয়। সে দমন-দণ্ড দুরাচারদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে, পিতা!

ইন্দ্র। রাজনীতির তালিকা ত কেবল দণ্ডনীতির দ্বারাই সুরগুরু পূর্ণ ক'রে রাখেন নি, জয়ন্ত! সে তালিকার প্রথম নীতিই যে, 'সাম' তার পর 'দান' তার পর 'দণ্ড' আর 'ভেদ' নীতির উল্লেখ; কিন্তু ভুলে ফেলে দিচ্ছ সে তালিকা থেকে 'সাম' আর 'দানকে'। তোমার জানা উচিত ছিল—পুত্র, রাজ্য-পালন সম্বন্ধে রাজার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্যই সাম আর দানের প্রয়োগ। সমুদ্রের শান্ত ভাবই সৃষ্টিরক্ষার অনুকূল-ভাব; কিন্তু প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস যখন ভৈরব-গর্জ্জনে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলে তাণ্ডব-নৃত্য করতে থাকে, তখন করে সে সৃষ্টি ধ্বংস। জগৎ-প্রাণ সমীরণ যখন শান্তভাবে ব'য়ে যায়, তখনই তার নাম জগৎ-প্রাণ, আর যখন সে ভীষণ ঝঞ্ঝা-মূর্ত্তিতে এসে দেখা দেয়, তখন হয় সে বিপ্লবের অগ্রদূত ভীম-প্রভঞ্জন। জয়ন্ত, তোমার দণ্ডনীতির দ্বারা স্বর্গরাজ্যে শান্তি আস্‌বে না আস্‌বে অশান্ত-মূর্ত্তিতে অরাজকতা। বুঝ্‌তে পেরেচ, তোমার আধিপত্যের দম্ভ তোমাকে তোমার অজ্ঞাতসারে কেমন ক'রে অন্ধকার ক'রে তুলেছে? বুঝ্‌তে পেরেছ, তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ?

জয়ন্ত। [শান্তভাবে বুঝিতে পারিয়া পিতৃ-পদতলে পতিত হইয়া খেদের সহিত] পিতা! পিতা!

ইন্দ্র। [সানন্দে জয়ন্তকে উঠাইয়া] সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম, পুত্র! আজ হ'তে দেবতাকে প্রকৃত দেবতা ক'রে গ'ড়ে তুল্‌বার পথ

তোমার সম্মুখে প্রশস্ত—বিস্তৃত। সে পথে যেতে হবে তোমাকে অহিংসা আর ধৈর্য্য নিয়ে ; সে পথ আলোকিত হবে তোমার সত্যের আলোকে ; তাদের শুদ্ধি করতে হবে, তোমার অজস্র করুণার ধারা ঢেলে দিয়ে ; তাদের হৃদয় থেকে হিংসা-দ্বেষের কাঁটাগাছ তুলে ফেলতে হবে—তোমাকে সাম্যের তরবারি দিয়ে. সেখানে বইয়ে দিতে হবে তোমাকে প্রেমের পূত-নব-মন্দাকিনী সৃষ্টি ক'রে। এই অহিংসা-অস্ত্রে যদি তাদের হৃদয়রাজ্য জয় করতে পার, তা হ'লে সেই বিজয়ের আনন্দ তোমার গর্ব্বের পরিবর্ত্তে ঐ ললাটে তখন গৌরবের টিকা পরিয়ে দেবে : হবে তখনই তুমি সার্থক—পাবে তখনই তুমি ইন্দ্রত্বের অধিকার—গা'বে তখনই অনন্তকণ্ঠে ত্রিলোক তোমার সুবিমল যশোগান।

জয়ন্ত। মা, পিতার কাছে আজ নব-জীবন পেয়েছি ; তুমি তাতে শক্তি-সঞ্চার ক'রে দাও—যাতে এই মহাসমরে অবিচলচিত্তে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারি।

শচী। শক্তি-সঞ্চার আর নূতন ক'রে দিতে হবে না, পুত্র ! সে শক্তি তোমাতে অপরিমিত রূপেই আছে। তবে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাও—যাতে পিতৃ উপদেশ তোমার জীবনে তুমি অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করতে পার।

জয়ন্ত। [মাতৃ-পদধূলি মস্তকে লইয়া] জীবনের যে অধ্যায় খুলে আজ পিতা পুত্রকে পাঠ দিয়ে দিলেন, পুস্তকের সে অধ্যায়ের পাঠ এতদিন পিতার কাছে পাই নি, মা ! অধিকারী না হ'লে যেমন বেদান্ত পাঠ নিষিদ্ধ, এ নব-বেদান্ত পাঠও আমার কাছে তেমনি নিষিদ্ধ। আজ সব চেয়ে আমার এ আনন্দই বেশী হয়েছে যে, গুরু আমাকে বেদান্ত পাঠের অধিকারী ব'লে জেনেছেন। [পিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া] পিতা ! গুরু ! ঈশ্বর ! আমার সমস্ত জীবনের

সমস্ত কার্য্যে তুমি সহায় হও—তুমি ভরসা হও—তুমি আদর্শ হও—তুমি আশ্রয় হও।

[প্রণামান্তে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ইন্দ্র। শচি, উপযুক্ত গুরু পেয়ে শিষ্যও যেমন আনন্দ লাভ করে, আবার উপযুক্ত শিষ্যলাভে গুরুও তেমনি বা তদধিক আনন্দ লাভ করে। উপযুক্ত এই শিষ্যলাভের আনন্দে আজ আমি যথার্থই বিভোর, আজ আর স্বর্গ-সিংহাসন আমাকে অতৃপ্তি দিতে পার্‌ছে না, আজ স্বর্গ-সিংহাসনকে মনে হচ্ছে, আমার গুরু-গৌরবের পবিত্র আসন। শচি, ভগবানের কাছে এস আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন এ আসনের গৌরব কোনদিন আমার দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয়। দুইজনে এস মিলিতভাবে তাঁর চরণে প্রণিপাত জানাই।

উভয়ে। [করযোড়ে] নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রুদ্ধ গৃহদ্বারের সম্মুখ

বিলোচন বিষণ্ণ ও চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মান।

বিলো। বায়ুহীন রুদ্ধ গৃহের অন্ধকারে আমার গয়চন্দ্র আজ রুদ্ধশ্বাস, একাকী সমস্ত রজনী বিনিদ্রনেত্রে দাঁড়িয়ে! গুরুদেবের বজ্র-আদেশ, হরিনাম পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কুমারের উপরে এই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা। আর আমি তার দণ্ডদাতা—স্বয়ং বিলোচন। দুরূহ রাজ-কর্ত্তব্যের

দায়িত্ব আজ আমাকে কী নির্ম্মম রাক্ষস ক'রে তুলেছে। হৃদয় আজ শুষ্ক মরুভূমি, সেখানে যে স্নেহ-মমতা কখনও ছিল, এমন চিহ্ন আজ নাই। মধ্যে মধ্যে এক-একটী তপ্ত-উচ্ছ্বাস আমার বুকের মধ্যে উঠে বুকটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তখনই ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাকে আমার এই কঠোর রাজ-কর্ত্তব্যের কথা, ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে তখনই আমার নয়নানন্দ গয়চন্দ্রকে টেনে এনে এই তপ্তবক্ষে চেপে ধর্‌তে আমার প্রসারিত বাহুযুগল। সমস্ত রাত্রি দাঁড়িয়ে আছি এই রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আমার উপবাসী ক্ষুধাতুর প্রাণ নিয়ে। শুক্রাচার্য্যের রক্তচক্ষু'টী জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় নিয়ত সেখানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমার কঠোর কর্ত্তব্যের কথা। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গয়চন্দ্রের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত হরিনাম-গাথা আমার দানব-চিত্তকে মুহূর্ত্তের তরে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল: তখনি আবার চম্‌কে উঠে আত্মস্থ হ'য়ে দাঁড়ালাম; কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় স্নেহমাখা কোমল মাতৃকোল—আর এ কোথায় নীরস, কর্কশ—ওঃ, ভাব্‌তে পারি না! [মুখ ঢাকিলেন]

হাস্যমুখে ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য-বেশে শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। [দেখিয়া] একি, দৈত্যপতির শুভমুখ ময়লা—চলখানি অচল—অচল অধম হস্তদ্বয়ের দ্বারা কথং অদ্য ঢাকিত হইয়া রহিয়াছে? অহং যে তাহাতে অতীব দুঃখিতং হইয়া উঠিতং।

বিলো। [বিরক্তভাবে] যাও—ভেদাচার্য্য, জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করি না আমি।

শনৈ। কথং—কথং?

বিলো। তুমি একজন ধূর্ত্ত যাদুকর, আমাকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করেছ, সত্য বল, তুমি কে?

শনৈ। বুঝিতে পারিয়াছি—তব অদ্যকার গ্রহ অতীব কুপিতং, সেই-জন্যই মুখ হইতে তব প্রলাপং নির্গতং হইতং।

বিলো। ধূর্ত্ত, তোমারই কথা বিশ্বাস ক'রে গুরু-আদেশ সত্য ব'লে মেনে, আজ আমার স্নেহের দুলালকে কোথায় রেখেছি জান? ওঃ—[যন্ত্রণা প্রকাশ]

শনৈ। জানিতং—জানিতং। গণনা মমস্তু ন অভ্রান্তং।

বিলো। সত্য বল—ধূর্ত্ত, গয়চন্দ্রকে এইরূপ দণ্ড দিবার আদেশ স্বয়ং শুক্রাচার্য্যের কি না?

শনৈ। নিশ্চয়ং—নিশ্চয়ং।

বিলো। আর সত্যই কি তুমি গণনা ক'রে দেখ্‌তে পেয়েছ, কুমারকে এইভাবে নির্যাতন কর্‌লে কুমার সেই হরিনাম পরিত্যাগ কর্‌বে?

শনৈ। মম গণনার উপর বিশেষ অনাস্থা স্থাপনপূর্ব্বক দৃশ্যতাং করিয়া যাউন, তাহা হইলেই সর্ব্বকার্য্যে সুমাধব নিশ্চয়িতং তব।

বিলো। বুঝি না তোমার জটিল ভাষা, ধূর্ত্ত। এখান থেকে এখন অন্যত্র যাও।

শনৈ। বহু কষ্টে এই উদ্ভট-ভাষা আমাকে অভ্যাসিতং করিতে হইয়াছে—বহু দন্ত ইহাতে ভাঙ্গিতং হইয়াছে।

বিলো। আঃ—কান ঝালা-পালা হ'য়ে গেল, দূর হও এখনি।

শনৈ। তব গ্রহের নিগ্রহ ফল না দেখিয়া ত আমার গম্যতাং হইতে পারিবে না।

বিলো। দেখ তবে পারে কি না [তরবারি নিষ্কাসন]

শনৈ। [চমকিয়া দূরে সরিয়া] গ্রহ কুপিতং—গ্রহ কুপিতং—

[প্রস্থান।

বিলো। কে এই দুগ্র্হের মত আমার স্কন্ধে এসে বসেছে—ছাড়ে না কিছুতেই? কী মন্ত্রবলে মুগ্ধ ক'রে যেন আমাকে দিয়ে এই সব অসম্ভব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। গণনায় অবিশ্বাস আসে না, সব মিলে যায়; তবু যেন মনে হয় ও যেন আমার একটা মহাশনি এসে জুটেছে। তাই ত রাত্রিও শেষ হ'য়ে এসেছে, কুমারেরও আর কোন সাড়া পাচ্ছি না; ঘুমিয়েছে কি? একবার দ্বারটা খুলে দেখ্‌ব? যদি দেখ্‌তে পাই যে, তার দুটী ছল ছল কাতর-চক্ষু আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে, তা হ'লে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ব কর্ত্তব্য আমার? ঐ—ঐ—আবার সেই সুকণ্ঠের অমিয়-উচ্ছ্বাস—[স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলেন]

নেপথ্যে রুদ্ধগৃহ হইতে গয়চন্দ্র গাহিতেছিল।

গান

আমায় কোলে তুলে নিতে আসিলে কি
আমার মনোমোহন।
আমি সারানিশি জেগে ব'সে আছি,
পাব ব'লে তব দরশন॥
এ জীবন মন দিয়েছি ঢালিয়ে তোমারি রাঙা পায়,
আমার পিপাসু পরাণ শুকায়ে গিয়েছে
তোমারি পিপাসায়,
তোমার অমিয়-পরশে শীতল করেছে—
আমার তাপিত এ জীবন॥

[গয়চন্দ্র গাহিতে গাহিতে যেন ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, শেষে সুরের রেশটুকু রাখিয়া কোন্ অদৃশ্য পথে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল, বিলোচন মুগ্ধপ্রাণে স্তব্ধভাবে নিঃশব্দে গয়চন্দ্রকে কোলে করিবার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে সুরের অনুসরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।]

প্রভাবতী ব্যাকুল, আলু-থালু বেশে গয়াসুরের স্বর শুনিতে শুনিতে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

প্রভা। কৈ—কৈ ? কোথায়—কোথায় ? এই যে এখনিই সুধা-কণ্ঠ হ'তে সুধাধারা ঝরছিল !

তৎক্ষণাৎ হতাশভাবে বিলোচনের পুনঃ প্রবেশ।

বিলো। [প্রবেশ পথ হইতে] কোথায় গেল ? কেমন ক'রে গেল ? রুদ্ধদ্বার খুলে দেখ্‌লাম, কেউ নাই সেখানে। [নিকটে আসিয়া সহসা প্রভাবতীকে দেখিয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন]

প্রভা। কাঁপ্‌ছ কেন, দেবর ? কি হয়েছে—ভয় কি ? তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি গয়কে, অভিভাবক যে তুমিই এখন তার, হরিনাম ছাড়াবার জন্যে তোমার ঘরে সারারাত আট্‌কে রেখেছ—তাতে কি হয়েছে ? খালি কোল ব'লে সারারাত্তির ঘুমুতে পারি নি, তাই রাত্তির শেষ হ'তে না-হ'তে ছুটে এসেছি এখানে ; এইবার দোর খুলে দাও, একবারটী কোলে ক'রে বাবার মুখে একটী চুমো খাই। ও কি, কথা নাই মুখে ! ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে মুখের চেহারা তোমার !

বিলো। [সভয়ে হতজ্ঞান ভাবে] আমি - আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী পায়ের নীচে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে। শূন্য গৃহ—কুমার নাই।

প্রভা। মিথ্যা কথা। এই যে এখনও গয়ের কণ্ঠ স্বরের শেষ-ঝঙ্কার আমার কানে লেগে রয়েছে। আমি শুন্‌তে চাই নে এসব কথা ; কোল থেকে কেড়ে এনেছিলে—আমার কোলে এনে দাও। গুরুদেবের আদেশ আমি মানব না, তারে হরিনাম ছাড়্‌তে দেব না। আমার হরিবোলা পাখীকে এনে দাও—আমি তাকে নিয়ে তোমার রাজ্য ছেড়ে

চ'লে যাই। আমি বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার পাখীর মুখে হরিনাম শুনে কাটিয়ে দেব। চায় না গয় তার পিতৃ-সিংহাসন, চায় না তার প্রাপ্য অধিকার। ভোগ কর তুমি নির্ব্বিঘ্নে আজীবন এই দানব-সাম্রাজ্য—তুমি এখনই আমার পুত্র এনে দাও।

বিলো। [কাতরভাবে] পারছি না—মহাদেবি, আজ তোমার তীব্র শেল সহ্য করতে। তার চেয়ে এই তরবারি দিচ্ছি, স্বহস্তে আমাকে হত্যা ক'রে ফেল ; নতুবা আজ তোমার বিশ্বাস—আমি মিথ্যাবাদী, এ তীব্র বিষ আজ দুই কান ভ'রে পান ক'রেও কেন জীবিত দাঁড়িয়ে আছি।

প্রভা। [দৃঢ়স্বরে] আমার পুত্র আমায় দেবে না ?

বিলো। [পদতলে পতিত হইয়া] বিশ্বাস কর—মহাদেবি, সত্যই কুমার নাই। আমাকে অনুসন্ধানের সময় দাও। আমি স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, পাতিপাতি ক'রে খুঁজ্‌ব ; যদি কোন দেব-চক্রান্ত হয়, তা হ'লে দেবতার দলকে আবার স্বর্গ হ'তে তাড়িয়ে রসাতলে পাঠাব। আমি চল্‌লাম—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌ব না।

[দ্রুত প্রস্থানোদ্যত]

তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতা জল্পনাসহ মহাকায় ও চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

জল্পনা। যেতে পার্‌বে না, স্থির হ'য়ে দাঁড়াও—রাজত্বের আস্বাদ মিটিয়ে দি। আগে বল—দস্যু, আমার ভ্রাতা গয় কোথায় ? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে—কিম্বা কোন্ জল্লাদ দিয়ে তাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছ ?

মহা। আগে এনে দিন্—দৈত্যপতি, আমাদের রাজপুত্রকে, কেন আজ মহারাণী তাঁর পুত্রের জন্য দৈত্যপতির নিকট ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন ?

চন্দ্র। আজ চন্দ্রচূড় তার পিতাকে চিনে নেবার সুযোগ পেয়েছে—পিতৃ-কলঙ্ক সংসার হ'তে মুছে ফেল্‌বার জন্য আজ সে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। আজ সে তার দস্যু-পিতার অস্তিত্ব নিঃশেষ ক'রে, জগতের মন থেকে তার বিষাক্ত স্মৃতি লোপ ক'রে দিতে চায়।

[বিলোচন স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন]

প্রভা। হায়! আমি যে একদিন বুদ্ধির দোষে তোদের উদ্যত তরবারির মুখ থেকে বিলোচনকে রক্ষা ক'রে হাতে ধ'রে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিলাম, তাই ত আজ আমার এই মহা সর্ব্বনাশ! কে জান্‌ত আগে আমার সরল-চিত্ত দেবরের মনে এমন ঘোর দুরভিসন্ধির বাসা বেঁধে ছিল!

জল্পনা। তোমার দিকে আজ চাইতেও ইচ্ছা হচ্ছে না, মহারাণি! তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল তুমি আজ হাড়ে-হাড়েই ভোগ কর্‌ছ। কর, আরও কর—আরও জ্বল—আরও পোড়।

মহা। দৈত্যপতি, নিঃশব্দে থাক্‌লে চল্‌বে না, রাজপুত্রকে এই মুহূর্ত্তেই আমরা চাই।

বিলো। রাজপুত্রকে আমিও চাই, আমার দুলাল সে—আমার নয়ন-রঞ্জন সে—আমি তার সন্ধানেই ছুটে যাচ্ছিলাম, তোমরা বাধা দিয়েছ—আমার সময় নষ্ট কর্‌ছ। হয় বাধা না দিয়ে স'রে দাঁড়াও—নতুবা আমি এখনও সম্রাট্, আমার ইঙ্গিতে দানব-সৈন্য এসে ছেয়ে ফেল্‌তে পারে তোমাদের; কিন্তু আজ তার প্রয়োজন বোধ কর্‌ছি নে। তুমি সেনাপতি, সম্রাটের আদেশ পালনে বাধ্য তুমি; যাও—এই মুহূর্ত্তেরাজপুত্রের সন্ধানে ছুটে যাও।

মহা। চমৎকার প্রলাপ! বল কোথায় রাজপুত্র?

জল্পনা। এ জ্বালাময়ী জল্পনা এখনও অপেক্ষা কর্‌ছে কেন, জান?

আগে তার ভাইকে সশরীরে দেখ্‌তে চায়, তার পর রাজ-সিংহাসনের ব্যবস্থা সে নিজ হাতে ক'রে যাবে।

বিলো। রাজ-সিংহাসনের জন্য আর চিন্তা নাই, মা! যার জন্য রাজ-সিংহাসন রক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তাকেই যখন হারালাম, তখন আমার সিংহাসনে আর প্রয়োজন নাই। এই আমি আমার রাজমুকুট মহারাণীর পদতলে খুলে রাখ্‌লাম--এই রাজদণ্ড পরিত্যাগ করলাম। [মুকুট এবং রাজদণ্ড প্রভাবতীর পদতলে রাখিয়া] আর আমি এখন সম্রাট্‌ নই, এখন তোমরা আমায় ইচ্ছামত দণ্ড দিতে পার; আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত। শেষ বক্তব্য আমার এই, যদি কখনও রাজপুত্রকে খুঁজে পাও, তা হ'লে তাকেই এনে সিংহাসনে বসিয়ে তোমরা তার রাজ্য রক্ষা ক'রো।

জয়না। চমৎকার অভিনয়! এখন তা হ'লে কি বুঝ্‌তে হবে যে, আমাদের রাজপুত্র নাই? তুমি তাকে গুপ্তহত্যায় নিঃশেষ করেছ?

মহা। এ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? কিছুক্ষণ আগেও যার কণ্ঠস্বর ঐ রুদ্ধগৃহ হ'তে নির্গত হয়েছে, পরক্ষণেই তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'ল!

বিলো। আর কিছু বল্‌বার আমার নাই। আমি এখন বিদায় হ'তে পারি বোধ হয়? [গমনোদ্যত]

চন্দ্র। [সম্মুখে নিষ্কাশিত অসি ধরিয়া] না, আগে অস্তিত্ব বিলুপ্ত ক'রে দি—যাতে ঐ কলঙ্কিত মূর্ত্তি পুত্রের চক্ষে আর কখনও না পড়্‌তে পারে।

প্রভা। [অস্ত্র ধরিয়া বাধা দিয়া] না, নিরস্ত হও, চন্দ্রচূড়! পিতৃ হত্যার মহাপাপে এমন পবিত্র জীবন কলুষিত করতে পার্‌বে না!

চন্দ্র। তবে পুত্রকে আত্মহত্যা করতে দাও, মহারাণি! আমার বেদনা কোথায়—আমার যন্ত্রণা কোথায়, যদি মহারাণী বুঝে থাকেন, তবে দ্বিতীয় পথে আমায় বাধা দেবেন না। এখন আমার এই দুই পথ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

বিলো। হাঁ মহাদেবি, পুত্রের এখন এই দুই পথ, হয় পিতৃহত্যা—না হয় আত্মহত্যা; নতুবা পিতৃ-কলঙ্কের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার অন্য উপায় নাই পুত্রের।

প্রভা। না, তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমার গয় বেঁচে আছে; তাকে নাশ করতে কেউ পারবে না। যে তাকে দেখা দিয়ে পাগল করেছে—যাঁর নামে গয় আমার পাগল হ'য়ে উঠেছে, এতক্ষণে আমার স্থিরবিশ্বাস হয়েছে, সেই পাগল-করা হরিই আমার গয়কে তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন।

মহা। এ কি বলছেন, মহারাণি।

জননা। উন্মাদিনীর ঐ উন্মাদ-বিশ্বাস!

চন্দ্র। মহারাণি, সহসা এ বিশ্বাস হবার কারণ?

প্রভা। আমার কানে দৈববাণী এসেছে। চোখের উপর আমি গয়চাঁদের স্পষ্ট মূর্ত্তি দেখ্ছি, বাবা আমার কাছে বিদায় চাইছে। সে তার সাধনা করতে যাচ্ছে; মায়ের আজ্ঞা ভিন্ন তার তপস্যা সিদ্ধ হবে না, আমি অনুমতি দিয়েছি। ঐ যে বাবা হাস্তে হাস্তে হরিনাম বল্তে বল্তে চ'লে যাচ্ছে। ঐ যে—দূরে—আরও দূরে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে। আমিও যাব—পাছে পাছে যাব, তার হরি-সাধনা দেখ্ব। ঐ— ঐ—অদৃশ্য হ'ল। আমি চল্লাম—কল্পনাকে একা রেখে চল্লাম, দেখো তাকে, দেবর!

[উধাও হইয়া প্রস্থান।

জন্মনা। যাক্, উন্মাদিনীর স্থান এখানে নয়; কিন্তু কি করতে এখানে এসেছিলে—দাদা, মনে আছে?

চন্দ্র। যে কাজের জন্য এসেছিলাম আমি, তা ত আমার হ'য়ে গেছে, ভগিনি!

জন্মনা। কি বল্ছ? তোমারও কি মাথা খারাপ হচ্ছে?

চন্দ্র। না, মাথা খারাপ হয়েছিল; এখন মাথা ঠিক হয়েছে, সেই ঠিক মাথায় আজ আমার পিতাকে চিন্‌বার শক্তি এসেছে, আমি পিতা চিনে নিয়েছি!

জন্মনা। [বিরক্তভাবে] সেনাপতি!

মহা। কর্ত্তব্য যে খুঁজে পাচ্ছি না, রাজকন্যা। রাজপুত্র যদি বেঁচেই থাকেন, আর দৈত্যপতি যখন নিজেই রাজ্যভার ত্যাগ করলেন, তখন আমাদের আর কি কর্ত্তব্য বাকি থাকল?

জন্মনা। রাজপুত্র বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস কিসে হ'ল, সেনাপতি!

মহা। মহারাণীর কথা শুনে—দেবীবাক্যে কখনও অবিশ্বাস করি নাই জীবনে।

জন্মনা। মহারাণী যে পুত্রশোকে উন্মাদিনী! তাঁর সেই প্রলাপের উপর বিশ্বাস করতে হবে?

মহা। উন্মাদিনী মহারাণী নন্—রাজকুমারি, উন্মাদ আমরাই।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রা। হাঁ, উন্মাদ তোমরাই; নতুবা আজ তোমাদের প্রকৃত সম্রাট্‌কে রাজপুত্রের মিথ্যা হত্যাপরাধে অপরাধী ক'রে তাঁকে আজ সিংহাসন থেকে নামাতে আস্‌বে কেন? আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, রাজপুত্র বনের মধ্যে একাকী বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার মুখে

চারণাম শুনে, বিরক্তিতে আর তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করলাম না। বিলোচন, বালককে সংশোধন করতে পার্‌লে না? তোমার আন্তরিক স্নেহান্ধতাই কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠেছে, তারই ফল হাতে হাতেই পেয়েছ আজ।

বিলো। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ত্রিপুর-সিংহাসনের অযোগ্য।

শুক্রা। সুযোগ্য ব'লেই সিংহাসনে বসিয়েছিলাম; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সত্যসত্যই শুক্রাচার্য্য একটা মহাভুল ক'রে ফেলেছে।

বিলো। আমায় অযোগ্য ক'রে ফেলেছিল সেই বালকের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত—

শুক্রা। হরিগুণ-গান, না? হা মূর্খ, এতদূর অধঃপতন তোমার? ত্রিপুর-কান্ত বিলোচন আজ হরিগুণগানে মুগ্ধ। ওঃ - এও আজ শুন্‌তে হ'ল। রাজকন্যা জল্পনা, তুমি তোমার অন্ধ উত্তেজনা নিয়ে যতদূর রাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে হয়—করেছ; এখন ভাইয়ের সিংহাসন স্থির রাখ্‌তে চাও— না রাজ্যে এইরূপ অশান্তি ছড়িয়ে বেড়াতে চাও?

জল্পনা। আমি আগে আমার ভাইকে চাই, সিংহাসনের ব্যবস্থা তার পর।

শুক্রা। ভাইকেই যদি চাও, তবে এতক্ষণ ভাইয়ের সন্ধান না ক'রে এখানে এসে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছ কেন? পিতৃব্যের উপর তোমার বিদ্বেষকে এতটা বাড়িয়ে তুলেছ যে, ভ্রাতৃহত্যার মিথ্যা-সংশয় সেই পিতৃব্যের স্কন্ধেই দিয়ে তাকে অপমান, লাঞ্ছনা করতে আজ কিছুমাত্র বাকি রাখ নাই। সে বিদ্বেষের বশে ভাই জীবিত—না মৃত, সে সন্ধান নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করি নি। আর চন্দ্রচূড, তরল-মস্তিষ্ক উদ্ধত যুবক, আজ পিতাকে চিন্‌তে পেরেছ? পিতৃরক্তে

অবগাহন করতে পারলে না? ঐ নির্ব্বোধ সেনাপতিকে সহায় ক'রে ছুটে এসেছিলে পিতৃহত্যা করতে, না?

জল্পনা। [রুদ্ধক্রোধে] উঃ—এসব তিরস্কার-বাক্য উচ্চারণ করা শুক্রাচার্য্যের আজ নিতান্তই অন্যায় হচ্ছে। চ'লে এস দাদা, চলে এস—সেনাপতি।

শুক্রা। [আরক্ত চক্ষে] এক পদও কেউ এখান থেকে নড়তে পাবে না; জড়পুত্তলির মত দাঁড়িয়ে থাক সব।

জল্পনা। ও রক্তচক্ষু দেখে ভয় করবে না এ ত্রিপুর-কন্যা জল্পনা।

শুক্রা। [বজ্রনির্ঘোষে] স্তব্ধ হও, উদ্ধত মুখরা। [বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জল্পনার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জল্পনা সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ক্রমশঃ কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্ন হইয়া জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল] এ রক্তচক্ষু দেখে ভয় করে না ত্রিপুর-কন্যা? এতদিন ক্ষমা ক'রে গিয়েছি, তাই শুক্রাচার্য্যের এ দৃষ্টি কখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নি। চ'লে যাও এখনই এখান থেকে তুমি। [সেই ভাবে জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। জল্পনা তাঁহার দিকে সভয় অপলক দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কিঞ্চিৎ পরে] বিলোচন, এখন কি করতে চাও? রাজ-সিংহাসনে আর তুমি বসবে না, জানি

বিলো। আমাকে বিদায় দিন, গুরুদেব। আমি আমার প্রাণের দুলাল নয়নানন্দ গয়চাঁদের সন্ধানে যাব। যার জন্যে সিংহাসন রেখে ছিলাম, তাকে আবার এখন সেই শূন্য সিংহাসনে বসাব—এই আমার ইচ্ছা।

শুক্রা। উত্তম, বাধা নাই, কর্ত্তব্য এখন তোমার একমাত্র তাই।

বিলো। [পদধূলি লইয়া] বিদায়।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শুক্রা। যাও, গয়াসুরকে কোনদিন আন্‌তে পার ত, সে এক তুমিই পার্‌বে। চন্দ্রচূড়, পিতার শূন্য-সিংহাসন এখন তোমার, কোন আপত্তি ক'রো না; গয়াসুর ফিরে না আসা পর্য্যন্ত পিতৃ-সিংহাসনে ব'সে নিজ পিতৃবিদ্বেষ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর; কিন্তু তরল-মস্তিষ্ক তুমি—খুব সাবধান, পিতৃ-কর্ত্তব্য স্মরণ রেখে চ'লো। [মুকুট লইয়া] যে হস্তে একদিন তোমার পিতৃশিরে এই রাজ-মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম সেই হস্তেই আজ আবার সেই মুকুট তার পুত্রের মস্তকে পরিয়ে দিলাম; মর্য্যাদা রক্ষা করতে ভুলো না যেন। [মুকুট পরাইয়া] সেনাপতি মহাকায়, যুবরাজের যৌবরাজ্য রক্ষার প্রধান সহায় হ'য়ে স্ব-কর্ত্তব্য পালন কর্‌বে। চল তোমরা এখন রাজসভায়।

[চন্দ্রচূড়ের দক্ষিণ বাহু ধরিয়া সেনাপতিসহ প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্বর্গপথ

নৃত্যগীতরত মোহ ও মদের প্রবেশ।

মোহ, মদ।—

গান।

ঝিম্ ঝিমে নয়—ঝম ঝম্ ঝম্
রম্ রমা রম্ ফুর্ত্তি।
জম্‌জমিয়ে রেখে যাব, ধ'রে কোকিল-বাটা সুরটী॥
মোরা ঘোর নেশাতে বিভোর ক'রে,
নিয়ে বেড়াই কানটী ধ'রে,
মোরা সুধা ফেলে বিষ ঢেলে দি ক'রে বাটি ভর্ত্তি॥
মোরা, ভেল্‌কি দিয়ে ভেল্‌কি খাটী
দি না কারে বুঝ্‌তে,
যতই মজাই ততই সবাই
মজাই চায় যে খুঁজ্‌তে,
মোরা রং বে-রংয়ের সং সেজে গো—
ধরি হরেক রকম মুর্ত্তি॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ-বন

বরুণ, পবন, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ আসীন।

বরুণ। সুরপতির সঙ্গে দলাদলি বাধিয়ে এখন যেন আমরা একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি, কি বল হে সব?

পবন। সে আর বল্‌তে? এখন আমরা স্বাধীন, যা খুশি তাই ক'রে বেড়াতে পার্‌ছি, কারও তোয়াক্কা রাখি না।

হুতা। যা বলেছ—সমীরণ, সুরপতির সেই একঘেয়ে আধ্যাত্মিক বক্তৃতা শুনে শুনে আর বিরক্ত হ'তে হয় না। এ কেমন যেন ফূর্তিতে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ঘরে ঘুমিয়ে থাক্‌লেও অপ্সরাদের সুধা-কণ্ঠের ঝঙ্কারগুলি যেন কানের ভেতর গুঞ্জন কর্‌তে থাকে! বাঁচা গেছে বাবা বাঁচা গেছে!

বরুণ। শ্রীমান্‌ও আর ফণা তুলে ছোবল্‌ মার্‌তে এ-মুখো আসে না।

পবন। বিষদাঁত সেদিন দস্তুরমত ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

হুতা। এ চড়ে পাকা বদ্দুর হ'তে হয়! ছোঁড়ার কথাগুলো যেন বিষ মাখা শলার মত কানে বিঁধ্‌ত।

বরুণ। এ স্বাধীনতার পথ সাফ ক'রে দিয়ে গিয়েছে কিন্তু; আমাদের শনি-খুড়ো এসে।

পবন। ঐ জন্যই ত খুড়োকে অস্পৃশ্য-দল থেকে টেনে এনে আমাদের দলে মেশান হয়েছিল। ওরূপ ছুঁৎমার্গ নিয়ে খুৎ খুৎ ক'রে ব'সে থাকলে কি আর এখন আমাদের চলে? এখন হচ্ছে সাম্য-নীতির দিন।

হুতা। খুড়ো বোধ হয়, ওদিকেও একটা কিছু ক'রে তুলেছেই। বোকা দানবগুলো খুড়োর দৃষ্টিতে একবার পড়লে কি আর স'রে যাবার যো আছে?

হাস্যমুখে শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনৈ। এই যে গো বাপ্‌ধনরা, খুড়ো তোমাদের ইয়ে হয়েছে—স্বশরীরেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন।

অন্যান্য সকলে। [মহোল্লাসে] আরে খুড়ো যে—খুড়ো যে! কী মজা—কী মজা!

শনৈ। এখন নিশ্চিন্তপ্রাণে, স্বচ্ছন্দচিত্তে, সুস্থ শরীরে একেবারে ইয়ে হয়েছে— মজার ধূমকেত্র লাগিয়ে দিতে পার; কে বাধা দেবে?

বরুণ। দানব-রাজ্যের খবরটা?

শনৈ। তাদের ঠিক্ ক'রে দিয়ে এসেছি। ইয়ে হয়েছে—আর মাথা তুলে স্বর্গমুখে তাকাবার ফুরসৎ তাদের নাই—বুঝ্‌তে পারছ? সু-দৃষ্টি পড়লে ইয়ে হয়েছে—যা হয়। ঘর সাম্‌লানই তাদের এখন দায়, তবে ইয়ে হয়েছে—

পবন। [সহাস্যে] সেখানে গিয়েও খুড়োর এ মুদ্রাদোষটা কি এইরূপই চলেছে?

শনৈ। না, বড় সাম্‌লে চল্‌তে হ'ত। সেখানে ভেদানন্দ

গ্রহাচার্য্য সাজ্‌তে হয়েছিল কিনা, তাই ইয়ে হয়েছে—এই মুদ্রা-দোষটাকে কণ্ঠ মধ্যেই মাথাচাপা দিয়ে তবীল ক'রে রাখ্‌তে হয়েছিল ; তা ইয়ে হয়েছে— কাজেই অনেকগুলি জ'মে গিয়েছে, এখন সেগুলিকে ইয়ে হয়েছে—তবীল থেকে খালি না কর্‌লে ইয়ে হয়েছে—বেশ ইয়ে হবে না ত ?

হুতা। [হাসিয়া] তা ইয়ে ক'রে ফেল না, কে মানা কর্‌ছে ?

শনৈ। আহা, তোমরা না হ'লে ইয়ে হয়েছে—এ খুড়োর কথা আর কেউ বোঝে ? এখানকার মত একচেটে অধিকার ইয়ে হয়েছে—আর কোথাও গিয়ে কি খুড়োর মিল্‌বে ? কথায় বলে না—ইয়ে হয়েছে—"স্বদেশ স্বদেশ।" এখানে যেমন ইয়ে হয়েছে—আমি কি ইয়ে হ'য়ে আছি, অন্যত্রের বেরসিকগুলো কি ইয়ে হয়েছে—আমার রসের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে ?

বরুণ। এ যে খুড়ো তোমারই হাতে গড়া দল, তুমি নইলে কি এই স্বর্গনগরে আজ আমরা দল বেঁধে ঢুক্‌তে পার্‌তাম ? তোমার গুণের সীমা নাই—খুড়ো, সীমা নাই। তোমার কি যে এক প্রকারের গুণ— যে দিকে যাবে, সেইদিকেই তোমার জয় জয়াকার !

শনৈ। আহা, ভালবাস—ভালবাস তোমরা, তাই ত ইয়ে হয়েছে—দুটো-চারটে বাক্যি ঝেড়ে তোমাদের মনস্তুষ্টি করি ? খুড়োর মনের মধ্যে ত ইয়ে হয়েছে—এ দুটি জিনিষই আছে—বাক্যি আর শুভদৃষ্টি।

পবন। ভাল কথা—খুড়ো, আসল কথাটাই শোনা হ'ল না ! গয়াসুরের অবস্থা ?

শনৈ। তিনি ঘর ছেড়ে লম্বা দিয়েছেন, একবার ইয়ে হয়েছে—বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটিকে নাড়্‌তে-চাড়্‌তে, সেই মামুলী মামুলী চিরকাল পিতা পিতামহেরা ইয়ে হয়েছে—যা ক'রে এসেছে।

হুতা। দেবর্ষির কথা তা হ'লে মিথ্যা নয়? এখন থেকে ত চেষ্টা দেখ্‌তে হয় আমাদের?

শনৈ। হাঁ, ওটা ইয়ে হয়েছে—তোমাদেরই কাজ, বাবা! ও ছেলে-পিলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করা ইয়ে হয়েছে—তোমাদেরই অভ্যাস আছে।

বরুণ। আজই তার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে আমাদের।

পবন। একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা তুলে কোথায় উড়িয়ে দেব বাছাধনকে!

তৎক্ষণাৎ জয়ন্তকুমারের প্রবেশ।

জয়ন্ত। পার্‌বেন না ঝড় তুলে তাকে উড়িয়ে ফেল্‌তে কখনও, প্রভঞ্জন! সে যে অক্ষয়-বটের চারা, স্বয়ং নারায়ণ তার শ্যামছায়া-তলে ব'সে বিশ্রাম কর্‌বেন ব'লে সে চারা তিনি স্বহস্তে এনে রোপণ করেছেন প্রকৃতির উদ্যানে।

[সকলেই বিরক্তভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল]

পবন। [বিরক্তভাবে] আমাদের এই নিভৃত, নিজস্ব সম্মেলন সমিতিতে সহসা কুমারের এই অনধিকার প্রবেশের কারণ?

জয়ন্ত। এসেছি আজ পিতার আদেশে আপনাদের কাছে পরীক্ষা দিতে; দয়া ক'রে সেই পরীক্ষা গ্রহণ করুন্ আমার।

পবন। ব্যঙ্গ কর্‌ছ, কুমার? এখানে তুমি কি পরীক্ষা দেবে?

শনৈ। তা হয়ে হয়েছে—পরীক্ষাগারটা ভালই নির্ব্বাচিত হয়েছে; অপ্সরাদের কলকণ্ঠতানে আর নূপুরের ঝঙ্কারে ইয়ে হয়েছে—পরীক্ষার একাগ্রতা বেশ সহজেই আস্‌বে।

পবন। স্থানান্তরে যাও, কুমার; এটা তোমার পরীক্ষাগার নয়।

জয়ন্ত। [বিনয়াবনতভাবে] না সমীরণ, এইটাই আমার পরীক্ষাগার, দয়া ক'রে পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

শনৈ। পাঠ্যপুস্তক বুঝি সঙ্গীত-লহরী ?

জয়ন্ত। আজ্ঞে না, পাঠ্যপুস্তক আমি কণ্ঠস্থ ক'রে এসেছি ; নাম তার—সুনীতি পাঠ, সাম্যসন্দর্ভ, সত্যসোপান, মৈত্রীমুঞ্জরী, বিনয়মুকুল, আর শান্তিসার। পরীক্ষার নাম—প্রবেশিকা, শিক্ষক স্বয়ং পিতা, পরীক্ষক এই সুবিখ্যাত দিক্‌পালগণ।

হুতা। সে দম্ভ, তেজ আজ কোথায় রেখে এসেছ, কুমার ?

জয়ন্ত। আজ আমি ছাত্র, সেদিন ছিলাম নিরক্ষর মূর্খ। আজ আমি আপনাদের পতিত অবনত ছাত্র জয়ন্ত। [কৃতাঞ্জলি]

শনৈ। তা হ'য়ে হয়েছে—যেরূপভাবে দাঁড়াবার কায়দা, তাতে ক'রে হ'য়ে হয়েছে—খাঁটী চৌপাড়ীর গুরু মশায়ের সামনে যেন ছাত্ররূপে রাম-কার্ত্তিক দাঁড়িয়ে আছেন।

বরুণ। তোমার এ নূতন রকমের দেখা দেবার সত্যি কারণটা কি, বল্‌তে পার, কুমার ? আমাদের এখন ঢং দেখ্‌বার সময় নেই—প্রথমতঃ —প্রথমতঃ অপ্সরাদের নৃত্যগীত এখনই সুরু হবে, তার পর গয়াসুর ছোঁড়াটার সন্ধানে শুভযাত্রা কর্‌তে হবে।

জয়ন্ত। [বিনীতভাবে] এ দুটী ব্যাপারই আপনারা যাতে আর না করেন, সেই অনুরোধ কর্‌তেই এসেছি আমি। করযোড়ে অনুনয় কর্‌ছি, ক্ষান্ত হ'ন্ দেবতাদের এই নিন্দিত কার্য্য হ'তে ; ভেবে দেখুন—আপনারা কে। স্বেচ্ছায় নষ্ট ক'রে ফেল্‌বেন না বহু তপস্যালব্ধ আপনাদের এমন সত্যসুন্দর চান্দ্রকৌমুদীর মত সত্ত্বগুণরাশি—এমন শারদ-সুনীল স্বচ্ছ আকাশে সাধ ক'রে টেনে আন্‌বেন না, একটা সান্দ্র-তমসাচ্ছন্ন অমানিশার ঝঞ্ঝা-বিজড়িত বিদ্যুজ্জ্বালাময় ভীষণ ঘনঘটাকে—এমন নন্দনবন পরিশোভিত, সুখ-শান্তি বিরাজিত স্বর্গ-নিকেতনে ডেকে আন্‌বেন না পূতি-গন্ধময় বীভৎস রৌরবের কৃমিমিশ্র কুম্ভীপাককে।

শনৈ। তা ইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ যে একেবারে বাক্যের খাতা খুলে বস্‌লে? উচ্ছ্বাস যে আর থামে না, শ্বাস রোধ হবার গতিক হ'য়ে উঠ্‌ল যে?

জয়ন্ত। না, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। এই মাত্র আমার শেষ প্রার্থনা, একবার আপনারা আত্মস্থ হ'ন্—প্রকৃতিস্থ হ'ন্, ধ্যানস্থ হ'য়ে একবার দিব্যদৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন, কোথায় ছিলেন আপনারা—আর নেমে এসেছেন কোথায়! কী ছিলেন, আর হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন আজ কী!

শনৈ। আচ্ছা, এখন ইয়ে হয়েছে—একটু অন্তরালে স'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে আজ্ঞা হয়; আমরা ইয়ে হয়েছে—কিরূপ ইয়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।

বরুণ। যাও—কুমার, আমাদের সময়ের দাম অনেক।

পবন। হাঁ, তুমি অনেকটা সময় আমাদের নষ্ট ক'রে দিয়েছ!

হুতা। আর দাঁড়িয়ে থেকো না; পরীক্ষা ত শেষ হ'য়ে গেছে, আর কেন?

জয়ন্ত। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] না, আর বিলম্ব কর্‌ছি নে; কিন্তু—কিন্তু আজ দিক্‌পালগণের এই পরিণতি দেখে আমার দুই চক্ষু ফেটে জল—

[চক্ষু ঢাকিয়া প্রস্থান।

শনৈ। একটু বর্ষণও হ'য়ে গেল যে? ইয়ে হয়েছে—হ'ল একরূপ মন্দ নয়; গরমে নরমে—নরমে গরমে সব রকমই দেখে নিলে, আর কখনও আস্‌বে না। নাও, এখন ইয়ে হয়েছে—একবার ডাকাও, খুড়ো যে তোমাদের অনেক দিন হ'তেই কানদুটো শুষ্ক মরুভূমি ক'রে ব'সে আছে!

পবন। এখনি এসে উপস্থিত হবে—চিন্তা নাই।

বরুণ। উৎসবান্তেই তা হ'লে ময়াসুরের পেছু লাগ্‌তে হবে।

হুতা। নিশ্চয়ই, তার আবার কথা! খুড়ো কি তা হ'লে একা-একাই এখন ব'সে ব'সে মজা লুটবে, না দৈত্যরাজ্য মুখো হবে?

শনৈ। হ্যাঁ, ইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ চন্দ্রচূড় এখন যুবরাজ, তার দিকে একবার শুভদৃষ্টি না করলে চল্‌বে কেন? তবে ইয়ে হয়েছে—সেই কানা শুক্রুরটা রাজ্যে থাকতে নয়। ঐযে পরীর দল এসে হাজির।

অপ্সরাগণের প্রবেশ ও অভিবাদন।

ইয়ে হয়েছে—অনেকদিন ও রসে বঞ্চিত আছি, একবার বেশ ক'রে ইয়ে ক'রে ফেল ত দেখি, চাঁদবদনীরা!

অপ্সরাগণ।—

নৃত্যগীত।

ঘুম ভাঙালে নিঝুম রাতে ওগো সেদিন
শীতল পরশ দিয়ে।
মদিরা-জড়িত ঢলু ঢলু আঁখি—
খুলে, চমকি উঠিনু কাঁপিয়ে॥
সরমে মরিনু মরমে দহিনু অলস নয়নে,
কি যেন চাহিনু কি যেন কহিনু আঁধারে শায়িত শয়নে,
মুখে মৃদু হাস আর আধ ভাষ,
আমার মুখখান দিলে গো চুমিয়ে॥
সে দিন হইতে রাতি গো বসিয়ে সারা নিশি একা জাগিয়া,
আর সে এল না দেখা ত দিল না গেল না এ মুখ চুমিয়া,
আমার যতনে রচিত কুসুম-শয়ন সেদিন হইতে
আমি, নিতুই রাখি যে পাতিয়ে॥

পবন। কেমন বুঝ্‌ছ, খুড়ো?

শনৈ। অনেক উন্নতি, তোমাদের সংসর্গে এসে ইয়ে হয়েছে—এদের মামুলী ধরণের গানগুলো বদ্‌লে গেছে। তা বেশ বেশ, সুখী

হ'লাম—সুখী হ'লাম, ইয়ে হয়েছে—আরও একটু নূতন ধরণের বোল-চাল দেওয়া একখানা "অভিসার" গান হ'ক্; যাতে ইয়ে হয়েছে—বর্ত্তমান সভ্যযুবকগণ মজ্‌গুল হ'য়ে যেতে পারেন।

অপ্সরাগণ :—

পুনঃ নৃত্যগীত।

ভাদর-রাতের বাদল ধরায়
কেন উড় উড় করে প্রাণটী।
পাগল হাওয়ায় ভাসিয়ে আনে বল—
কার বাঁশরীর তানটি॥
অমনি আগল ভাঙিয়ে বাহিরে আসিনু
আঁধারে না যায় দেখা
পিছল পথে নাই কেউ সাথে
কেমনে যাইব একা;
গুরু গুরু দেয়া ডাকে, দুরু দুরু হিয়া কাঁপে,
তবুও সেই বাঁশীর তানে
আকুল আমার কানটী॥
কোন্ বিপিনের কোন্ নিরালায়
কোন্ বিটপীর তলে,
মুরলী বাজায় মুরলী-মোহন
কার তরে এই বিরলে;
চলি নীলাম্বরে আবরি অঙ্গ,
উঠে উছলে প্রেম-তরঙ্গ,
ল'য়ে যায় আজি অভিসারে টেনে
সুধু আমারি ফুল-বাণটী

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

বন-বালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

(গানটী হাস্যমুখে পশ্চাতে যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিলেন।)

গান।

কৃষ্ণ।— [হাসিয়া] মিছে তোমার অভিমান করা,
পার কি ছাড়িয়ে থাকিতে।
মেঘের দামিনী মেঘ ছাড়া হ'য়ে
কোথায় দেখেছ ভাসিতে॥

বনবালা বেশে লক্ষ্মী যেন উদাসভাবে অন্যদিকে চাহিয়া গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

গীতাংশ।

লক্ষ্মী।— আমার আছে আন্ কাজ তাই ত আসিনু মহীতে,
নতুবা কি বল আসিয়াছি হেথা তোমারি মনটী মোহিতে,
কৃষ্ণ।— [ব্যঙ্গহাস্যে] তা ত বটেই—তা ত বটেই আমারি ত ভুল
এখন তোমারি কথা হয় মানিতে॥
লক্ষ্মী।— [আঁধার মুখে] বরণ যাদের কালো, মন নয় তাদের ভালো,
কুটিলতা ভরা হাসিটী তাদের
যেন আঁধারে বিজলী আলো,

কৃষ্ণ। [পূর্ব্ববৎ] তা ত বটেই—তা ত বটেই

সাধ্ কি তোমার হ'তে পারে কভু

পাছে পাছে মোর আসিতে।

[কৃষ্ণ হাস্যমুখে নিঃশব্দে একটা চক্র দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, লক্ষ্মীও নিঃশব্দে হাস্যমুখে পাছে পাছে চক্র দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

কৃষ্ণ। [আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া] এরে কি বলে ?

লক্ষ্মী। [হাস্যমুখে] কি বলে ?

কৃষ্ণ। পাছে পাছে ফেরা নয় ?

লক্ষ্মী। এ পথেই যে আমাকে যেতে হবে।

কৃষ্ণ। কোথায় ?

লক্ষ্মী। সেথায়।

কৃষ্ণ। চুলোয় ?

লক্ষ্মী। তুমিই ত আগে যাবে তা হ'লে ?

কৃষ্ণ। [বিরক্ত ভাব দেখাইয়া] সব কাজেই বাধা।

লক্ষ্মী। সব সময়েই যে আধা।

কৃষ্ণ। [কোমল স্বরে] এখন গোলোকে ফিরে যাও, লক্ষ্মীটি আমার !

লক্ষ্মী। গোলোকনাথকে এই অজয়-বনের ভেতর ফেলে ?

কৃষ্ণ। জান ত আমায় ? সাপেও খাবে না—বাঘেও খাবে না ; যমের অরুচি যে আমি !

লক্ষ্মী। তার চাইতেও খেয়ে ফেল্‌বার জিনিষ এখানে আছে ব'লেই ত ভয় আমার

কৃষ্ণ। সে এখন অনেক দেরি।

লক্ষ্মী। সেটী বলা যায় না, তোমার খেয়াল নিয়ে ত কথা? বিশেষতঃ এবারকার খেলায়—

কৃষ্ণ। কি বিশেষত্ব পেলে এবারকার খেলায়?

লক্ষ্মী। ভারি আগ্রহ—ভারি টান্ এবার; নতুবা কি একটানে কৃষ্ণগৃহ থেকে উড়িয়ে এনে ফেলতে পার ঘরের কচিছেলেকে তার মায়ের কোল খালি ক'রে কখনও? যেরূপ গতিক দেখ্‌ছি, তাতে আর কোন সাধন-ভজনেরও তার দরকার হবে না।

কৃষ্ণ। শুধু এই জন্মটা নিয়েই বুঝি তাকে বিচার করছ? বহু বহু জন্ম যে তার সাধন-ভজনে কেটে গেছে, লক্ষ্মি! ঐ যে সাম্‌নে যে সমস্ত অগণিত উঁচু উঁচু পাহাড় দেখ্‌তে পাচ্ছ, ও সব কি, জান? সন্ন্যাসের পূর্ব জন্মের তপস্যা-পরিত্যক্ত কলেবরের অস্থিপুঞ্জ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে।

লক্ষ্মী। আঁ্যা!

কৃষ্ণ। অবাক্ হয়েছ? হবারই কথা যে।

লক্ষ্মী। তবে এ জন্ম তার দানব-গৃহে এসে জন্ম হ'ল কেন?

কৃষ্ণ। পদ্ম ত কণ্টকপূর্ণ মৃণালেই জন্মে, লক্ষ্মি! সুধার উৎপত্তি স্থান কোথায়? সেই নক্র-সমাকুল লবণাক্ত সমুদ্রমধ্যে নয় কি? অধিক কি, তোমার জন্মটা কোথায় ভাব ত? যেখান থেকে বিষ উঠেছিল। ভুলে যাও কেন—সিন্ধুবালা, মাঝে মাঝে এসব কথা?

লক্ষ্মী। [সহসা উৎকর্ণ হইয়া] আহা রাখ, শোন—শোন কী মিষ্ট সুর!

কৃষ্ণ। সে মিষ্ট সুরও কিন্তু এই কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে, লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। [হস্ত সঞ্চালন করিয়া থামিতে বলিয়া] তা হ'ক্—আগে শোন,

গীতকণ্ঠে গয়াসুরের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

গয়া।— [তন্ময়ভাবে]

গান।

হরি তুমি কোথায়, হরি তুমি কোথায়, হরি তুমি কোথায়।
পাই নে খুঁজে বনের মাঝে,
আমি যে তোমায়, আমি যে তোমায়॥
আমায় ভুলায়ে আনিয়ে রহিলে লুকায়ে
কেন বল প্রাণসখা,
আঁধার গহনে পথ-ভোলা আমি—
ভয়ে মরি যে গো একা ;
এস —কাছে এস, তেমনি ক'রে হাস—
ভালবাস যদি গো আমায়, যদি গো আমায়॥

কৃষ্ণ। [জনান্তিকে নিম্নস্বরে] এস—লক্ষ্মি, পরীক্ষার ছলে একটু খেলা করি।

লক্ষ্মী। [জনান্তিকে নিম্নস্বরে] আমি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে থেকে পরীক্ষা করব।

কৃষ্ণ। [পূর্ব্ববৎ] সেই বেশ হবে ; কিন্তু দেখো যেন তাড়াতাড়ি গ'লে যেয়ো না। [হাস্য]

গয়া। [নিকটে আসিয়া উভয়কে দেখিয়া] ওগো, বল্‌তে পার তোমরা—ভাই, আমার ভুবনমোহন মনোরঞ্জন কোন্‌পথে কোথায় গেল ?

কৃষ্ণ। তার কি কোন নাম নাই ?

গয়া। নাম তার হরি।

কৃষ্ণ। ও—তাই বল্‌তে হয়! তার বাড়ী যাবে তুমি ? তা হ'লে আমার সঙ্গে চ'লে এস, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মী। [হাসিয়া] দেখ বালক, ওর কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস ক'রো না, ও তোমায় কোথায় নিয়ে যেতে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই ; বরং তুমি আমার সঙ্গে এস, আমিই ঠিক পথে তোমায় নিয়ে যাব।

কৃষ্ণ। তুমি শোন—ভাই, ও মেয়েছেলে, ও কি কখনও রাস্তা-ঘাট চিনে সেখানে যেতে পারে? কথা শোন, তুমি আমার সঙ্গেই চ'লে এস।

লক্ষ্মী। বিপদে পড়্‌বে—বিপদে পড়্‌বে, অমন কাজও তুমি ক'রো না বল্‌ছি। দেখ্‌ছ না, ওর চাউনি কেমন দুষ্টুমিমাখা? এস, আমার সঙ্গেই চ'লে এস, আর একটুও বিলম্ব ক'রো না। [গমনোদ্যত]

[গয়াসুর লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে উদ্যত]

কৃষ্ণ। [বাধা দিয়া]—

গান।

যেয়ো না—যেয়ো না, ওগো ফেরো।
ও মেয়েটী তোমায় নিয়ে বাধাবে একটা গেরো॥

লক্ষ্মী।— ও কালুকুটে, তায় বেঁটে-বুঁটে, কেমন মিটির মিটির চায়,
করে, খিটির-মিটির কোটর-চোখো এ যে বিষম দায়,

কৃষ্ণ।— ও চিন্‌বে কোথা, জান্‌বে কি তায়,
মোটে ওর বয়স বছর তেরো॥

লক্ষ্মী।— বটে নাকি, ও চালাকি খাট্‌বে নাক হেথা,
ও ফিঙের মত পেছু লেগে খারাপ করে মাথা,

কৃষ্ণ।— [হাসিয়া] হায় হায় যাব কোথা—বড় হাসির কথা,
শুন্‌ছ ও গো, এখান থেকে সরো ;
[ক্রোধের ভাবে] বল্‌ছি সোজা—ভাঙ্‌ব মাজা, তাই বলি
শীগ্‌গির বেরো—বেরো॥

গয়াসুর খ হইয়া দাঁড়াইয়া গাহিল ।

গয়া । [কাতরভাবে]

গান ।

আমি কোন্ পথ ধ'রে যাব ।

কার সাথে গেলে ওগো বল—ওগো বল—

প্রাণসখার দেখা পাব ॥

লক্ষ্মী ।— এস—এস—মোর সাথে,

কৃষ্ণ ।— না না ও নে যাবে বিপথে, বলছি তোমারে সোজা,

লক্ষ্মী ।— কেন বাধা হও—স'রে দাঁড়াও—না হয় চ'লে যাও,

কৃষ্ণ ।— তবে দেখ্‌বে নাকি মজা ;

লক্ষ্মী ।— ঢের দেখা আছে, ফিরে পাছে পাছে তোমায় গিয়েছে বোঝা ;

গয়া ।— ওগো বড় দুখী আমি, জানে অন্তর্যামী,

আমার দুখের কথা কি জানাব ।

[রোদন]

কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী ।— আহা কেঁদো না—কেঁদো না —

তোমার বেদনা আর ত দেব না মোরা,

হরি হরি ব'লে এস সাথে চ'লে হ'য়ে প্রেমে মাতোয়ারা,

গয়া ।— আমার হরি প্রাণ মন, হরি প্রাণধন,

তায়ে দেখে এ প্রাণ জুড়াব ॥

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

আলু-থালুবেশে উন্মাদিনী প্রায় রোরুদ্যমানা
প্রভাবতীর প্রবেশ।

প্রভা। ওগো, ব'লে দাও—তরুলতা,
ব'লে দাও—বনদেবি, বিহঙ্গনিচয়!
কোন্ পথে—কোন্ পথে গেছে মোর গয়?
হরিবুলি ব'লে
হরিবোলা পাখী সে যে,
কোন্ পথে বল— ওগো, উড়ে গেছে চ'লে?
ওগো আকাশ, বাতাস,
ওগো গ্রহ রবি-শশী,
বল গো বারেক মোরে হইয়ে সদয়,
দেখেছ কি—দেখেছ কি,
এই পথে যেয়ে থাকে যদি মোর গয়?
ওগো, আমি তার অভাগিনী
অনাথিনী মাতা,
আমারি মাণিক সে যে নয়নের তারা,
হারায়ে হয়েছি আমি পাগলিনী-পারা।
"মা মা" ব'লে আর মোরে কেউ ত ডাকে না—
ওগো, আমি তার অভাগিনী অনাথিনী মা।

ছদ্মবেশে জয়ন্তকুমারের প্রবেশ।

জয়ন্ত। কে তুমি—মা, এই নিবিড় অরণ্যে একাকিনী ?

প্রভা। পরিচয় চেয়ো না—বাবা, পরিচয় চেয়ো না। আমি আমার গয়চাঁদের মা, এর বেশী পরিচয় দিতে পারব না, বাবা! সে আমার হরিবোলা পাখী, পিঞ্জর ভেঙে ফাঁকি দিয়ে উড়ে চ'লে এসেছে। কোন্ বনে বাবা আমার চ'লে এসেছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি নে।

জয়ন্ত। বল ত—মা, তোমার পুত্রই কি ত্রিপুরাসুর-পুত্র গয়াসুর ?

প্রভা। তুমি তাকে চেন ? তুমি কি তাকে দেখেছ, বাবা ?

জয়ন্ত। দেখি নি ; তাকে যে আমিও খুঁজ্‌ছি, মা!

প্রভা। তুমিও খুঁজ্‌ছ আমার গয়কে ? কেন বাবা ?

জয়ন্ত। ত্রিপুর-পুত্র গয়াসুর হরিভক্ত হয়েছে, এটা কি একটা দেখ্‌বার জিনিষ নয়, মা ?

প্রভা। কে বাবা তুমি ?

জয়ন্ত। আমি বাসব-পুত্র জয়ন্ত।

প্রভা। [সভয়ে] অ্যাঁ, বাসব-পুত্র! তোমরা যে দানবের চির বিদ্বেষী শত্রু! তবে কি সেই শত্রুতাসাধন করতে—আমার সর্ব্বনাশ করতে, বাবাকে আমার খুঁজে বেড়াচ্ছ ? দেখ—দেখ—জয়ন্তকুমার, তোমায় মিনতি করি, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না—ক'রো না।

জয়ন্ত। [স্বগত] এ হ'তে দেবতাদের কলঙ্ক আর কি হ'তে পারে ? [প্রকাশ্যে] বিশ্বাস কর—মা, আমার কথায় ; আমি তোমার পুত্রের শত্রু নই—মিত্র। গয়াসুর আমার ভাই—আমি তার দাদা।

প্রভা। এ বিশ্বাস যে মনে আসে না, কুমার!

জয়ন্ত। দানব-পুত্র হ'য়ে যদি হরিভক্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে দেবতা হ'য়েও যে দানবের মিত্র হ'তে পারে, এ বিশ্বাস কেন আস্‌বে না, মা ?

প্রভা। না, আর অবিশ্বাস নাই। মা ব'লে ডেকেছ যখন, তখন আর আমার কোন ভয় নাই, বাবা! এখন কোথায় পাব আমার গয়কে? এই নিবিড়বনে একলাটি সে কি আর বেঁচে আছে? [অশ্রুমোচন]

জয়ন্ত। হরিভক্তকে যে হরিই রক্ষা করবেন, মা!

প্রভা। তবে চল—বাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে; আমি তার মুখ না দেখে যে আর থাকৃতে পারৃছি নে।

জয়ন্ত। এস তবে আমার সঙ্গে, মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যপথে মৃত বন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি শিকার ঝুলাইয়া গীতকণ্ঠে বন্য শিকারীগণের প্রবেশ।

শিকারীগণ। —

নৃত্যগীত।

কেয়া ফুর্‌তি—কেয়া ফুর্‌তি—নাচি থিয়া থিয়া থিয়া।
বহুৎ শিকার মিলা—বহুৎ শিকার মিলা—আরে ধিয়া-ধিয়া-ধিয়া॥
মহুয়াকা মিঠা পানি রাঙা বহুকা সাথ্,
হর্‌দম্ পিয়ে গা—হর্‌দম্ পিয়ে গা
কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ;
(আরে হো-হো-হো—আরে হো-হো-হো)
মিলা বঁরা ভঁইস্‌কা বাচ্চা,
দিল খুশী রহা আচ্ছা,
(জয়—কালী মায়ীকি জয়, জয়—কালী মায়ীকি জয়)
হৈ-হৈ-হৈ—রৈ-রৈ-রৈ—বাহবা কি ইয়া-ইয়া-ইয়া॥

[প্রস্থান।

অন্যপথে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, সন্ন্যাসীবেশে
বিলোচনের প্রবেশ।

বিলো। কোথা মোর আনন্দ-দুলাল ?
কোন্ বনে—কোন্ মহাবনে
আছ—বাবা, সাড়া দাও মোরে।
কত দিন গেল—
কত নিশা হ'ল অবসান,
চলেছি—চলেছি শুধু সন্ধানে তোমার ;
পাই না ত দেখা তবু ?
কতদিন দেখি নাই,
কতদিন শুনি নাই সে মধুর স্বর !
দেখা দাও—কোথা আছ, আনন্দ-দুলাল !
তব শোকে উন্মাদিনী জননী তোমার
তোমা হারা কোন্ পথে ধায়।
হায়, মহারাণি !
পুত্রহারা করেছি তোমায় !
অনুতাপ— অনুতাপ
প্রজ্বলিত চিতা সম দহিছে হৃদয়,
একসঙ্গে কত যে বৃশ্চিক
দিবানিশি দংশিছে মরমে !
কে বুঝিবে— কত জ্বালা প্রাণে ?
তিলে তিলে ভস্ম করে হৃৎপিণ্ড মোর।
পারি না চলিতে আর,

বসি এই তরুতলে ;
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণ
এখনও কেন দেহে আছে ?
কেন হায়, হয় না নিঃশেষ ?

[অবসন্নভাবে বসিলেন]

নেপথ্যে বিবেক গাহিল।

বিবেক ।—

গান ।

কত আশা বুকে, আসে জীব ভবে
মোহন মধুর জীবন প্রভাতে ।
হয় উদ্ভাসিত প্রাণ মন চিত,
বিকশিত আঁখি সে নব-প্রভাতে ॥
কত চোখে ভরা আশার স্বপন,
ধেয়ে চলে পথে মেলি দু' নয়ন,
জানে কি তখন ভাঙিবে স্বপন—
ভুলায়ে লইবে মোহ আলেয়াতে ;
ক্রমে বেলা যায় আঁধার ঘনায়,
একে একে আশা সব ভেঙে যায়,
আর সে আঁখিতে পায় না দেখিতে—
কাল-সিন্ধু শেষে আসে গো ডুবাতে ॥

বিলো । [শুনিয়া] সত্যই ত তাই !
সুদূর অতীত-কোলে জীবন-প্রভাতে
হৃদয়-উদ্যান ভরা
কত যে আশার বৃন্তে ফুটেছিল ফুল,
গন্ধে ভরা সমীরণ মৃদুমন্দ বহি

আমোদিত করিল উদ্যান!
সুখ শান্তিময় এ বিশ্ব-সংসার
কত যে রঙিন্ ছবি ধরিল নয়নে—
আনন্দ-হিল্লোলে
কত যে দুলিল ফুল স্তবকে স্তবকে -
বসন্তের পিক-বধূ—বঁধুসনে
কত যে ঢালিল কানে সুস্বর লহরী.
মুগ্ধ কান, মুগ্ধ প্রাণ, মুগ্ধ দু'নয়ন!
স্নিগ্ধ রম্য হর্ম্ম্যতলে বিলাস-শয়নে
জ্বলিল যৌবন-দীপ উজলি জীবন ;
ক্রমে দিন গেল—সে দীপ নিবিল,
দেখিলাম চাহি চারিদিক্,
অনন্ত আঁধাররাশি ঘিরেছে আমায়!
কোথা সে কুসুমোদ্যান—
কোথা ফুলরাশি,
কবে বা শুকাল—কবে ঝ'রে গেল,
না পাইনু সে সন্ধান আর ;
এত আশা জীবনের সব চুরমার।
এই ত জীবন—
কিছুদিন এ সংসারে জাগ্রত-স্বপন
অথবা সে আলেয়ার মত
জ্বলি ক্ষণকাল, নিবে যায়—
নিবে যায় শেষে।
সব মিথ্যা—সত্য শুধু চির অন্ধকার

ওই নিশা সমাগত—
আসে নিদ্রা ধীরে ধীরে ;
এই তরুতলে নিশা করি অবসান।

[শয়ন ও নিদ্রা]

কিঞ্চিৎ পরে দস্যুবেশে পবন, বরুণ, হুতাশন ও অনুচরগণের নিঃশব্দে সতর্কভাবে প্রবেশ।

পবন। [বিলোচনকে দেখিয়া নিম্নস্বরে সঙ্গিগণের প্রতি] যা বলেছি—একেবারে ঠিক।

হুতা। [নিম্নস্বরে] তা হ'লে ত্রিপুর-কনিষ্ঠ বিলোচনই বটে?

পবন। নিশ্চয়ই।

বরুণ। তা হ'লে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বিলোচন যখন নিজেই গয়াসুরের সন্ধানে বেরিয়েছে, তখন তাকে পেলে আর কাছছাড়া করবে না; আমাদের গয়াসুর-নাশের বিষম বাধা হ'য়ে দাঁড়াবেই।

পবন। সে আর বলতে? ত্রিপুর-সহোদর সামান্য বীর নয়, মাত্র ঐ এক তরবারি সহায় ক'রে আমাদের মত দিক্‌পালগণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

হুতা। তা হ'লে এ সুযোগ আর ত্যাগ করা উচিত নয়। বিলোচন এখন শ্রান্তদেহ ল'য়ে বিভোর নিদ্রায় নিমগ্ন, এখন যদি সাবাড়্ করতে পারা যায়—তা হ'লে গয়াসুরটার বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বরুণ। শুধু তাই নয়, নির্ব্বিঘ্নে বিলোচনের মত একজন দানব-শক্তিকে ধ্বংস করতে পারলে দেবতাগণের পক্ষে কম লাভের কথ নয়

পবন। দস্যু সেজে দস্যুগিরি কর্‌তে যখন বেরিয়েছি, তখন এখান থেকেই দস্যুগিরির হাতে-খড়ি দেওয়া যাক্।

বরুণ। আগে উপায় স্থির কর, সমীরণ!

পবন। স্থির ক'রেই রেখেছি, এই যে ভল্ল দেখ্‌ছেন না হাতে? দৈত্যটাও বেশ তার প্রশস্ত বুকখানা পেতে দিয়েই শয়ন ক'রে আছে; একবার এই ভল্লটা আমূল বিদ্ধ ক'রে দিতে পার্‌লে, আর কোন কথা থাক্‌বে না; বাছাধন একবারেই পটল তুল্‌বেন।

হুতা। এ যুক্তিই স্থির। এস, আর বিলম্ব না ক'রে একসঙ্গে সকলে দৃঢ়মুষ্টিতে ঐ ভল্ল-অস্ত্র ধ'রে দৈত্যপতির ঐ বিশাল-বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে দি। কি জানি—ওসব দৈত্যদের বুকগুলি পাথর দিয়ে গড়া, বজ্রের মত কঠিন! যদি কোনরূপে ভেদ কর্‌তে না পারা যায়, আর যদি জেগে ওঠে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

বরুণ। হাঁ, হুতাশনের পরামর্শই ঠিক্। এস, একসঙ্গে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ভল্ল বিদ্ধ করি।

[সকলে ভল্ল-অস্ত্র একসঙ্গে ধরিয়া বিলোচনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া দিল—তীব্র বেগে রুধির ছুটিতে লাগিল]

বিলো। [সহসা আহত হইয়া] উঃ—উঃ—কে রে—কে রে?

[চীৎকার করিয়া, উঠিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।]

পবন। একেবারেই সাবাড়্।

হুতা। বড় বিশ্বাস নাই; এস—ওর হাতটা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখে যাই—[সহসা চমকিত হইয়া] ঐ কিসের যেন শব্দ! চল—চল—স'রে পড়ি।

[বেগে দেবগণের প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ শিষ্যবর্গসহ জনৈক ভীমকায় কাপালিক সত্বর পদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাপা। বিকট চীৎকার এখান থেকেই উত্থিত হয়েছে। ঐ যে বিশালকায় কে যেন ভূতলে পতিত, বক্ষ হ'তে প্রবল বেগে রক্তধারা নির্গত ; দেখি—স্পন্দন আছে কি না। [নিকটে গিয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া পরীক্ষা করিয়া] হাঁ, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও চল্‌ছে। মহামায়ার ইচ্ছা রাজবলি রাজবলি মহা সাধনার প্রধান অঙ্গ। চিন্‌তে পেরেছি, সেই দৈত্যপতি বিলোচন, যার পাছে পাছে দিনরাত আমরা এ কয়দিন ঘুরেছি ; মায়ের ইচ্ছা—মায়ের ইচ্ছা। ভৈরবী রাজ-বলির রুধিরপানের জন্ম তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে আছে ; শূন্য খর্পর এবার পূর্ণ ক'রে দেব। এতদিনের কঠোর সাধনায় কাপালিক এবার মহাসিদ্ধি লাভ কর্‌বে। শিষ্যগণ, বড় আনন্দের দিন, নির্বিঘ্নে মিলে গেছে। তারা! ভৈরবি! তোরই ইচ্ছা. মা! চল শিষ্যগণ, ঐ মূর্চ্ছিত দেহ ল'য়ে যথাস্থানে প্রস্থান করি, তার পর অব্যর্থ তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রয়োগে একে সুস্থ কর্‌ব।

[বিলোচনের দেহ সকলে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান ;

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর বন

গীতকণ্ঠে গয়াসুরের প্রবেশ।

গান ।

কোথা আছ হে জীবন-বন্ধু দেখা দাও —দেখা দাও
তোমার শীতল শ্যামল বক্ষে আমায় তুলে নাও—তুলে নাও ॥
তোমার সজল জলদ অঙ্গ,
সে যে অমিয়-পরশ সঙ্গ,
(আমায় দয়া কর দয়া কর) (ওহে দয়ার সাগর দীননাথ ;
(তোমার প্রেমে পাগল হ'য়ে আছি)
(আমি জগৎ সংসার সব ভুলেছি)
আমি যে তোমার—তোমারি
একবার হৃদি মাঝে উদয় হও—উদয় হও ॥

জয়ন্ত দাদা বলেছে এইখানে ব'সে চোখ বুজে হরির সাধনা করতে হরি দেখা না দিলে আর কিছু খাব না—উঠব না ; তাঁকে ভাবতে ভাবতে ম'রে যাব, তবুও তাঁর সাধনা ছাড়ব না। বসি—চোখ বুজে এখানে বসি ।

[তথাকরণ]

সহসা দস্যুবেশে আসিয়া দিক্‌পালগণ প্রথমতঃ গয়াসুরের চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিল ।

গয়া। হরি, এসেছ ? আমার চোখ বাঁধছ—পাছে আমি তোমায়

দেখে ফেলি ? বাইরের চোখ বাঁধ্‌লেও, আমার মনের চোখ ত বাঁধ্‌তে পার্‌বে না ; এই যে আমার মনের মধ্যে তোমায় বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

পবন। আর দেখ্‌তে হ'চ্ছে না ; এখনি তোমায় জন্মের মত হরি দেখিয়ে ছাড়্‌ব।

গয়া। না, এ ত আমার হরির কণ্ঠস্বর নয় ! এ যে বড় কড়া—বড় তেঁতো !

পবন। কে, জানিস্‌ আমরা ? আমরা তোর যম।

গয়া। তোমরা যম ? যমে ত প্রাণ নিয়ে যায়, তোমরাও কি আমার প্রাণ নিতে এসেছ ?

পবন। হাঁ, এখন চুপ কর্‌। তোর মাথাটা ঘাড় থেকে খসিয়ে ফেলি।

গয়া। না, আমায় মেরে ফেলো না ; ম'রে গেলে যে আমার হরি-সাধনা করা হবে না !

পবন। হরি-সাধনা কর্‌তে দেব না ব'লেই ত তোকে মেরে ফেল্‌ব।

গয়া। [উচ্চৈঃস্বরে] জয়ন্ত দাদা—জয়ন্ত দাদা ! আমায় কারা মেরে ফেল্‌তে চায়, হরি-সাধনা কর্‌তে দিচ্ছে না।

বরুণ। সমীরণ—সমীরণ, আর দেরি ক'রো না—সে আপদ্‌টা এখানে এসেও জুটেছে।

পবন। ওরে গয়াসুর, এখন উঠে দাঁড়া দেখি, ক্যাঁচ্‌ ক'রে মাথাটা কেটে ফেলি। [উঠিয়া দাঁড়াইল]

গয়া। একটুখানি থাম, আমি একবারটী আমার হরিকে ডেকে নি। [করপুটে]

গান

মরণ-ভয়-বারণ ভব-তারণ হে পদ্ম-পলাশ-লোচন ।
(আমার হ'ল না) (তোমার চরণ সাধন)
(আমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল)
(আমার দুখিনী মা রইল একা)
(মা'র আমি বই কেউ নাই গো)
(আজ জন্মের মত বিদায় হ'লাম)
এই মরণকালে তোমারে পেলে হবে যম-যাতনা বারণ ।

পবন । হয়েছে, এবার ঠিক হ'য়ে দাঁড়া, এক কোপেই শেষ ক'রে

গয়াসুর করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পড়িতেছিল, পবন খড়্গ উত্তোলন করিয়া যেমনি আঘাত করিতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্গতিতে আসিয়া জয়ন্ত গয়াসুরকে পশ্চাৎ হইতে জড়াইয়া ধরিল এবং খড়্গাঘাত নিজের স্কন্ধেই পড়িবে মনে করিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে আসিয়া নন্দী ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল : পবনের হাতের খাঁড়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল । সকলে কিঞ্চিৎকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তৎক্ষণাৎ সত্যদেব আসিয়া গাহিলেন ।

সত্যদেব ।—

গান

যারে রাখে কৃষ্ণ মারে তারে কে ।
যে জন সব সঁপে দেয় তার রাঙ্গা পায়
তার জীবন মরণ দেখে সে ॥

ঝোঁক্ ক'রে সব রোখ্ দেখালে—
বলি, চোখ কি এবার ফুট্‌ল,
হরি-ভক্তের রক্ত দেখার সখ্ কি এবার মিট্‌ল,
ওরে কাল-ভয়হারা হরির নামে কালের ভয় তার গিয়েছে যে ॥

নন্দী। যাও—বালকুমার, শিশুকে নিয়ে এই হিংস্রদের হিংস্র চক্ষুর অন্তরালে চ'লে।

[গয়াসুরকে বক্ষে লইয়া জয়ন্ত কিঞ্চিৎ গমন করিলে, সহসা ইন্দ্র আসিয়া গয়াসুরকে বক্ষে লইবার জন্য সানন্দে সাগ্রহে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন। জয়ন্ত গয়াসুরকে ইন্দ্রের বক্ষে দিলেন। সুরেন্দ্র গয়াসুরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে তার গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিয়া জয়ন্তের বক্ষে ফিরাইয়া দিলেন জয়ন্ত গয়াসুরকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান করিল]

ইন্দ্র। বড় আনন্দ দিলে আজ জয়ন্ত! [দেবতাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

নন্দী। দেখ্‌লে কি, অন্ধের দল? শুন্‌লে কি, বধিরসব? বুঝ্‌লে কি, মূর্খগণ? ছি-ছি-ছি—ধিক্কার আসছে না প্রাণে? ম'রে যেতে ইচ্ছা কচ্ছে না লজ্জায়? স'রে যাচ্ছে না পায়ের নীচে হ'তে পৃথিবীখানা? কোন মুখ নিয়ে স্বর্গে ফিরে যাবে নির্লজ্জের দল? বালক জয়ন্তের আত্মত্যাগের মহিমায় তোমাদের বৃথা দেবত্বের নিষ্ফল গৌরব কোন্ মাটীর নীচেয় সেঁধিয়ে যাবে, কাপুরুষের দল! দেখ্‌লে আজ চক্ষু মেলে—দেবত্ব কাকে বলে? মহত্ত্ব কাকে বলে? তুলনা ক'রে নিতে পার্‌লে কি দৈববলে আর পশুবলে? দেবতা যখন দেবত্ব হারিয়ে ফেলে—দেখ্‌তে পেলে, সে তখন কতদূর অধঃপতনের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়?

তোমরা যাকে হত্যা করতে দল বেঁধে এসেছিলে, দেখতে পেলে কি—স্বর্গ-সিংহাসন ছেড়ে স্বয়ং সুরেন্দ্র এসে তাকে আপন বক্ষে টেনে নিয়ে কি ভাবে দেব-রাজত্বের প্রোজ্জ্বল গরিমা ফুটিয়ে তুললেন? এখনও দাঁড়িয়ে আছ তোমরা, এখনও কি চোখ ফেটে অশ্রুধারা ঝ'রে পড়ছে না? গ্লানি, অনুশোচনা, পরিতাপ এসব কি আজ দেবতার হৃদয় থেকে একেবারেই মুছে গেছে? ঘৃণা আসে তোমাদের মুখের দিকে তাকাতে—দুঃখ আসে তোমাদের এই অধঃপতন দেখে—বিরক্তি আসে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। চললাম, যদি চোখ ফুটে থাকে, তবে স্বর্গে গিয়ে এর জন্যে যথেষ্ট অনুতাপ ভোগ কর গে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। বড় দুঃখে আসতে বাধ্য হয়েছি, দিক্‌পালগণ! তোমাদের এই দেবত্বের অপব্যবহার বাসবের প্রাণে আজ কী শেল বিদ্ধ করেছে, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের এই পদস্খলনের পরিণাম আজ আমার সহস্র চক্ষের উপর অতি স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠেছে। কী করেছ আজ তোমরা! তোমাদের এই দুর্নীতির বিষাক্ত দুর্গন্ধ আজ কৈলাশনাথকে পর্য্যন্ত অস্থির ক'রে তুলেছে, যার ফলে আজ স্বয়ং নন্দীকেশ্বরকে ত্রিশূল হস্তে কৈলাশ থেকে ছুটে আসতে হয়েছে। দেবতাদের রক্ষার জন্য যিনি সংহার অস্ত্র ধ'রে ত্রিপুর-সংহার করেছেন, আজ আবার ত্রিপুরপুত্র গয়াসুরকে রক্ষা করবার জন্য সেই সংহার অস্ত্র আজ দেবতা-সংহারে উদ্যত হয়েছিল! দেখ দেখি চেয়ে নিজেদের প্রতি, আজ তোমরা কোন্ সাজে সেজে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু বধ করতে এসেছ? দুর্ব্বলতা কোথায় তোমাদের বুঝতে পারছ? ঐ দস্যুবেশ—ঐ পশুবল নিয়ে দল বেঁধে দুর্ব্বল বালকের উপর আক্রমণ! দুর্ব্বলতা কোথায় তোমাদের ধরতে পেরেছ? আজ স্বর্গের দিক্‌পালগণ বজ্রদস্যু!

স্বর্গের ভূষণ শান্ত শিষ্ট সুরগণ আজ হিংস্র পশুর মত রক্ত-লোলুপ! এ আমার ভৎসনা নয়, ব্যথিত প্রাণের ব্যথাভরা কাতর উচ্ছ্বাস। এখনও ফের—আর অগ্রসর হ'য়ো না। দুঃখে আজ সহস্র চক্ষু ফেটে জল আস্‌ছে, স্বর্গ হ'তে আজ নরকের বাষ্প উত্থিত হ'চ্ছে, স্বর্গ-সিংহাসন আজ কণ্টকবেষ্টিত মনে হচ্ছে; আর ইচ্ছা হচ্ছে না সেখানে ফিরে যেতে।

[বিষণ্ণমুখে প্রস্থান।

বরুণ সুরেন্দ্রের এখানে সশরীরে আগমনের কারণ কিছু বুঝ্‌লে ?

পবন। আমাদের অপারদর্শিতার জন্য লজ্জা দিতে।

হুতা। নন্দীর কি মাথা ব্যথা হ'ল, ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আস্‌তে—বল ত ?

বরুণ : পাগল ঠাকুরের পাগুলে খেয়াল!

পবন। খুড়ো আজ এখানে উপস্থিত থাক্‌লে বচন শুনে যেতেন সব। অত লম্বা বক্তৃতা ঝাড়া তখন চল্‌ত না।

হুতা। দুজনের ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা কিছুমাত্র কাজ করতে পারে নি আমাদের উপর কিন্তু।

বরুণ। ছেড়ে দাও ও সব—বাজে—বাজে।

পবন। আচ্ছা, জয়ন্তটা এসে কোন সাহসে মাথা বাড়িয়ে দিলে আমার উদ্যত খাঁড়ার নীচে ?

হুতা। জানে যে, নিজে অমর—মৃত্যু নাই, এ সাহস ভিন্ন আর কি ?

বরুণ। নন্দীর সঙ্গে আগে থেকে পরামর্শ আঁটাও থাক্‌তে পারে। যাক্, চল যাই—এবার অন্য যুক্তি আঁটা যাক্ গে।

পবন। এবার কাজ চালাতে হবে অদৃশ্য থেকে, যাতে আর না ঐ লম্বা-বক্তৃতা শুন্‌তে হয়। চল্ যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

চন্দ্রচূড় সিংহাসনে উপবিষ্ট, পার্শ্বে চামরধারিণীদ্বয় ব্যজন করিতেছিল, কিছুদূরে প্রতিহারী উপস্থিত ছিল।

চন্দ্র। কত সুখী আমি আজ!
রাজ-সিংহাসন এত সুখে ভরা!
স্বাধীন জীবন-স্রোত
নির্ব্বাধে বহিয়া যায়!
শত শত সমুন্নত শির
এক সঙ্গে নুয়ে পড়ে চরণে আমার!
একটী ভ্রুকুটী মোর অনুজীবীদল
পিপীলিকা সম পলায় বিবরে।
ইঙ্গিতে আমার, একসঙ্গে কোটী অসি
হয় উত্তোলিত।
আরও আনন্দ দেয় সুরা আর নারী।
স্বর্গসুধা সুরা নামে
পরিচিত অসুর-সমাজে।
অপ্সরার নামান্তর
দৈত্যপুরে বারনারী সুন্দরীর জাতি।
এ আস্বাদ পাই নাই এতদিন ;
পরম সুহৃদ্ গুরুাচার্য্য মোরে

কিছুদিন হ'তে চিনায়েছে
এ মধুর স্বাদ।
অবসাদ আসে না কদাচ,
বিষাদ পলায় দূরে।
পূরে সাধ ইচ্ছা মত মোর ;
কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতি
বিরক্তির দৃষ্টি দিয়ে চাহে মোর পানে
কেন ? আমি এই বিরাট্ সম্রাট্,
বৃদ্ধ মন্ত্রী জরাতুর—
তার যুক্তি ল'য়ে হইবে চলিতে ?
না— অসম্ভব।
রাখিব অটুট্ মোর চির-স্বাধীনতা ;
তার পথে বিঘ্ন বাধা যত
দূর ক'রে দিব সাম্রাজ্য হইতে।

ধীরে ধীরে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। [অভিবাদনান্তে] একি, রাজসভা আজ নির্জ্জন কেন, যুবরাজ ? অনেক রাজকার্য্য যে অসম্পূর্ণ হ'য়ে আছে।

চন্দ্র। হাঁ, অসম্পূর্ণই থাকবে কিছুদিন ; বিশেষতঃ আজ।

মন্ত্রী। আজ কি ?

চন্দ্র। আজ এখানে নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত হবে। তার জন্য অন্য সকলের এখানে প্রবেশ নিষেধ— এই আজ্ঞা প্রচার করা হয়েছে।

মন্ত্রী। রাজসভায় নৃত্যগীত ! এ অন্যায় নিয়মের সূত্রপাত কেন, যুবরাজ ? প্রমোদ-কাননই ত তার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

চন্দ্র। স্বয়ং দৈত্যপতি সম্রাটের ইচ্ছা—প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রী। রাজসভার মর্য্যাদা তাতে যে নষ্ট করা হবে, সম্রাট্!

চন্দ্র। আবার বল্‌ছি—প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রী। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য যে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।

চন্দ্র। বৃদ্ধ মন্ত্রীর পক্ষে সেটা দুঃসাহস হ'য়ে দাঁড়াবে তা হ'লে।

মন্ত্রী। স্বর্গীয় সম্রাটের পুণ্য-সিংহাসন যে তা হ'লে কলঙ্কিত করা হবে যুবরাজের।

চন্দ্র। সে পুরাতন নীতি স্বর্গীয় সম্রাটের সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

মন্ত্রী। না, তার পর যুবরাজের পিতৃদেবও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নি।

চন্দ্র। [ক্রমশঃ বিরক্ত হইতেছিল] জানি না; আমি এখন সম্রাট্, আমা হ'তে এখন থেকে নূতন নীতিরই সৃষ্টি হবে।

মন্ত্রী। বাধ্য হ'য়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে—যুবরাজ, যুবরাজ চন্দ্রচূড় মাত্র কুমার গয়াসুরের প্রতিনিধি।

চন্দ্র। সাবধান, চন্দ্রচূড় কারও প্রতিনিধিত্ব করতে বসে নি সিংহাসনে। সে স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে এই সিংহাসন 'পরে প্রদীপ্ত কৃপাণ-প্রভাবে।

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে] একি, সেই বিলোচন-পুত্র চন্দ্রচূড় কি এই! যার নির্লোভ অন্তঃকরণ—পবিত্র উদার চরিত্র—স্বচ্ছ সরল বুদ্ধি সকলকে মুগ্ধ করেছিল, যার ন্যায়পরায়ণতা একদিন নিজ পিতার অপরাধ পর্য্যন্ত অবহেলা না ক'রে ভাবী সম্রাট্ কুমার গয়াসুরের সিংহাসনকে রক্ষা করতে মুক্ত তরবারি হস্তে পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে যে যুবরাজকে বাধ্য করেছিল, যার গুণমুগ্ধ শুক্রাচার্য্য স্বহস্তে এনে যাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তার চরিত্র কি এই। কে এমন দুষ্কপূর্ণ কলসে

গোমূত্র মিশিয়ে দিলে। কে এমন নিষ্কলঙ্ক শশধরে কলঙ্ক-মসী লেপে দিলে! এ নিশ্চয় সেই ধূর্ত্ত গ্রহাচার্য্যের সঙ্গদোষের পরিণাম ফল।

চন্দ্র। [সক্রোধে] প্রস্থান কর এখানই এখান থেকে।

মন্ত্রী। প্রস্থান নয়, একেবারে বিদায় নিচ্ছি। হায় দৈত্যপতি বিলোচন, আজ তোমাকে মনে পড়েছে। বুঝতে না পেরে তোমার উপর যে অন্যায় আচরণ করেছিলাম, তারই অব্যর্থ পরিণাম আজ অভিশাপের মত রাজ্যে জ্ব'লে উঠেছে—আর নিবারণের পথ নাই। বিদায় —যুবরাজ! মহারাণি! আজ তুমি কোথায়?

[ছল ছল নেত্রে প্রস্থান।

চন্দ্র। কী জ্বালাতন।

তৎক্ষণাৎ মহাকায় আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

সেনাপতি, আজ এখানে রাজকার্য্যের পরিবর্ত্তে, নৃত্যগীতের চর্চ্চা হবে; আজ তোমার বিশ্রাম। বিশ্রাম কর গে যাও।

মহা। রাজসভায় নৃত্যগীতের চর্চ্চা—সে কি!

চন্দ্র। কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, নিঃশব্দে প্রস্থান কর।

মহা। সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন যুবরাজের।

চন্দ্র। বিস্মিত হ'তে পার—তার বেশী আর কিছু বল্‌তে এস না।

মহা। রাজকন্যা যুবরাজের এ কথা শুন্‌লে যে—

চন্দ্র। আমার মাথা কেটে নেবে, নয়? যাও—বিরক্ত ক'রো না।

মহা। যুবরাজ, সঙ্গদোষে এরূপ অন্যায় পথ ধরেছেন! গুরুদেব শুক্রাচার্য্য এ অবস্থা জান্‌তে পার্‌লে বড়ই অনর্থ উপস্থিত হবে কিন্তু।

চন্দ্র। দৃক্‌পাতও করে না চন্দ্রচূড় শুক্রাচার্য্যকে।

মহা। উঃ অবশ্যম্ভাবী নিয়তির হাত ধ'রে আরও এগিয়ে এসে পড়্‌লেন, যুবরাজ!

চন্দ্র। এই বলদৃপ্ত বিশাল বক্ষ—এ সুদীর্ঘ মহাবলশালী বাহুদ্বয়—এই লৌহ-মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় তরবারি, চন্দ্রচূড় গ্রাহ্য করে না তোমার মত শত শত সেনাপতি সঙ্গে নিয়ে শুক্রাচার্য্য এসে দাঁড়ালে।

মহা। ধূর্ত্ত যাদুকরের যাদুমন্ত্র! রাজত্বের গর্ব্ব আর ঐশ্বর্য্যের মোহ-মদিরা উৎকট যৌবনের সঙ্গে মিলিত; এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

চন্দ্র। মর্য্যাদা হারাবে ব'লে দিচ্ছি, সেনাপতি।

মহা। চ'লে যাচ্ছি। এ মহাত্মা বিলোচনের অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস—পূর্ণ অভিশাপ, কখনও বিফল হ'তে পারে না।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। আর কেউ আছেন বাকী?

হাস্যমুখে ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ।

গ্রহা। না আর বাকী নাই। এই মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে এস গো ভুবনমোহিনীরা!

সুরাপাত্র হস্তে প্রথমতঃ দুইজন বিলাসিনী নৃত্যগীত করিতে করিতে উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রচূড়কে সুরা পান করাইল।

বিলাসিনীদ্বয়।

নৃত্যগীত।

কিবা ঝল মল ঝল উছল উছল
　পিও পিও রঙিলা পিয়ালা প্রাণ ভরি।
চল সুরারাশি পিয়ে দিবানিশি
　হেরিবে ভুলিয়া কিবা মজাদারী॥

[সুরা পান করাইল]

অন্য দুইজন নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

[গীতাংশ]

চঞ্চল অঞ্চলে মুছে দি অধর,

[তথাকরণ]

কামিনী পরশে হরষে আবেশে

উথলিবে তব রতিরস-সাগর ;

পুনরায় দুইজন নৃত্যগীত করিতে করিতে আসিল

[গীতাংশ]

শিহরে অঙ্গ বিহরে অনঙ্গ ভুজঙ্গ দংশন জ্বালাতে মরি।

অবশিষ্ট বিলাসিনীগণ একসঙ্গে গাহিতে গাহিতে আসিল।

[গীতাংশ]

হের চুম্বিত অধরে মধুময় হাসি,

আপনা হারাবে হেরি এ রূপরাশি,

সার্থক জীবন যৌবন প্রাণ মন,

জাগিবে ছুটিবে প্রেমের লহরী॥

চন্দ্র। [মদমত্তভাবে] আঃ—একেবারে মুগ্ধ—মুগ্ধ—মুগ্ধ।

গ্রহা। হাঁ, এখন দুগ্ধফেননিভ শয্যার প্রয়োজন : নাও, রূপসীগণ ! এইবার তোড়ের মুখে।

বিলাসিনীগণ।—

নৃত্যগীত :

হের সই রূপ-সায়রে উঠেছে কত রং-বেরঙের ঢেউ।

নাই লো হেথা রসের সাগর নাগর বুঝি কেউ।

প্রেমের বাতাস তুলে দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছি তরী,

ধীর-সায়রে বেয়ে যাবে উজান নদী ধরি,

একূল ওকূল দুকূল পানে চাইব না গো
নই ত মোরা কাদের কুলের বউ ॥
রসিক প্রেমিক নাগর পেলে প্রেম তরীতে নেব তুলে,
নাচবে নাগর হেলে দুলে, পিয়ে মুখভরা এই মৌ ॥

চন্দ্র। [জড়িত স্বরে] তা সুন্দরীরা, উত্তম —উত্তম—উত্তম।

[অভিবাদনান্তে বিলাসিনীগণের প্রস্থান।

আহা—চ'লে গেল ?

গ্রহা। আর কি পারে ?

চন্দ্র। ওদের পুরস্কার কিন্তু দস্তুর মত ক'রে দেব। আমি ওদের সব দিতে পারি—ওদের শ্রীচরণে ঢেলে ; হে—হে—হে। [হাস্য]

গ্রহা। তা দিতে পারেন বৈকি ; গুরুঠাকুরের চেয়েও যে বেশী ওরা আশা করে দৈত্যপতির কাছে।

চন্দ্র। এখন ?

গ্রহা। কি চাই ?

চন্দ্র। চাই মন্ত্রীর মাথাটা আর সেনাপতির ধড়টা।

গ্রহা। আগুনে সেঁকে নিলে কিন্তু চাট মন্দ হয় না।

চন্দ্র। আচ্ছা, সুরার একটা পুকুর কেটে দিতে পার ? দিনরাত বেড়ে ডুবে থাকা যায়।

গ্রহা। পুকুর কেন, একটা সাগর কেটে ফেলা যাক্।

চন্দ্র। কী আস্বাদই পাইয়ে দিয়েছ ! তোমাকে আর কি ব'লে যে বাহবা দেব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গ্রহা। এ না হ'লে কি আর রাজত্ব ক'রে সুখ ?

চন্দ্র। যা বলেছ ! এরূপ ফূর্তি উড়িয়ে আর কেউ যেতে পারে নি

গ্রহা। কিছু না—তাঁরা শুধু ভেবে-ভেবেই চ'লে গেছেন।

চন্দ্র। আচ্ছা, স্বর্গের অপ্সরাগুলোকে একবার এখানে আনা যায় না ?

গ্রহা। ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—একেবারে সেকেলে—সেকেলে, তাদের একদম হ'য়ে গেছে ! তারা এখন খুব্‌ড়ো বুড়ী—ইন্দ্রের সভায় মাঝে মাঝে গিয়ে পুরাণো যৌবনের জাবর কাটে।

চন্দ্র। তারা নাকি—

গ্রহা। দূর্ দূর্ শুট্‌কী মাছের মত তাদের অবস্থা এখন।

চন্দ্র। আচ্ছা, এখন যদি—

গ্রহা। ব'লে ফেলুন।

চন্দ্র। এখন যদি একটী পক্কবিম্বাধরা পীনোন্নতপয়োধরা—

গ্রহা। [সহাস্যে] হাঁ, পীনোন্নতপয়োধরা—তার পর ?

চন্দ্র। মৃণাল-নিন্দিত ভুজলতা—

গ্রহা। মৃণালে যে কাঁটা ভরা—যুবরাজের কণ্ঠে বিঁধ্‌বে যে তা হ'লে।

চন্দ্র। তবে করিশুণ্ডবৎ ? কেমন, এবার হয়েছে ?

গ্রহা। হাঁ, ভারি মোলায়েম সে। তার পর ?

চন্দ্র। শরদিন্দুনিভাননা—

গ্রহা। চমৎকার—চমৎকার—বর্ণনা। বলে যান্—

চন্দ্র। আপাদবিলম্বিনী-কেশী—

গ্রহা। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ভারি সুন্দর ! তার পর ?

চন্দ্র। অতসীপুষ্প বর্ণাভা—

গ্রহা। চমৎকার কাব্য ! আরো আছে ?

চন্দ্র। এমন একটী সুন্দরী মৃদুমন্দ হাসিমুখে—

গ্রহা। এসে যদি যুবরাজের সাম্‌নে দাঁড়ায়—

চন্দ্র। তা হ'লেই—

গ্রহা। ষোল আনা পূর্ণ হ'য়ে যায়।

তৎক্ষণাৎ রাজবধূ সুলেখা আসিয়া চন্দ্রচূড়ের
পদতলে বসিয়া পড়িল।

এই—মরেছে!

[নিঃশব্দে পলায়ন।

চন্দ্র। [বিরক্ত হইয়া] এই, কে আছিস্ রে!

সুলেখা। প্রতিহারী ডেকে অপমান ক'রো না, যুবরাজ।

[উঠিয়া দাঁড়াইল]

প্রতিহারী আসিয়া সুলেখাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

চন্দ্র। এখানে কে ডাক্‌লে, উপসর্গ তোমায়?

সুলেখা। দুদিন আগেও স্বর্গ ছিলাম, আজ কদিন থেকেই তোমার কাছে উপসর্গ হয়েছি।

চন্দ্র। বেড়ে—বেড়ে কথার বাঁধুনি ত! আচ্ছা, এসেছ যখন—তখন নাচ', গাও, ফুর্তি কর।

সুলেখা। যা বল্‌বে, তাই কর্‌ব; কিন্তু এটা রাজসভা—এখানে নয়, অন্তঃপুরে চল।

চন্দ্র। এও দেখ্‌ছি, মন্ত্রী-সেনাপতির দলের। আরে, আজ থেকে রাজসভাই যে, আমার নন্দন-কানন হ'য়ে গেছে! একটু আগেই যে অপ্সরার দল এসে এখানে নেচে-গেয়ে মজিয়ে দিয়ে গেল! ভর্‌তি পেয়ালা সব এই আমার চন্দ্রবদনে ঢেলে দিয়ে গেল। কী মধুর আস্বাদ সে সুধায় ভরা ছিল! কী মধুর কণ্ঠ তাদের! সেই কণ্ঠে আবার কী সুরেলা-ঝঙ্কার, তাদের সেই পায়ের নূপুরের রুণুঝুনু ধ্বনির সঙ্গে মিশে আমাকে তর্ ক'রে দিয়ে গেল! কী হাসি-মাখা মুখ—কী নৃত্যের ভঙ্গিমা! কী বিলোল-কটাক্ষ তাদের নয়নে! পার তুমি

সুলেখা, সেরূপ ক'রে মন মজাতে? পার ত দেখ। আচ্ছা, আগে এক পেয়ালা সুধা আমার মুখে ঢেলে দাও ত দেখি?

সুলেখা। কে বলেছে সুধা—সে যে বিষ! ঢেলে দিতে পারে তারা তোমার মুখে; কিন্তু আমি ত তা পারি না।

চন্দ্র। না না বিষ নয়, সে সুধা। বিষ দেখ্‌ছি তোমার কণ্ঠে ভরা।

সুলেখা। ভাগ্যদোষে আজ আমার কণ্ঠে ভরা বিষ; কিন্তু সুধা ভেবেই এতদিন দিবানিশি পান ক'রেও তৃপ্তি পেতে না।

চন্দ্র। এ কেন সুধার স্বাদ তখন যে জান্‌তাম না; তাই ত তোমার সেই পাপসুধা পিয়ে পিয়ে অরুচি ধ'রে গেছে, সুলেখা!

সুলেখা। যেদিন থেকে তুমি ঐ বিষের আস্বাদ পেয়েছ, সেইদিন থেকেই এই সর্ব্বনাশ আরম্ভ হয়েছে। গঙ্গাজলে ধোয়া যার পবিত্র অন্তর, সারল্য দিয়ে গড়া ছিল যার স্বচ্ছ মনখানি, ধর্ম্ম দিয়ে ভরা ছিল যার রাজ্য চালনা, আজ তার কী পতন! আজ চারিদিক্ থেকে কী নিন্দার বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে তার রাজ্যমধ্যে! অত্যাচার জর্জ্জরিত শত শত প্রজার আর্ত্তনাদে আজ দানবরাজ্য ভ'রে গেছে। কারো মুখের দিকে আজ চাইতে পারে না সুলেখা, কারো কথার উত্তর দিতে পারে না আজ রাজরাণী সুলেখা। সব গর্ব্ব, সব অহঙ্কার আজ সুলেখার একসঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ। স্বামী ল'য়ে গৌরব কর্‌বার আর কোন পথই রাখ্‌লে না আমার! আজ তোমার কাছে আমি দাঁড়াতে পারছি না! তোমার যে মুখ দেখে আমার তৃপ্তি হ'ত না—আশা মিট্‌ত না; আজ সেই মুখের দিকে আমি চাইতে পারছি নে! হায়, কী সর্ব্বনাশ কর্‌লে তুমি আমার! [চোখে আঁচল দিয়া রোদন]

চন্দ্র। চ'লে যাও, দু'চক্ষের বিষ, আমার সম্মুখ থেকে এখনি; নতুবা প্রহরী ডাক্‌ব।

সুলেখা। ডাক প্রহরী, তোমাকে না নিয়ে চ'লে যেতে পারব না আমি এখান থেকে। এ পবিত্র রাজসভা, এখানে পাপের বিষ ছড়াতে দেব না তোমাকে।

চন্দ্র। আচ্ছা, ডাক্‌ব এখনি এখানে নর্ত্তকীদের, আবার জমিয়ে তুলব এখনি নন্দন-কানন, বইয়ে দেব এখনি এখানে সুরার স্রোত, ডুবে যাব তাতে আমি, ম'জে যাব তাতে আমি? [দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে] এই—কোন্ হ্যায়! বলাও নর্ত্তকী।

সুলেখা। রক্ষা কর—রক্ষা কর, দোহাই—দোহাই।

[পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল]

চন্দ্র। আরে, দূর হ' আপদ্—[বলিয়া সুলেখাকে এক পদাঘাতে ভূতলশায়িনী করিয়া সিংহাসনে বসিল]

তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে, ক্রুদ্ধমূর্ত্তিতে জল্পনার প্রবেশ।

জল্পনা। [সক্রোধ গর্জ্জনে] আগে তুমি দূর হও, অধম!

[বলিয়া চন্দ্রচূড়ের মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া লইয়া সজোরে হস্ত ধরিয়া এমন আকর্ষণ করিল যে, মদমত্ত চন্দ্রচূড় সে বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।]

ফুরিয়ে গেল সিংহাসনে বসা এইবার—চন্দ্রচূড়, তোমার।

[বংশীধ্বনি করিল]

তৎক্ষণাৎ মহাকায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মন্ত্রি!

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। এই যে, মা!

জল্পনা। আপনারা বর্ত্তমান থাক্‌তে, আমার পিতৃ-সিংহাসনের এই অপমান ?

মন্ত্রী। আমরা ভৃত্য, মা ! কোন স্বাধীনতা আমাদের নাই।

জল্পনা। বেশ, আজ হ'তে এ সিংহাসন শূন্য পড়ে থাক্‌বে। আমারই নির্দ্দেশমত সিংহাসন রক্ষা কর্‌বে তোমরা—গয়াসুর তপস্যা হ'তে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত। আমি এতদিন গয়াসুরের সন্ধানে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরেছি, বহু কষ্টে সন্ধান পেয়েছি। তার তপস্যা প্রায় শেষ।

মহা। মহারাণীর কোন সন্ধান ?

জল্পনা। না, জানি না কোথায় তিনি। উঃ, দেখ্‌ছেন অধমের কাণ্ড ! সুরামত্ত পাষণ্ড তার স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা কতদূর বাড়িয়ে তুলেছে ?

মহা। এমন-ধারা ত ছিলেন না যুবরাজ ; কিছুদিন হ'তেই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

মন্ত্রী। একমাত্র কারণ সেই ধূর্ত্ত যাদুকর গ্রহাচার্য্য।

জল্পনা। তাকে এখনই দূর ক'রে দাও এ রাজ্য হ'তে। গুরুদেব কোথায় ?

মন্ত্রী। অনেক দিন নিরুদ্দেশ। [সুলেখাকে দেখিয়া] একি, সতীলক্ষ্মী রাজবধূ মাটিতে প'ড়ে !

জল্পনা। ঐ মদমত্ত পাষণ্ডের পদাঘাতে। আমি এসেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখেছি। তখনই তার প্রতিফল দিয়েছি—একবারে মুকুট কেড়ে নিয়ে সিংহাসন থেকে টেনে ফেলে দিয়েছি।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রা। ঠিক্ করেছ, মা ! তোমার বিচারই ঠিক্—আমিই পদে পদে ভুল ক'রে ফেলেছিলাম। একদিন ক্রোধান্ধ হ'য়ে তোমাকে যে

শাস্তি দিয়েছিলাম, আজ সেই অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি। আমায় তুমি ক্ষমা কর, মা !

জন্মনা। আমার ঔদ্ধত্যের জন্ম আমিও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন, গুরুদেব ! [পদধূলি গ্রহণ]

সুলেখা। [চৈতন্য পাইয়া সিংহাসনে চন্দ্রচূড়কে না দেখিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া] কৈ, তিনি কোথায় ?

জন্মনা। চেয়ে দেখ—অভাগিনি, ঐ—ধূলায় প'ড়ে।

সুলেখা। আঁ্যা—কেন—কেন ? উনি যে রাজা, উনি যে সম্রাট্ ?

[চন্দ্রচূড়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিলেন]

চন্দ্র। [নত মুখে] নিয়ে চল—নিয়ে চল—সুলেখা, আমার হাত ধ'রে, যেখানে সিংহাসন নাই—আধিপত্য নাই—যৌবন নাই—সুরা নাই—নর্ত্তকী নাই—আর সেই গ্রহাচার্য্য নাই ; নিয়ে চল আমায় সেই নির্জ্জনে, নিভৃত অন্ধকারে। আবার আমাকে ফিরিয়ে আন তোমার স্বর্গের পবিত্র মন্দিরে। আবার আমাকে সেই চন্দ্রচূড় ক'রে গ'ড়ে তোল, যাতে আবার তোমার হৃদয়ে দেবতার স্থান অধিকার করতে পারি। উঃ—বড যন্ত্রণা—সুলেখা. বড় যন্ত্রণা ! নিয়ে চল—নিয়ে চল আমায়।

সুলেখা। চল—চল, ভয় নাই। আবার তোমাকে ফিরিয়ে আন্‌ব—আবার তোমাকে আমার হৃদয়-সিংহাসনে রাজা ক'রে বসাব। আমার সমস্ত জীবন—সমস্ত ইহকাল দিয়ে আবার তোমাকে দেবতা ক'রে গড়্‌ব। সতীর এ প্রাণের কামনা ভগবান্ পূর্ণ করবেনই। [চক্ষু মুছাইয়া দিয়া] কেঁদো না—কেঁদো না, আমার সঙ্গে চ'লে এস ; হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি, আর এ হাত ছাড়া হ'তে দেব না। ঈশ্বর ! সতীর প্রার্থনা সার্থক ক'রো। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করুন।

[চন্দ্রচূড়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শুক্রা। যাও—মা মহাসতি, তোমার এ মহাসাধন যেন ব্যর্থ না হয়।

জয়না। বড় ভাল বাস্‌তাম দাদাকে, বড় শ্রদ্ধা কর্‌তাম দাদাকে ; কিন্তু আজ উত্তেজিত জয়না তার প্রবল উত্তেজনার বশে কী নিষ্ঠুর-আচরণ ক'রে ফেলেছে, গুরুদেব !

শুক্রা। ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না, মা ! তোমার এই নিষ্ঠুর-আচরণই আজ তিক্ত ঔষধির ন্যায় চন্দ্রচূড়ের জীবনে অব্যর্থ ফল প্রদান করেছে ! চন্দ্রচূড়কে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে আমিই ভুল করেছিলাম, জয়না ! আমার তখন মনে হয় নাই যে "যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকিতা।" এই চারিটীই অপরিণত বুদ্ধি সরল যুবক চন্দ্রচূড়ের মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে দেবে না ; তার সঙ্গে আবার শনির যোগ ছিল। ভুল আমারই হয়েছিল, মা !

মহা। শনির যোগ ! কি বল্‌লেন গুরুদেব !

শুক্রা। ঐ ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্যই গ্রহরাজ শনি। দেব-চক্রান্তে দানবের মধ্যে ভেদ জমিয়ে দেবার জন্যই স্বয়ং শনি ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য বেশে দানবরাজ্যে প্রবেশ করেছিল। আমি তখন অতদূর বুঝ্‌তে পারি নাই ; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ধ্যানবলে অবগত হয়েছি।

জয়না। গয়া সম্বন্ধে কি ধ্যানবলে কিছু জান্‌তে পেরেছেন, গুরুদেব !

শুক্রা। গয়াসুরের এ হরি-তপস্যা যদিও আমি বিরক্তির চক্ষে দেখে এসেছি—তথাপি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, তার পরিণাম-ফল মন্দ দাঁড়াবে না।

মহা। তা হ'লে শনিকে ত আমাদের রাজ্য থেকে তাড়ানই কর্ত্তব্য ?

শুক্রা। তাড়াতে হবে না, আমার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই সে কুগ্রহ বিদায় হয়েছে—আর আসবে না। আচ্ছা, যাই আমি আবার মহারাণী আর বিলোচনের সন্ধানে। মা অম্বনা, তোমার বিচার বুদ্ধি নিয়েই এখন হ'তে কাজ করব। আসি—মা!

[প্রস্থান।

অম্বনা। চলুন, আমরা বিশ্রাম করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

পরমানন্দ আসিয়া গাহিল।

পরমানন্দ।—

গান।

হায় রে দুষ্ট শনি ঘাড়ে চাপে যার।
বিবেক বুদ্ধি আত্ম শুদ্ধি সবাই ছেড়ে যায় রে তার॥
খাঁটী সোনা মাটী হয়, যার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে,
অমন আপদ্ কে দেখেছে এই বিধির সৃষ্টিতে,
ও যে স্বর্গে নরক ক'রে তোলে দিয়ে দৃষ্টি দুর্নিবার।
যেদিন থেকে দৈত্যরাজ্যে এসে ঢুকেছে,
যেদিন থেকে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বেলেছে,
কত ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেছে, কত ভেঙে হ'ল চুরমার॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নিভৃত কানন

গীতকণ্ঠে সৌন্দর্য্যবিহ্বলা কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা।—

গান।

আমার জীবন-কুঞ্জে আসিয়া বসিলে
কেন গো তুমি মনোহর।
সুখের আলোয় ভ'রে দিলে প্রাণ,
ওগো তুমি কিবা সুন্দর॥
তুমি কোন্ শারদের রাকাশশী,
আঁকা আমার হৃদয়-আকাশে,
তোমার লাবণি ঝরিয়া পড়িছে (আমার)
মানস-সরস-উরসে ;
তুমি আমার তরে কি নব নববেশে
আসিয়াছ নব-নটবর॥
আমার তৃষিত নয়ন আছে চেয়ে সদা
তোমারি মধুর দরশে,
আমার সব ব্যথা কোথা চ'লে গেছে ওগো—
তোমারি স্নিগ্ধ পরশে ;
আজি তোমারি গলেতে দিনু বরমালা
তুমি মম চিরবাঞ্ছিত বর॥

ধীরে ধীরে জল্পনার প্রবেশ।

কল্পনা। আজ আমার বিয়ে হ'য়ে গেল, দিদি!

জল্পনা। [হাসিয়া] কার সঙ্গে? ফুলের সঙ্গে?

কল্পনা। না, আমি যাকে চেয়েছিলাম।

জল্পনা। কাকে চেয়েছিলে? আকাশকে, না বাতাসকে?

কল্পনা। আমার চিরবাঞ্ছিত যে সুন্দর, তাকে। তার কণ্ঠেই আজ বরমাল্য দিয়েছি।

জল্পনা। তোমার হৃদয়-কাননের কাব্যকুঞ্জে যাকে কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকেছিলে, সেই সুন্দরকে?

কল্পনা। হাঁ—দিদি, সেই সুন্দরকে।

জল্পনা। কল্পনা, তুই বড় সুখী।

কল্পনা। তুমিও বিয়ে কর—দিদি, সুখী হবে!

জল্পনা। আমার বিয়ে ত ঠিক ক'রে রেখেছি, কল্পনা! আমার সে বিয়ে হবে সত্যিকার কোন বীরের সঙ্গে, তোর মত কল্পনার মিথ্যে বিয়ে নয় আমার। বীরাঙ্গনা হ'তে আমার বড় সাধ হয়েছে, তাই বীরকে বিয়ে ক'রে বীরাঙ্গনা হব।

কল্পনা। তোমার মত দীপ্ত উল্কাকে বিয়ে করবার মত বীর কি কেউ আছে সংসারে, দিদি?

জল্পনা। [হাসিয়া] আছে বৈকি, কল্পনা! আগে বুঝ্‌তে পারি নি—বোঝ্‌বার ফুরসৎও আমার ছিল না; আজ রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে, তাই শান্তমনে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়রাজ্য কে যেন একজন অধিকার ক'রে বসেছে। এ শুষ্ক মরুপ্রাণে যে, প্রেম বা ভালবাসা আছে, তা আগে জান্‌তে পাই নি; এখন যেন কিছু কিছু ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

কল্পনা। তোমার সে প্রেমাস্পদ কে, তা তুমি জান না, দিদি?

জল্পনা। [হাসিয়া] ঠিক জেনেছি কি না, সেটা এখন ঠিক কর্‌তে

পারি নি, কল্পনা ! প্রেমের খেলা ত জীবনে কখনও খেলে দেখি নি ! তাই স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝ্‌তে পারি না। ঠিক্ ক'রে দেখি আগে, কা'কে ভালবেসে ফেলেছি, তার পর তোকে একদিন এসে ব'লে যাব। অনেকদিন তোকে দেখি নি, তাই দেখ্‌তে এসেছিলাম। যাই এখন— অনেক কাজ হাতে।

[প্রস্থান।

কল্পনা। অমন জ্বালাময়ীর জলন্ত অনলভরা প্রাণেও প্রেম দেখা দিয়েছে ! প্রেমের জয় সর্ব্বত্রই। এই প্রেম-বিকাশই নারী-জীবনের সার্থকতা। আজ মা কাছে থাক্‌লে কত খুশী হতেন্ দিদির কথা শুনে। গুরুদেব মায়ের সন্ধানে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই মা গয়কে নিয়ে ফিরে আস্‌বেন। যাই, এখন আমার সুন্দরের বাসর-শয্যা পাতি গে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্বর্গপথ

গীতকণ্ঠে মোহ ও মদের প্রবেশ।

মোহ-মদ —

নৃত্যগীত

বেড়ে মজা বগল বাজা—তাধিনি নাক ধা।
নূতন রাগের তান ধরেছি—সা নি ধা প্পা মা॥
ক'রে স্বর্গপুরী নরকপুরী,
গুলজার ক'বে যাব সরি,
ওলোট্-পালট্ হবেই একটা, বুঝ্‌তে পারছি না॥
মোরা ড্যাং ড্যাং ক'রে চ'লে যাব,
ট্যাং ট্যাং ক'রে ঢাক বাজাব,
এই জম্ জম্ করা জমাট্ আসর
কিছুদিন লেগে থাক্‌বে না॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোলাহল-গিরি

তপস্যামগ্ন যুবাবয়স্ক গয়াসুর আসীন। গীতকণ্ঠে বনবালা বেশে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিতেছিলেন, বনবালক বেশে কৃষ্ণও তাঁহার পাছে পাছে বাধা দিতে দিতে আসিতেছিলেন।

গান।

লক্ষ্মী।—না-না-না—তোমার মানা শুনব না ক আর।
আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দোব ভক্তের চোখের অশ্রুধার॥
কৃষ্ণ।—[হাসিয়া] কেন তোমার তবু সয় না ওগো চঞ্চলে,
তাই, ভক্তের নয়ন মুছিয়ে দিতে যাচ্ছ অঞ্চলে,
লক্ষ্মী।—আমি সইতে নারি, কেঁদে মরি, তাই যাচ্ছি ছুটে কাছে তার ;
কৃষ্ণ।—[হাসিয়া] ওগো, সাধে কি চঞ্চলা ব'লে ডাকে তোমায় ত্রিসংসার॥
লক্ষ্মী।—[ছল ছল চক্ষে] আহা, আহা দু'নয়নে বইছে গো ধারা,
কৃষ্ণ।—ও ব'য়ে থাকে অমন ধারা—কত শত ধারা,
লক্ষ্মী।—তুমি বড় পাষাণ, কাঁদে না প্রাণ, তুমি নিদয় পাষাণ-অবতার ;
কৃষ্ণ।—[হাসিয়া] তবু, দয়াল ব'লেই ডাকে আমায়, ভক্ত কিন্তু অনিবার॥

কৃষ্ণ। যাও—লক্ষ্মি, ফিরিয়া গোলোকে।
গয়াসুর ভক্ত মোর—
মোর তরে করিছে সাধনা।

চায় না সে তোমা ;
তবু তুমি আসিতে ছাড় না !
এ ত বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড !
কাণ্ডজ্ঞান হারায়ে ফেলেছ !
কেন মোর সাথে
মিছে ছুটিয়া এসেছ ?

লক্ষ্মী।　কে বলে চায় না আমারে ?
ওঃ—ভারি ত অহঙ্কার !
মেঘ হেরি ছোটে যে চাতক,
সে কি সেই বারি আশে নয় ?
মেঘে জলে নহে ত অভেদ।
লক্ষ্মী-নারায়ণ একই বস্তু—
নামমাত্র ভেদ,
এ কথা কি তোমা
আমি নূতন শেখাব ?

গান।

লক্ষ্মী।—ওঃ—ভারি বাহাদুরি- -তোমার ভারি বাহাদুরি।
আমি নইলে কোথায় রইত বল, এত জারিজুরি ॥
কৃষ্ণ।—গায়ে প'ড়ে কোঁদল করা আছে যার স্বভাব ;
কে পারে ছাড়াতে বল চিরকেলে তার সে ভাব,
লক্ষ্মী।—সেও ভাল, তবু করি না ক ভক্তের সাথে ছল-চাতুরী ॥
কৃষ্ণ।—আমার নিত্যলীলার নিত্য-খেলার বুঝ্‌বে কি তুমি,
লক্ষ্মী—সে লীলাখেলা চল্‌ত না যে, সঙ্গতে না রইলে আমি,
কৃষ্ণ।—তোমায় ডাকে কেবা, সঙ্গে রইতে কে বলে ?

লক্ষ্মী।—বটে নাকি ? পায়ে ধরাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?
কৃষ্ণ।—আর বিরহটা ? কেঁদে যখন হ'তে সারা ?
লক্ষ্মী।—ওই পায়ে ধরাবার তরেই সেটা—কেবল মানভঞ্জনের ছল করা ;
কৃষ্ণ।—এই কৃষ্ণ-প্রেমের রস না পেলে হ'তে কি রাই রাসেশ্বরী ;
লক্ষ্মী।—আবার রাধা-নামে সাধা বাঁশী তাই ত বাঁশীর এ মাধুরী॥

কৃষ্ণ। হার মেনেছি, লক্ষ্মি! তুমি এখন এখান থেকে যাও—গয়াসুরকে আমি বর দেব।

লক্ষ্মী। তাতে আমি থাক্‌লে দোষটা কি ?

কৃষ্ণ। তোমার আমার যুগলরূপ দেখ্‌বার সময় এখনও আসে নি গয়াসুরের।

লক্ষ্মী। তবে আমাকে বল, আর কষ্ট দেবে না গয়াসুরকে ? অমর বর দেবে ?

কৃষ্ণ। প্রকারান্তরে তাই হবে।

লক্ষ্মী। দেখো কিন্তু, যদি গয়াসুরকে আর কষ্ট দাও, তা হ'লে কিন্তু আবার আমি ছুটে আস্‌ব।

কৃষ্ণ। না লক্ষ্মি, সন্দেহ ক'রো না, তুমি যাও।

লক্ষ্মী। এই যাই—[কিছুদূর গিয়া] বর দিয়েই কিন্তু চ'লে এসো গোলোকে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। [স্বগত] লক্ষ্মীর ভয়, পাছে ভক্ত নিয়ে ভুলে থাকি। আহা, লীলাময়ি! তুমি ভিন্ন আমার কোন লীলাই এমন মধুর হ'য়ে উঠ্‌ত না। এখন গয়াসুরের তপস্যা ভাঙ্‌তে হবে। এই বাঁশী বাজাই আর গান করি।

গান।

ওরে শোন্ রে আমার মধুর বাঁশী
শীতল হবে প্রাণ।
জনম মরণ ভুলে যাবি শুনে মোহন বাঁশীর তান্॥
আমার বাঁশীর সুরে ভরা এই বিশ্ব চরাচর,
কেউ শোনে কেউ শোনে না রে এমন মধুর স্বর;
আমি সারা সংসার ঘুরে বেড়াই
বাজিয়ে বাঁশী শুনাতে গান॥

কৈ, গয়াসুর ত তবুও চোখ চাইলে না?

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

এসেছি তোর প্রাণের ছবি একবার চেয়ে দেখ্,
ভক্তি-ডোরে শক্ত ক'রে ভক্ত মোরে বেঁধে কাছে রাখ্,
আমি তোরই তরে এসেছি রে কর্‌তে তোরে বরদান॥

না, তবুও তপস্যা ভাঙ্‌ল না। ও—বুঝেছি, ধ্যানে পাওয়া যে মূর্ত্তি আমার গয়াসুর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্তর মধ্যে দর্শন কর্‌ছে, সে মূর্ত্তি সরিয়ে না আন্‌লে গয়াসুরের ধ্যান ভঙ্গ হবে না। তাই করি তবে।

[সহসা গয়াসুরের ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল। কৃষ্ণ বনবালক বেশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন]

গয়া। একি হ'ল সহসা! কই সেই রুণুঝুণু-নূপুর-মুখরিত, অলিকুলগুঞ্জিত অতুল রাতুল পাদপদ্ম দু'খানি, রে? কই সেই কটিতট-শোভিত, পীত ধটী-পরিহিত, কিঙ্কিণী-ক্বণিত-ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বঙ্কিমঠাম রে? কই সেই কৌস্তুভ-ভূষিত, বনমালা-লম্বিত, ভৃগুপদ-লাঞ্ছিত, শ্যামলসুন্দর নবজলধর রুচির মধুর মূরতি, রে? কই সেই অধরে মুরলী,

শ্রবণে ঝলমল কুণ্ডল বনমালী, চাঁচর চূড়া 'পরি চঞ্চল শিখিপাখা হেলিত দুলিত প্রাণ-মন-মোহিত, মোহন-মধুর-হাস্য-বিকশিত, ঝলসিত-লসিত অপরূপ রূপ-মাধুরী, রে? কোথায় লুকালে আমার মানসরঞ্জন ভুবন-মোহন চিত্তবিনোদন হরি? মনোময়! প্রাণময়! কোথা গেলে তুমি—আর কোথায় প'ড়ে রইলাম আমি?

কৃষ্ণ। গয়াসুর, চেয়ে দেখ ত আমি কে?

গয়া। তুমি কে? অ্যাঁ, তুমি কে?

কৃষ্ণ। ভুলে গেলে আমাকে? আমি যে সেই বনবালক।

গয়া। সেই বনবালক তুমি? হাঁ, সেই ত বটে। কেন এসেছ এখানে?

কৃষ্ণ। তুমি ডাক্‌ছিলে ব'লে?

গয়া। তোমায়? তোমায় ত আমি ডাকি নি। তুমি আমায় হরি দেখাবে ব'লে কোথায় ফাঁকি দিয়ে ফেলে রেখে যে পালালে—আর ফিরে এলে না।

কৃষ্ণ। তুমি যে সেদিন আমার কথা শুন্‌লে না, সেই দুষ্টু মেয়েটার কথা শুনে ভুলে গেলে, তাই অভিমানে আর আসি নি।

গয়া। তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আমি কেন তোমায় ডাক্‌ব? আমি যাঁকে ডেকেছি, তাঁকে পেয়েছিলামও। কত যুগ তাঁকে প্রাণের মধ্যে পেয়ে ব'সে ব'সে তাঁর রূপ-সুধা প্রাণ ভ'রে পান কর্‌ছিলাম; কিন্তু আজ সহসা কোন্ ফাঁকে আমার প্রাণ থেকে পালিয়েছে। আমি তাঁকেই চাই। তুমি স'রে যাও; তোমাকে দেখেই বোধ হয়, তিনি আমার পালিয়ে গেছেন।

কৃষ্ণ। তবে আমি চ'লেই যাই, কি বল?

[ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছিলেন]

গয়া। [চক্ষু মুদিয়া] আবার এস, আমার প্রাণময়! প্রাণসখা!

কৃষ্ণ। [ফিরিয়া আসিয়া] আবার যে ডাক্‌ছ আমায়?

গয়া। [চক্ষু মেলিয়া] তোমায় কোথায়? আঃ—তুমি চ'লে যাও, আমার মন স্থির হচ্ছে না।

কৃষ্ণ। এই চল্‌লাম তবে।

[পুনঃ ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন]

গয়া। [নয়ন মুদিয়া] কৈ কৃষ্ণ, কৈ মুরলীধর!

কৃষ্ণ। [ফিরিয়া আসিয়া] অঁ্যা, তুমি ত মন্দ নয় দেখ্‌ছি! তাড়িয়েও দিচ্ছ, আবার ডেকেও ফেরাচ্ছ!

গয়া। বড় জ্বালাতন কর্‌লে ত! আমি ত ডাক্‌লাম 'মুরলীধর' ব'লে।

কৃষ্ণ। [মুরলী দেখাইয়া] এই ত আমি মুরলী ধ'রে আছি। মুরলী-ধর ব'লে ডাক্‌লে আমায় ডাকা হ'ল না?

গয়া। আচ্ছা যাও, ওনাম ধ'রে আর ডাক্‌ব না। আর কিন্তু ফিরো না বল্‌ছি।

কৃষ্ণ। না, না ডাক্‌লে আর ফির্‌ব কেন, বল? এই চল্‌লাম।

[কিছুদূর যাইলেন]

গয়া। [স্বগত চক্ষু মুদিয়া] কোথায়, আমার বনমালা-ভূষণ বনমালী! কোথায় লুকালে? ফিরে এস—ফিরে এস।

কৃষ্ণ। [ফিরিয়া আসিয়া] দেখ দেখি, আবার পিছু ডাক্‌লে? তোমার কি মাথাখারাপ হয়েছে?

গয়া। [চক্ষু মেলিয়া] কই মুরলীধর ব'লে ত ডাকি নি?

কৃষ্ণ। বনমালী ব'লে ডাক্‌ছ ত? এই যে আমার বনমালা গলে।

গয়া। বড় বিপদেই ফেল্‌লে ত, হরি! আচ্ছা, এবার আর কোন

নাম ধ'রেই ডাক্‌ব না, মনে মনে ধ্যান কর্‌ব; তুমি স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পার।

কৃষ্ণ। তাই যাচ্ছি।

[কিঞ্চিৎগমন এবং তৎক্ষণাৎ বনবালকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাখালের বেশে ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠামে মুরলী ধারণ করিয়া গয়াসুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গাহিলেন।]

গান।

ওরে দেখ্‌রে এবার ভক্ত আমার,
আমি তোর সেই বটে কিনা।
কোথায় যাব তোরে ছেড়ে, হ'য়ে আছি যে তোর কেনা॥
এতদিন অন্তরেতে অন্তরের ধন নয়ন মুদে দেখ্‌তে,
তাই অন্তরেতে মিশে ছিলাম তোমায় খুশী রাখ্‌তে;
একবার বাইরে থেকে দেখে মোরে তোর চোখ কি জুড়াবি না॥

[গয়াসুর চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিতে উদ্যত হইল]

গয়া। একবার—একবার এই বুকে—এই বুকে কর্‌ব।

কৃষ্ণ। [পশ্চাতে সরিয়া গিয়া] গয়াসুর, তোমার হরি-সাধনা আজ সিদ্ধ হয়েছে, তোমাকে বর দিলাম, তুমি ত্রিলোক-বিজয়ী হও।

গয়া। না-না-না, আমি ত্রিলোক-বিজয়ী হ'তে চাই না, আমি শুধু তোমার শ্রীপাদপদ্ম চাই।

কৃষ্ণ। সে শ্রীপাদপদ্ম পাবে তুমি চরমে।

গয়া। চরমে? মৃত্যুকালে?

কৃষ্ণ। না—না—না, তোমার মৃত্যু নাই, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তুমি অমরতা প্রাপ্ত হবে।

গয়া। তুচ্ছ সে অমরতা। আমি চাই নে তা, আমায় ওসব অসার বস্তু দিয়ে ভুলাতে এসো না, হরি!

কৃষ্ণ। তবে কি তুমি মুক্তি চাও? মুক্তি দেব।

গয়া। আমার তপস্যা—আমার উপাসনা ত নিষ্কাম নয়—সকাম। কেমন ক'রে আমায় মুক্তি দেবে তুমি?

কৃষ্ণ। [স্বগত] কথা ত মিথ্যা নয়। গয়াসুর মুক্তির জন্য নিষ্কাম-সাধনা করে নি ত! তবে কি ব'লে ফেল্‌লাম? কি উত্তর দেব এখন গয়াসুরকে?

গয়া। ভাব্‌ছ নিষ্কাম-সাধনা ভিন্ন মুক্তি দেবে কি ক'রে? ভাব্‌তে হবে না, আমি মুক্তিও চাই না।

কৃষ্ণ। [স্বগত] বাঁচালে আমায়! [প্রকাশ্যে] তবে কি চাও? স্বর্গ চাও—আমার বৈকুণ্ঠ চাও?

গয়া। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ দিয়ে ভুলাতে চাও? তা পার্‌বে না।

কৃষ্ণ। আর কি কাম্য থাক্‌তে পারে তোমার, বল।

গয়া। ভক্তবৎসল, ভক্ত কি চায়, জান না তুমি?

কৃষ্ণ। ভক্ত চায় কৃষ্ণসেবা। সে ত তুমি পাবেই; কিন্তু তবুও অন্য কিছু কামনা কর।

গয়া। এত তুষ্ট আমার উপর? ধন্য গয়াসুর! ধন্য তুই আজ!

কৃষ্ণ। নিজমুখে কিছু চাও, গয়াসুর!

গয়া। আমার চাইবার অন্য কিছু নাই যে, কৃষ্ণ! তবে নিতান্তই যদি দেবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে এই বর দাও—হরি, আমার এই ভৌতিকদেহ যতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চভূতে মিলিত না হবে, ততদিন আমাকে যারা দর্শন কর্‌বে বা স্পর্শ কর্‌বে, তারা যদি ইচ্ছা করে, তবে বিনা সাধনায় স্বর্গলাভ কর্‌তে পার্‌বে।

কৃষ্ণ। তথাস্তু। তাই হবে, গয়াসুর! তোমার ঐ দেহ আজ হ'তে মহাতীর্থরূপে পরিণত হ'ল। প্রথমতঃ তোমাকে দুই বর দিয়েছি, ত্রিলোক-বিজয়ী হবে আর কল্পান্ত পর্য্যন্ত অমরতা প্রাপ্ত হবে, আর তৃতীয় বর—তোমার দর্শনে বা স্পর্শে জীবগণ বিনা-সাধনায় স্বর্গলাভও করবে : কিন্তু দৈত্যকুল বাদে।

গয়া। হাঁ, দৈত্যবংশ বিনা-পৌরুষে স্বর্গ কখন চাইবে না ; কিন্তু প্রথমকার দুটো বর এনে জড়ালে কেন এর সাথে, হরি ?

কৃষ্ণ। আমার বাক্য মিথ্যা যে হবার নয়, গয়াসুর।

গয়া। হয়েছে তোমার বর দেওয়া ?

কৃষ্ণ। চাও ত আরও দিতে পারি।

গয়া। তুমি বড় চতুর। পাছে সংসার-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণসেবা ভুলে যাই, সেইদিকে টেনে নেবার প্রবল ইচ্ছা দেখ্‌ছি তোমার।

কৃষ্ণ। বেশ, হ'য়ে গেল ত ? এখন যেতে পারি ?

গয়া। সাধ্য কি, তুমি এক পাও এখান থেকে নড়।

কৃষ্ণ। [হাসিয়া] এত জোর তোমার আমার উপর ?

গয়া। নইলে কি শুধুই এতকাল ধ'রে তপস্যা করেছে গয়াসুর ?

কৃষ্ণ। গয়াসুর, অহঙ্কার করছ ?

গয়া। অহঙ্কার! এ অহং কার, কৃষ্ণ ? এ অহংকে কার পায়ে সঁপে দিয়েছি ? তবে যার অহং সে যদি কিছু করায়—তার জন্য কে দায়ী ?

কৃষ্ণ। ভক্তের হৃদয় থেকে অহং বুদ্ধি ত একেবারে যায় না, গয়াসুর! ভক্ত জানে—আমি আর তুমি ; নইলে কার সেবা কে করবে ?

গয়া। অহং যদি থাকে, তবে অহঙ্কারও থাক্‌বে। তবে আর আমার ভয় কি, কৃষ্ণ! থাক্‌লাম শুধু আমি আর তুমি। জগৎ-

সংসার সব উড়ে যাক্, কেবল তুমি আর আমি। আমার আমি অন্তরে বাহিরে চেয়ে দেখ্‌বে কেবল তুমি—তুমি—তুমি। দিবা নাই—রাত্র নাই— সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই—আকাশ নাই—বাতাস নাই, দেখ্‌বে কেবল তুমি—তুমি—তুমি। আহা, সে কী আনন্দ, কী সুখ—কী শান্তি। কেবল তুমি—তুমি—তুমি—

কৃষ্ণ। এ আনন্দ শুধু তোমার নয়, গয়াসুর! আমারও—আমারও। ভক্ত যেমন তার বাঞ্ছিতধন কৃষ্ণকে চায়, ভক্তাধীন কৃষ্ণও তেমনি তার ভক্তকে চায়।

গয়া। আহা-হা, এ রসতত্ত্ব, এ প্রেমতত্ত্ব আর ত কখনও শুনি নি, রসময় কৃষ্ণ! আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার প্রাণের ভক্তকে? আজ কোন্ সুধাসিন্ধুর অমিয় তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এই অসুর বংশধর গয়াসুর আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে? কোন্ বসন্তের পিক-কুহরণ-মধু ঢেলে দিলে আজ গয়াসুরের অতৃপ্ত তৃষিত শ্রবণে? কোন্ বীণাপাণি-ঝঙ্কৃত বীণার অমিয় ঝঙ্কারে লহরে লহরে ভেসে গেল আজ এই গয়াসুর ধীর সমীরের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে? কোন্ শরতের জ্যোৎস্না-পুলকিত মধুর যামিনী হেসে উঠ্‌ল আজ স্বচ্ছ-শৈবলিনীর সৈকতে? গয়াসুর, দেখ্ আজ কোথায় তুই। কোন্ আঁধারের পূতিগন্ধময় নিরয় হ'তে উদ্ধার হ'য়ে এলি এই স্নিগ্ধ আলোকে! মরি—মরি—মরি! কী রূপ রে! কী রূপ সাগরের অনন্ত নীলিমাময় নীল তরঙ্গ আজ তালে তালে নেচে নেচে আমার নয়ন মন বিমোহন ক'রে ছুটে চলেছে রে! কোন্ নব-জলধর আজ বিজলী বিকাশ ক'রে ভেসে উঠেছে রে, এই পিপাসু চাতকের পিপাসা মেটাতে? দয়াময়! প্রাণময়! মনোময়! আর যেন এ আঁখির পলক না পড়ে; আমি নিমেষহারা হ'য়ে চেয়ে র'ব তোমার নয়নানন্দময় পদারবিন্দ পানে জন্ম-জন্ম এই অনন্ত জীবন নিয়ে। দাও—অনন্তদেব, আমার অনন্ত

চক্ষু, অনন্ত জীবন, অনন্ত পিপাসা ; আমি স্বর্গ চাই না—বৈকুণ্ঠ চাই না—মোক্ষ চাই না। [একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিল]

[কৃষ্ণ বিগলিত হইয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া গাহিতেছিলেন, গয়াসুর ভাবে বিভোর হইয়া, হস্ত প্রসারিত করিয়া গানের ভাবে ভাবে দুলিতেছিল]

গান।

আমায় কোলে তুলে নে—কোলে তুলে নে—
ওরে ভক্ত আমার গয়াসুর।
কে বলে রে অসুর তোরে, তুই যে সুর মোর প্রাণের সুর॥
হ'ল প্রেমে প্রেমে আজ মাখামাখি,
আয় প্রেমের স্বপনে ঘুমায়ে থাকি ;
(আজ মিলে গেল সুরাসুরে) (সুরাসুরের সুরে সুরে)
তোর সুরে আজ সুর মিলায়ে বাজ্‌বে আমার বাঁশীর সুর॥

[গয়াসুর কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়া "হরিবোল" বলিতে বলিতে উধাও ভাবে প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাপালিক-আশ্রম

সম্মুখে কালীমূর্ত্তি স্থাপিত, কাপালিক-শিষ্য বন্দী বিলোচনকে আনিয়া কিছুদূরে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বিলো। জীবনের শেষ যবনিকা আজ
প'ড়ে যাবে এই মহাবনে।
দুঃখ নাই—খেদ নাই তাতে,
দাবদগ্ধ জীবনের অনন্ত যন্ত্রণা
জুড়াইবে জনমের মত ;
কি আনন্দ এ হ'তে আমার ?
মরুময় এ সংসারে মরীচিকা হেরি
অনন্ত পিপাসা ল'য়ে
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক আমি ছুটিলাম কত ;
কিন্তু কোথা একবিন্দুবারি—
মিলিল কি মোর ?
শুষ্ক কণ্ঠ—শুষ্ক বক্ষঃ—
উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসভরা প্রাণ,
আজি তার হবে অবসান।
যত শীঘ্র শেষ হয়—তাই যে কামনা ;
কিন্তু একবার, একবার হায়,
এই মোর মহাযাত্রাকালে

শুধু একবার—
দেখিবারে সাধ হয়, সেই মুখখানি !
সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর
একবার শুনিয়া মরিতে সাধ।
[সোচ্ছ্বাসে] গয়চাঁদ ! প্রাণের দুলাল !
একবার দেখিবার সাধ।
একবার বুকে ক'রে শুধু
চ'লে যাব—মিশে যাব অনন্ত আঁধারে।
মনে পড়ে, সেই রুদ্ধগৃহে
প্রাণপাখী তোরে
রুদ্ধ করি রেখেছিনু একটী রজনী।
তার প্রতিফল আজি
চেয়ে দেখ্ একবার, গয় !
বন্দী আমি কাপালিক-করে,
যাবে প্রাণ এখনি এখানে ;
ক্ষমা কি করিবি মোরে—প্রাণাধিক, আজ ?

তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্তে সুরামত্ত কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। দৈত্যরাজ বিলোচন, আজ তোমার সার্থক জীবন—সার্থক জনম। তোমার দানব-শোণিত আজ মহামায়ার পুণ্য খর্পর পূর্ণ করবে। মহাকালীর মহাবলি করব ব'লেই দস্যু অস্ত্রাহত তোমার মুমূর্ষু জীবন বহুকষ্টে রক্ষা করেছি। আজ সেই জীবনের সদ্ব্যবহার কর। চেয়ে দেখ, ঐ ভীমা কপালিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, অসি-খর্পরধারিণী মহাকালীর লোলরসনা আজ তোমার উত্তপ্ত রুধির পানের জন্য লক্ লক্ করছে। ঐ শোন, ভৈরবীর ঘন ঘন অট্টহাস্তে বিশ্ব-প্রকৃতি

আজ থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। দাঁড়াও নিঃশব্দে—দৈত্যনাথ, মহাবলি-রূপে প্রস্তুত হ'য়ে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার ছিন্নমুণ্ড ঐ অসুরনাশিনীর বাম করে দিয়ে তোমার কবন্ধ দেহকে শবাসন ক'রে আমি মহাসাধনায় নিযুক্ত হই। জয়—মা তারা! জয়—মা তারা!

[বলিয়া যেমন খড়্গ উত্তোলন করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শুক্রাচার্য্য আসিয়া কাপালিকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

শুক্রা। [গম্ভীরস্বরে] স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও।

[কমণ্ডলু হইতে মন্ত্রপূত বারি কাপালিকের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন, কাপালিক স্তব্ধ ভাবে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ বিলোচনকে, বন্ধন মুক্ত করিয়া]

যাও বিলোচন, রাজ্যে ফিরে যাও।

বিলো। [শুক্রাচার্য্যের পদতলে পড়িয়া] গুরুদেব—গুরুদেব! ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন, আর আমাকে সে জ্বলন্ত অনল মধ্যে ফিরিয়ে নেবেন না। আমি বড় আনন্দে আজ মৃত্যুর শীতল কোলে প্রাণ জুড়াতে যাচ্ছিলাম; সে আনন্দে যখন বঞ্চিত করলেন, তখন আমাকে মুক্তি দিন্—আমি এই মহারণ্য মাঝেই শেষ-জীবন লুকিয়ে রাখি।

শুক্রা। ভুলে যাচ্ছ—বিলোচন, তুমি গয়াসুরকে স্বহস্তে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিলে। সে প্রতিজ্ঞা তোমায় রক্ষা করতেই হবে।

বিলো। কোথায় পাব আমার আনন্দদুলালকে, গুরুদেব?

শুক্রা। তপস্যা শেষ ক'রে গয়াসুর স্বরাজ্যের দিকে প্রস্থান করেছে। তুমি মহারাণী প্রভাবতীর সন্ধান ক'রে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যত শীঘ্র পার রাজ্যে ফিরে যাও; আমি যথাসময়ে উপস্থিত হব।

[প্রস্থান

বিলো। কোথায় মৃত্যুর কালোছায়া—আর কোথায় নূতন আশার আলোক আবার নয়নপথে ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌ল! ভগবন্, তোমার দুর্জ্ঞেয় রহস্য কার সাধ্য ভেদ করে? গুরুর আদেশ—মহারাণীর সন্ধান কর্‌তে হবে, যাই।

[প্রস্থান।

কাপা। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] কোথা হ'তে একটা ঝটিকা এসে আমার সমস্ত ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়ে গেল! স্বপ্ন—না সুরার ক্রিয়া, এখনো বুঝ্‌তে পারছি না। কৈ—কৈ, সে বন্দী কই? সে যে রাজবলি—রাজবলি—

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈজয়ন্ত-অন্তঃপুর

শচী একাকিনী চিন্তা করিতেছিলেন।

শচী। জয়ন্ত আজ আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শ নিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছে। সে তার ত্যাগের আদর্শে আজ ত্রিলোকবাসিদের গ'ড়ে তুল্‌তে চায়। জয়ন্ত-জননীর এ হ'তে আর আনন্দের কথা কি আছে? ত্যাগের এ মহামন্ত্রদানের গুরু স্বয়ং ত্রিদিবপতি; আরও আনন্দ আমার এতে। জয়ন্ত ফিরে এলে গয়াসুরের কথাটা জিজ্ঞাসা করব। জয়ন্ত গয়াসুরকে দেবতাদের পশু-আক্রমণ হ'তে রক্ষা করেছে—গয়াসুরের মাকে মা ব'লে ডেকেছে—গয়াসুরকে ভাই ব'লে কোলে নিয়েছে; সুরাসুরের চিরবিদ্বেষ বহ্নি নিবিয়ে দেবার

ইচ্ছাই আজ জয়ন্তের প্রাণে জেগে উঠেছে। নারায়ণ! পুত্রের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

ব্যস্তভাবে জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। [সানন্দে] বড় আনন্দ-সংবাদ নিয়ে এসেছি আজ, মা!

শচী। [সাগ্রহে] কি বাবা!

জয়ন্ত। গয়াসুর ভাই আমার হরির তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়ে নূতন এক বর চেয়ে নিয়েছে; কোন দৈত্য কোনদিন এরূপ বর প্রার্থনা করে নি, মা!

শচী। সে কী বর, বাবা?

জয়ন্ত। শুনলে তুমি আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠ্‌বে, মা! গয়াসুর হরির নিকট হ'তে এই বর চেয়ে নিয়েছে যে, মহাতীর্থরূপ তার পবিত্র দেহ যারাই দর্শন বা স্পর্শন করবে, যখনি তারা ইচ্ছা করবে, তখনি স্বর্গে চ'লে আস্‌তে পারবে একমাত্র দানববংশ বাদে

শচী। তা বুঝেছি—দানবেরা কখনো বাহুবলে ছাড়া, দৈববলে স্বর্গলাভ করতে চায় না।

জয়ন্ত। হাঁ মা, তাই। এখন শোন—মা, আমি দেখে এলাম, পিপীলিকা শ্রেণীর মত যক্ষ, রক্ষ, মানব মহানন্দে স্বর্গমুখে ধাবিত হয়েছে; কিন্তু স্বর্গে যদি স্থান সঙ্কুলান করতে না পারি, তা হ'লে উপায়?

শচী। তার উপায় কি করবে, জয়ন্ত? স্বর্গে এসে আমার অতিথিরা স্থান না পেয়ে ফিরে যাবে?

জয়ন্ত। একটা উপায় আছে, মা! আমাদের বৈজয়ন্ত-পুরী স্বর্গের প্রায় তিনভাগ নিয়ে বর্ত্তমান; আমরা যদি সেই রাজ-পুরীর সমস্তটা অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোন এক গৃহে কিংবা কুটীরে গিয়ে

বাস করতে পারি, তা হ'লে বোধ হয়, আপাততঃ অতিথিদের বাসস্থানের অসুবিধা হবে না, মা !

শচী। [হাসিয়া] সুরপতিকে বলেছ এ কথা ?

জয়ন্ত। না মা, এখনো বলি নি পিতাকে। তোমার মতটা আগে জানতে চাই।

শচী। আমি যদি অমত করি ?

জয়ন্ত। লজ্জায় স্বর্গ থেকে পালিয়ে যাব। আমার মায়ের হৃদয়ে যদি এতটুকু উদারতা দেখতে না পাই, তবে সে মায়ের মুখের পানে কেমনে তাকাবে জয়ন্ত ? তা হ'লে বুঝ্‌ব, আমার মা সুরেন্দ্রাণী তুমি নও।

[নতমুখে রহিল]

শচী। [বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে] মায়ের উপর এ অভিমান এক তোমার মত পুত্রেরই সাজে। বুঝ্‌লাম, তোমাকে গর্ভে ধরা শচীর ব্যর্থ হয় নি। আমি পরম আনন্দের সঙ্গেই তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম, জয়ন্ত !

জয়ন্ত। [সানন্দোচ্ছ্বাসে] হাঁ, এই ত আমার মা। এই ত আমার স্বর্গের ইন্দ্রাণী মাতা।

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] একি, জয়ন্ত ! তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে মাতার স্নেহাঞ্চলের তলে দাঁড়িয়ে মাতৃস্নেহ উপভোগ করছ—আর অভ্যাগত অতিথিরা সব স্থানাভাবে কোথাও দাঁড়াতে পর্যান্ত পারছে না।

শচী। [সহাস্যে] সেই ব্যবস্থা করতেই মায়ের কাছে ছুটে এসেছে জয়ন্ত। অতিথিদের জন্য জয়ন্ত আমাদের রাজপুরী ছেড়ে দিতে চায়। আমার কি মত, জেনে-শুনে তোমার কাছে যাবে স্থির করেছে।

ইন্দ্র। তুমি যে আনন্দের সঙ্গেই পুত্রের এ কামনা পূর্ণ করবে, সে

আমি জানি ; কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না, শচি! আমি পূর্ব্ব হ'তেই তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। স্বর্গের প্রান্তে যে মহাশূন্য প্রান্তর প'ড়ে ছিল, বিশ্বকর্ম্মাকে নিয়ে সেখানে আমি কোটী যোজনব্যাপী প্রাসাদ প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। মাতলি অভ্যাগতদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বাসস্থান নির্ব্বাচন ক'রে দিচ্ছে। জয়ন্ত স্বর্গে ছিল না ব'লেই এ সংবাদ জান্‌ত না ; কিন্তু শচি, জয়ন্তের মনে যে নূতন ব্যবস্থার কথা উদয় হয়েছে, সে কথা একবারও আমার মনে উদয় হয় নি। শচি, পুত্রের এ উচ্চতা আজ পিতাকে ছাপিয়ে অনেক উচ্চে উঠেছে।

জয়ন্ত। পিতাত্মাই ত পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে থাকেন, পিতা!

ইন্দ্র। সত্য হ'লেও, মাতৃ-হৃদয়ই পুত্রের সেই স্বচ্ছ প্রকৃতি-দর্পণে বিশেষভাবেই প্রতিবিম্বিত হ'য়ে থাকে, জয়ন্ত! প্রণত হও—পুত্র, ঐ মহা-মহীয়সী মহাদেবীর পাদপদ্মে।

জয়ন্ত। [প্রথমতঃ শচী ও তাহার পর ইন্দ্রকে প্রণাম করিল]

শচী। নূতন আশীর্ব্বাদ ত আর কিছু নাই, পুত্র! একমাত্র নারায়ণের কাছে আমার প্রার্থনা যে, পিতার পুত্র হ'য়ে যেন ত্রিলোকের কল্যাণ-সাধন করতে পার।

সহসা দেবদূত আসিয়া অভিবাদন করিল।

ইন্দ্র। কি সংবাদ ?

দূত। বিনা সাধনায় সব দলে দলে স্বর্গে চ'লে আস্‌ছে, তাই দিক্‌পালগণ শনৈশ্চরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব্রহ্মলোক গমন করছেন।

ইন্দ্র। এরূপ ঘটনা ঘটবে বুঝেছিলাম, শচি! আচ্ছা, যাও দূত তুমি।

[দূতের অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

[বিষাদ ও চিন্তাযুক্তভাবে] বুঝ্‌লে কিছু—শচি, দিক্‌পালগণের ব্রহ্মলোকে যাবার উদ্দেশ্য ?

শচী। এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গপ্রাপ্তি সকলের যাতে না ঘটে, তার জন্য ব্রহ্মলোকে পিতামহের নিকটে উপায়ের জন্য দিক্‌পালগণের গমন ; এই বোধ হয় উদ্দেশ্য।

ইন্দ্র। হাঁ, ঠিক বুঝেছ ; কিন্তু তার পরিণাম কি হ'য়ে দাঁড়াবে, বোধ হয় চিন্তা ক'রে দেখ নি ?

শচী। পরিণাম শোচনীয় ; আবার সেই দেব-দানব-যুদ্ধ—আবার সেই রক্তের স্রোত—আবার সেই স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হওয়া দেবগণের।

সহসা সত্যদেব আসিয়া গাহিলেন।

সত্যদেব।—

গান।

আবার বায়ুকোণে মেঘ দেখা দিয়েছে।
গুরু গুরু মেঘের ডাক ওই ডাক্‌তে সুরু হয়েছে ॥
ও ত, জলোমেঘ নয়, ঝড়োমেঘ ওই, বিদ্যুৎফুটে উঠেছে ;
এখন, উঠ্‌বে যে ঝড় সোঁ। সোঁ। রবে তার সুচনা করেছে ॥
শনি ঘুঘু উড়ে এসে আবার জুড়ে বসেছে ;
দেবতার দলে তাই ত এবার বিষম চমক্ লেগেছে,
হবে লণ্ড-ভণ্ড প্রলয় কাণ্ড, তারা তাবই ফন্দি এঁটেছে ॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। শুন্‌লে ? অনুমান মিথ্যা নয় আমার। গয়াসুর যখনি এই স্বর্গে আসার অবারিত দ্বারপথে দেবতারা বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখ্‌তে পাবে, তখনি সে দ্বারপথ বাধাশূন্য কর্‌তে ছুটে আসবে সসৈন্যে স্বর্গে তার ত্রিলোক-বিজয়ী বীরত্বের সাফল্য পরীক্ষা কর্‌তে।

জয়ন্ত। কিন্তু গয়াসুর কখনও স্বর্গ চাইবে না, পিতা !

ইন্দ্র। স্বর্গ-বিজয়ের গৌরবকে যে, সে বাধ্য হ'য়েই ছাড়্‌তে পার্‌বে

না। গয়াসুর-হস্তে দেবতার দল যখন নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হ'তে থাক্‌বে, তখন বাসবের বজ্র কি জ্ব'লে না উঠে নির্ব্বাপিত থাক্‌বে, জয়ন্ত? শতদোষে দোষী হ'লেও দেবতারা আমার নিকট তখন অপরিত্যাজ্য হ'য়েই দাঁড়াবে। স্বর্গরাজ্য রক্ষার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি স্বর্গাধিপতির প্রাণে জেগে ওঠা তখন স্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌বে না?

জয়ন্ত। নারায়ণের বরে স্বর্গ জয় কর্‌লেও, গয়াসুর স্বর্গসিংহাসন অধিকার করবে না, এ বিশ্বাস গয়াসুরের উপর আমার যথেষ্ট আছে, পিতা!

ইন্দ্র। বুঝ্‌লাম, তার অধিকৃত সিংহাসন তখন স্বর্গাধিপতিকে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ আগ্রহই দেখাবে; কিন্তু তার পর? সেই সিংহাসন গয়াসুরের নিকট হ'তে ভিক্ষান্নের মত হাত পেতে নিতে হবে কাপুরুষ সুরেন্দ্রকে? [অপমান-সুরের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া] জয়ন্ত. মস্তিষ্ক স্থির রেখে কথা বল্‌ছ না। সাবধান, গয়াসুরের পক্ষপাতিত্ব তোমাকে আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়ে দিচ্ছে। গয়াসুরের উপর অত্যন্ত স্নেহান্ধতা তোমাকে হাত ধ'রে অনেক নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, জয়ন্ত! শচি, শুন্‌লে বিকৃতবুদ্ধি পুত্রের কথা?

শচী। দেবতা-দানবের মধ্যে চির-বিদ্বেষের সমন্বয়-চেষ্টাই নিয়ত জয়ন্তের সরল হৃদয়ে জাগরূক, তাই এতটা বিবেচনা ক'রে কথা বল্‌তে পারে নি।

জয়ন্ত। ক্ষুব্ধ হবেন না, পিতা! গয়াসুরকে ভাই ব'লে কোলে নিয়েছি—তার জননীকে জননী ব'লে সম্বোধন করেছি, সে সম্বোধন যদি কেবলমাত্র আমার কৃত্রিম মৌখিক সম্বোধনই হ'ত, তা হ'লে জয়ন্ত পিতার কাছে অনায়াসে অমন কথা বল্‌তে কখনই সাহস কর্‌ত না।

ইন্দ্র। গয়াসুরের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য হ'লে তুমি তখন কি কর্‌বে? ভাই ব'লে স্নেহময় কোলে তুলে নেবে—না তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে?

জয়ন্ত। গয়াসুর কখনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে না।

ইন্দ্র। যেহেতু তুমি নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে অস্ত্রমুখ হ'তে উদ্ধার করতে গিয়েছিলে। উপকারের কৃতজ্ঞতা তুমি তার কাছ থেকে কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব ক'রে নিতে চাও। নিষ্কাম-কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি তোমার এই? এইরূপ নিষ্কাম-কর্ত্তব্য-বুদ্ধি নিয়ে দেবতা-দানবের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ক্ষেপে উঠেছিলে? এখন বুঝতে পারছ—শচি, দিক্‌পালগণকে দেবতা ক'রে গ'ড়ে তুলবার ব্যস্ততা নিয়ে কেন জয়ন্ত তোমার কাছে ফিরে এসেছিল? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে পুত্র তার কপট হৃদয়ের কৃত্রিম উচ্চতা দিয়ে পিতার স্নেহময় বক্ষঃ পুত্র-গৌরবের আনন্দে স্ফীত ক'রে তুলেছিল, পরক্ষণেই আবার সেই কাপুরুষ পুত্র মুক্ত হৃদয়ের স্বাভাবিক নীচতা দেখিয়ে সেই পিতৃ-হৃদয়ে শত গ্লানি—শত ধিক্কার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। শচি, ব্যর্থ হয়েছে আমার সমস্ত শিক্ষাদান—নিষ্ফল হয়েছে আমার গুরুতা গৌরব, ভুল হয়েছে আমার শিষ্য-নির্ব্বাচন।

জয়ন্ত। এ আক্ষেপ, এ তিরস্কার, এ উপেক্ষার শত বজ্রাঘাত পিতার নিকট হ'তে পাবার জন্য দুর্ভাগ্য পুত্র প্রস্তুত ছিল না, জননি! ভাইয়ের নিকট হ'তে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা কি জ্যেষ্ঠের পক্ষে স্বার্থপরতা, না ভাইকে প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ ক'রে গ'ড়ে তোলার সার্থকতা দেখে বিমল আনন্দে আনন্দিত হ'য়ে ওঠা? এ পুত্র তার পিতৃশিক্ষার কোন অবমাননাই করে নি, জননি! সত্যকথা বলা যদি পিতার কাছে পুত্রের ঔদ্ধত্য না হ'য়ে কর্ত্তব্য ব'লেই স্থির হওয়া নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ হয়, তবে এই সত্যবাদী পুত্র স্পষ্টাক্ষরে তার পিতাকে বলতে চায়, দানব বিদ্বেষের গুপ্তদাগ পিতার হৃদয় হ'তে এখনো মুছে যায় নি। সে গুপ্তদাগ সতর্কতার আবরণ ভেঙে ফেলে পুত্রের বক্ষে আজ প্রকট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। উঃ—আমার এতদিনের শ্রদ্ধা, ভক্তি আজ নিতান্ত

লজ্জায়—নিতান্ত দুঃখে হৃদয় হ'তে যেন দূরে স'রে যাচ্ছে। পিতার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারালে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কোথায় গিয়ে সান্ত্বনা পাব, মা? [কাঁদিয়া ফেলিল]

ইন্দ্র। [ভাণ দেখাইয়া] দাঁড়াবে গিয়ে নরকে, কুলাঙ্গার। সান্ত্বনা পাবে কুম্ভীপাকে গিয়ে, অধম! যাও তুমি তোমার সেই উপযুক্ত স্থানে চ'লে। [তরবারি নিষ্কাশন]

শচী। [তরবারি ধরিয়া] তরবারি আঘাত আজ প্রাপ্য নয়, সুরপতি! সে আঘাত আজ সম্পূর্ণ প্রাপ্য তারই—যে তার সরল অকপট পুত্রের নিকট চিরাভ্যস্ত নিজ দানব-বিদ্বেষকে গুপ্ত রাখ্‌তে না পেরে পুত্র আর স্ত্রীর চিরবিশ্বাস ভেঙে দিয়ে সেখানে অশ্রদ্ধার বিষ স্বহস্তে ঢেলে দিয়েছে। এইরূপ তিরস্কারের বিষাক্ত বাণ শচী তার স্বামীর উপর জীবনে কখনো বর্ষন করে নি; এইবার প্রথম। এস—জয়ন্ত, মায়ের সঙ্গে চ'লে গয়াসুরের কাছে। দুই পুত্রকে কোলে ক'রে শচী আজ হ'তে পুত্রের জননী হ'য়ে দাঁড়াবে সেখানে।

ইন্দ্র। [ভাবান্তরিত ভাবে অসি কোষবদ্ধ করিয়া সহাস্যে] আমি আজ এই আশাই করেছিলাম, শচি! পুত্রকে যথার্থ পরীক্ষা করবার ক্ষেত্র আর পাই নি কখনো; সেই সঙ্গে তোমাকেও সোনার মত আরও ক'ষে নিলাম, শচি! পুত্র আর পত্নীর এই পরীক্ষা হ'তে যে বিশ্বাস, যে আনন্দ লাভ করলাম, সে আনন্দ, সে বিশ্বাস আমাকে দানব-সমরে পরাজয়ের দিনে মহাশান্তির আশ্রয় হ'তে বিচ্যুত করতে পারবে না। জয়ন্ত, তোমার সত্যবাদিতা আজ স্পষ্টভাষিতার সঙ্গে মিশে আরও সহজ, সুন্দর ক'রে তুলেছে তোমাকে!

[জয়ন্ত সাশ্রুনেত্রে ইন্দ্রের পদতলে পতিত হইল, ইন্দ্র জয়ন্তকে উঠাইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া]

ইন্দ্র। আজ তুমি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ, জয়ন্ত! যাও, এখন তোমার স্নেহময় ভ্রাতা গয়াসুরের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত; উপযুক্ত উপঢৌকনসহ সেখানে চ'লে যাও। শচি, জয়ন্তের সঙ্গে—তোমারও মাতৃ-আশীর্ব্বাদ গয়াসুরকে পাঠিয়ে দিতে বিস্মৃত হ'য়ো না যেন।

[হাস্যমুখে প্রস্থান।

জয়ন্ত। [হাস্যমুখে] এমন পিতাকেও মাঝে মাঝে বুঝ্তে ভুল ক'রে ফেলি!

শচী। চিরসঙ্গিনী হ'য়ে আমিই যখন ভুল ক'রে ফেল্লাম, তখন তুমি পুত্র হ'য়ে যে ভুল কর্বে, তাতে বেশী বিস্ময় কি আছে, জয়ন্ত! চল, এখন গয়াসুরকে উপযুক্ত উপঢৌকন তোমার কি দেওয়া উচিত, স্থির কর গে।

জয়ন্ত। [সাহাস্যে] সে আমি স্থির ক'রেই রেখেছি; চল—তোমায় পরে বল্ব, মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিবিড় বন

জীর্ণবেশা, শীর্ণদেহা উন্মাদিনী অন্ধা প্রভাবতী বৃক্ষাদিতে বাধা পাইয়া পড়িয়া উঠিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে প্রবেশ করিলেন। কণ্টকক্ষত অঙ্গ হইতে রুধির ঝরিতেছিল।

প্রভা। [যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাণে সরোদনে] কোথায়? কোথায় রে আমার বুকের মাণিক! অন্ধের নয়ন বাবা আমার! কোথায় গেলে তোরে পাব? আমি যে অন্ধ হয়েছি, বাবা! কোন্ পথে কোথায় যাব? আর যে

পারি না, বাপ্! ঐ যে কে বল্‌ছে, গয় আমার এই বনে লুকিয়ে হরিসাধনা কর্‌ছে। আমি কাছে গেলে পাছে তার হরিসাধনা ভেঙে যায়, এই ভয়ে গয় আমায় সাড়া দিচ্ছে না। ওগো, কে ব'লে গেলে গো,—কে ব'লে গেলে? একবার আমায় দয়া ক'রে নিয়ে চল আমার গয়ের কাছে। তারে কত যুগ দেখি নি! [কিঞ্চিৎ পরে] না-না—মিছে কথা, কেউ কিছু বলে নি। কেবল একটা শুষ্ক বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে আমার কানের কাছ দিয়ে চ'লে গেল। এতদিন কি গয় আমার বেঁচে আছে? কোন্ জঙ্গলের বাঘ-ভালুকে তারে—সে কথা মুখে আন্‌তে পারি না। মা যে আমি। কেন গয়চাঁদের মা হয়েছিলাম? গয়চাঁদের মত ছেলে যারা হারিয়ে ফেলে, হা ভগবান্! তাদের কেন মেরে ফেল না? না—আর কাঁদব্ না—চোখেতে আর জল নাই আমার, চোখ্ শুষ্ক—বুক শুষ্ক—প্রাণ শুষ্ক। উঃ—কত আগুন পোড়ারমুখী আমি এই বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখেছি! এইবার একবার ছুটে দেখি, কদ্দূর সে আমার গেল। দি দৌড়্—প্রাণপণে বুকটা চেপে ধ'রে, দি একবার দৌড়্।

[দৌড়িতে গিয়া সহসা একটা বৃক্ষে আঘাত পাইয়া "বাপ্ রে, কোথায় তুই" বলিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন]

অদূরে জীর্ণবেশে রুক্ষকেশে ধূলিধূসরিত অঙ্গে
বিলোচনের প্রবেশ।

বিলো। না—এত খুঁজলাম, কোথাও মহারাণীর সন্ধান পেলাম না। পুত্র-শোকাতুরা উন্মাদিনী "হা পুত্র—হা পুত্র" ব'লে এতদিন কবে হয় ত প্রাণত্যাগ করেছে। মৃত্যু! কে বলে তুমি নির্দ্দয় কঠোর? আমার মনে হয়, তুমি কত দয়াল, কত কোমল! তোমার হিম-শীতল করস্পর্শে জীবনের কোন যন্ত্রণাই থাকে না। ব্যথিতের ব্যথা দূর করতে তোমার

মত বান্ধব ত আর কেউ নাই, জীবনের সমস্ত অভিনয় যখন শেষ হ'য়ে যায়, তখন সে রঙ্গমঞ্চে নীল যবনিকা ফেলে দাও—এক তুমি। জীবনের সব আলো—সব সুখ—সব শান্তি যখন নিভে যায়, তখন তোমার মত আশ্রয়দাতা তার আর কেউ থাকে না। তাই শেষের বন্ধু! তোমার আশ্রয় পাবার জন্য আজ এত ডাকছি তোমাকে; আমার আনন্দ-দুলাল গয় যখন বেঁচে আছে শুনেছি, তখন ত আমার আর কোন আকিঞ্চন নাই, বন্ধু! এই যে সন্ধ্যাও হ'য়ে এল, চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না; এখানেই আজ বিশ্রাম। [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রভাবতীকে পতিত দেখিয়া] কে যেন এই প'ড়ে আছে, আমার মত কোন হতভাগ্য হয় ত কোন বন্য হিংস্রজন্তুর আক্রমণে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে। [বিশেষরূপে দেখিয়া] অঁ্যা—অঁ্যা—নিবিড় বনের অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোকে, এ কাকে দেখতে পাচ্ছি! মহাদেবি! মহাদেবী মূর্চ্ছিতা, না অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিতা? আগে চেষ্টা ক'রে দেখি। [উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন]

প্রভা। [চৈতন্য পাইয়া কণ্ঠজড়িত ক্ষীণস্বরে] একবার আয় রে—একবার আয়—

বিলো। [স্বগত] এই যে জ্ঞান হয়েছে। [আরও জোরে জোরে ব্যজন]

প্রভা। উঃ-হু-হু—জ্ব'লে যায় রে, বড় জ্ব'লে যায়। বুকেপোরা এত আগুনের তাপ কি সইতে পারা যায়, রে?

বিলো। মহাদেবি!

প্রভা। কে যেন আমায় ডাকছে! আমার বাবার মত মা ব'লে কেউ ডাকতে পারে না। এই যে কার নিশ্বাস যেন জোরে জোরে আমার গায়ে এসে লাগছে। আমার বাবার নিঃশ্বাস ত এ রকম ছিল না!

বিলো। [অশ্রুজড়িত কণ্ঠে] মহাদেবি! আমি সেই বি—

প্রভা। আবার সেই ডাক! মা-ডাক মুখে আসে না তোমার? ওরে, আমি যে ওই মা-ডাকের কাঙাল। সে সুধাভরা ডাক্ যে ডাক্‌ত, সে আজ আমার নাই—রে, নাই। তাই তোদের কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমায় একবারটী সেই মা-ডাক শোনা।

বিলো। আছে—আছে—মহাদেবি, গয়চাঁদ তোমার বেঁচে আছে। আবার তার মুখে সেই সুধাভরা মা-ডাক শুন্‌তে পাবে।

প্রভা। [সহসা উঠিয়া বসিয়া] ওরে—আছে রে—আছে, আমার গয়চাঁদ বেঁচে আছে! [ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আনন্দে] কোথায় যাব? কি কর্‌ব? আমার গয় বেঁচে আছে—বেঁচে আছে। এই যে মাকে নেবার জন্যে লোকে পাঠিয়েছে। কই—কই? তুমি কে? আবার বল যে, আমার গয় বেঁচে আছে।

বিলো। হাঁ দেবি, বেঁচে আছে।

প্রভা। তোমার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি, ঠিক মনে পড়্‌ছে না।

বিলো। আমার পরিচয় দিতে জিহ্বা আজ সর্‌ছে না। দৈত্য-কুলে একটা কাল-ধূমকেতু এসে উদয় হয়েছিল, সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল একটা মহাঝঞ্ঝা, মহাবিপ্লব, মহাবিপর্য্যয়। সে মহাঝঞ্ঝার প্রবল বেগে কোথায় উড়ে চ'লে গেল সেই নন্দন-বনের আনন্দময় পারিজাত কুসুমটী! কোথায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উড়ে গেল সুখশান্তির তরুলতাগুলি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আলেয়ার মত নিবে গেল—স্বপনের মত সব ফুরিয়ে গেল—জলবিম্বের মত সব মিশে গেল। থাক্‌ল কেবল হাহাকার—অন্ধকার—নিদারুণ করুণ দৃশ্য।

প্রভা। ওগো, তুমি পরিচয় দাও; আমি অন্ধ—তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বিলো। [চমকিয়া] ওঃ—আজ অন্ধ তুমি, দেবি! এ অন্ধ তোমায় যে করেছে—পুত্রহারা তোমায় যে করেছে—পুত্রশোকে উন্মাদিনী তোমায় যে করেছে, সেই মহাশত্রু সম্মুখে তোমার উপস্থিত। পার দিতে একটা অভিশাপ ? পার দিতে একটা বজ্র ফেলে এ পাপীর মাথায় ? পার দিতে একটা জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পথের ধুলোর মত এই মহাশত্রু অধম বিলোচনকে ?

প্রভা। তুমি! তুমি ? সেই বিলোচন তুমি আবার এসেছ ? আজ আবার কি নিতে এসেছ ? আজ যে আমার কোল শূন্য—বুক শূন্য। আজ আবার কাকে নিয়ে সারারাত্রি সেই রুদ্ধঘরে আটকে রাখ্‌বে ? "কাকা কাকা" ব'লে সারারাত্রি চেঁচালেও সাড়া দেবে না ?

বিলো। [সোচ্ছ্বাসে] বজ্র! নিবে গেছ ? মৃত্যু! তোমার চিত্রগুপ্তের তালিকা হ'তে কি বিলোচনের নাম মুছে ফেলেছ ?

প্রভা। বজ্র, মৃত্যু—ওসব ত আর নেই, দেবর! তারা শক্তিহীন হ'য়ে লজ্জায় স'রে পড়েছে। তা পড়ুক, আর আমি ওদের চাই নে এখন। তুমি যখন বল্‌ছ যে, আমার গয় বেঁচে আছে, তখন আর মর্‌তে পার্‌ব না ; কিন্তু তুমি সঙ্গে ক'রে ত নিয়ে এলে না এখানে ? সেই যে নিয়ে চ'লে গেলে - আর ত ফিরিয়ে দিলে না আমার কোলে ?

বিলো। মহাদেবি, আমার সেই দুলালকে দেখ্‌বার ভাগ্য এখনও আমার ঘটে নি। গুরুদেবের মুখে শুনেছি, গয়চন্দ্র হরিসাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে গৃহের দিকে ফিরেছে। আমি মহাদেবীকে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাব ব'লে এ কয়দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রভা। [ব্যস্তভাবে] তবে—তবে আমায় নিয়ে চল তাড়াতাড়ি সেখানে। এতক্ষণ বাবা আমার মা মা ব'লে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেল্‌ছে। যদি আমায় খুঁজে না পেয়ে ফিরে কোথাও চ'লে যায় ?

চল—শীগ্‌গির চল। আমি যে গিয়ে তাকে রাজা ক'রে রাজ-সিংহাসনে বসাব—রাজ-মুকুট নিজের হাতে পরাব! বাতাসের মত উড়িয়ে নিয়ে চল আমাকে! [হাত বাড়াইয়া দিলেন]

বিলো। [হস্ত ধরিয়া] এস, মহাদেবি! [যাইতেছিলেন]

প্রভা। অত আস্তে আস্তে নয়, দৌড়ে চল—দৌড়ে চল।

[ত্বরিত পদে যাইবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে করিতে বিলোচন সহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

স্বর্গগমনেচ্ছু একদল বাল-বৃদ্ধ-যুবার গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

ওরে, স্বর্গে যাবি—স্বর্গে যাবি—স্বর্গে যাবি চল্।
কোথা থেকে এসেছে এক স্বর্গে যাবার নূতন কল॥
আয়, ডোম্-ডোম্‌নী বাগ্দী, হাড়ী মেথর-মেথরাণী,
আয়, কামার কুমোর তেলী তামলী চামার-চামরাণী,
(আয় ভয় নাই রে) (পাপীর পাপের তাপীর তাপের)
(স্বর্গের সিড়ি বেঁধে দেছে)
আর সাধন ভজন, নাই প্রযোজন, আয় রে ছুটে দলে-দল।
আয়, রাজা-প্রজা গরীব-দুঃখী সবই রে আজ একাকার,
আয়, রোগী ভোগী শোকী তাপী মহাপাপী দুরাচার,
(আয় আয় ছুটে আয় রে) (দলে দলে)
(পঙ্গপালের মত তোরা দলে দলে ছুটে আয় রে)
আজ ধন্য হ'ল—ধন্য হ'ল গয়াসুরের সাধন-বল॥

[প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ একদল সধবা-বিধবা-ছুঁড়ী-বুড়ী পোঁটলা-পুঁটলি কক্ষে করিয়া ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে লাগিল।

১মা। ওলো—ও ক্ষান্ত! ও শান্ত!

২য়া। ওলো—ও বামা! ও ক্ষ্যামা!

৩য়া। ওলো, তোরা চ'লে আয়, চ'লে আয়।

১ম বুড়ী। আ—আমার পোড়াকপাল! দোক্তা-গুঁড়োর কৌটোটা ফেলে এসেছি—লো, ফেলে এসেছি।

২য় বুড়ী। আ—মরণ আমার, ছেঁড়া কাঁথার পুঁটলিটা কোথায় গোল্লায় দিয়ে এসেছি লো—গোল্লায় দিয়ে এসেছি।

কোন যুবতী। এই মরেছে! হায়-হায় মা, আমার মুখ দেখ্‌বার আয়নাখানা?

অন্য যুবতী। গেছে—লো, গেছে আমার কত্তার দেওয়া মাথার কাঁটাদুটো।

কোন নারী। অ্যাঁ—আমার খোকার মুখের চুসিকাঠি?

কোন বালিকা। [ক্রন্দনস্বরে] ওগো, আমার পুতুলখানা? এ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—

অন্য বালিকা। [ক্রন্দনস্বরে] ওগো, আমার বাক্সের চুড়িপেড়ে শাড়িখানা? এঁ্যা—এঁ্যা—এ্যা—

[সকলের প্রস্থান

তৎক্ষণাৎ একটী অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সোনামণির প্রবেশ। বৃদ্ধের সন্দেহ রোগ বিলক্ষণ ছিল।

বৃদ্ধ। তা—সোনামণি!

সোনা। আঃ—কেন বারে বারে ডেকে জ্বালাতন কর্‌ছ, বল ত?

বৃদ্ধ। না—না, বিদেশ-বেভূঁই—একটু কথা ব'লে চলা ভাল।

সোনা। অত বক্‌তে পারি না আমি।

বৃদ্ধ। বলি, পেছু-টেছু কোন ছোঁড়া-টোড়া লাগে নি ত তোমার? আমি অন্ধ মানুষ, তাই বল্‌ছি—পথে-ঘাটে একটু দেখে-শুনে চ'লো।

সোনা। [স্বগত] একটু মজা করা যাক্ বুড়োকে নিয়ে

বৃদ্ধ। একেবারেই চুপ মেরে গেলে যে, সোনামণি!

সোনা। দেখ না, একদল ছোঁড়া আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে আর চোখ-ইসারা কর্‌ছে।

বৃদ্ধ। [ভয়ে ও বিস্ময়ে] আর আমার সর্ব্বনাশ! সোনামণি! সোনামণি! তুমি সেদিক্‌পানে মোটেই চেয়ো না; তুমি একদৃষ্টিতে খালি আমার মুখের দিকে সতী-লক্ষ্মীর মত চেয়ে চল। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? ছোঁড়াগুলো বড় বেয়াড়া। এইরকম পথে-মাঠে ওৎ মেরে থাকে—সুন্দরী নারী পেলেই আর কথা নেই।

সোনা। তা হ'লই বা—একটু মজা করি না ওদের সাথে, পথের কষ্টটাও অন্ততঃ দূর হবে!

বৃদ্ধ। অ্যাঁ! কি বল্‌ছ, সোনা? এই পথের মাঝে ছোঁড়া নিয়ে মজা করবে? আরে, তুমি যে সতী-সাবিত্রীর জাতি! তোমার কি ওসব কর্‌তে আছে? পরপুরুষ—পরপুরুষ! কৈ গো, কথা কইছ না যে? বলি, চোখ্-টোখ্ ঠার্‌ছ না ত? তবু কথা নাই মুখে! বলি, সে গুলো কাছে এসে ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় নি ত? [হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে চেষ্টা] আমার কাছে স'রে এস. পতিই সতীর একমাত্র পরম গুরু।

সোনা। আঃ—অমন টান্‌ছ কেন?

বৃদ্ধ। আরে, টান্‌ছি কি সাধে? তৃতীয় পক্ষ তুমি আমার যে, বক্ষ ছাড়া ক'রে কি রাখ্‌তে পারি?

সোনা। এখন বুড়ো হ'য়ে স্বর্গে চলেছ—এখনও নারী নিয়ে খেলা করবার সখ্ তোমার গেল না—ছিঃ।

বৃদ্ধ। আরে, ঐ ছিঃটা এদিকে না দিয়ে ঐ দিকে দাও না ছাই!

সোনা। তুমি যে বুড়ো—ওরা যে ছোড়া? ওদের যা সাজে—তোমার তা সাজে না, তুমি বুড়ো হয়েছ।

বৃদ্ধ। বাইরে আমার ধাতের গুণে বুড়ো দেখ্‌ছ; ভেতরে আমি তোমার কচি খোকাটীই আছি, সোনামণি!

সোনা। দূর-দূর—মুখে যা আস্‌ছে তাই বল্‌ছ। ভীমরথী ধরেছে! এই রকমই হয়।

বৃদ্ধ। যাক্, স্বর্গে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তি ক'রে নেব। তুমি চল ত দেখি একবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির ক'রে।

সোনা। ছোঁড়াগুলো যে আঁচল ধ'রে রেখেছে, যাব কি, বল?

বৃদ্ধ। আরে সর্ব্বনাশ! একেবারে বস্ত্রহরণের কাণ্ড! দোহাই বাবারা, তোমাদের পায়ে পড়ি; আমার এই বৃদ্ধকালের তরুণী সম্বলটী তোমরা কেড়ে নিয়ে যেয়ো না। তা হ'লে আমি বৎস-হারা গাভীর মত—

সোনা। দেখ, আবার কি বলে? এই আমি তোমার কপালে কলা ঠেকিয়ে চল্‌লাম তবে। [সরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের রকম দেখিতেছিল আর নীরবে হাসিতেছিল]

বৃদ্ধ। [উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল] কোথায় গেলে গো—আমার তৃতীয় পক্ষের পিত্তিরক্ষাকারিণি! আমায় ছেড়ে যেয়ো না গো—আমার স্বর্গপথের সিঁড়িরূপিণি! ওগো, তোমার বুড়ো ম'ল গো, তোমায় বিধবা ক'রে। সোনামণি গো—মা, তুমি কোথায় গেলে? [ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

সোনা। [রাগিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মুখ টিপিয়া ধরিয়া] চল্ মড়া, তোর পিণ্ডি চট্কাতে! [অন্ধকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ একটী খঞ্জ রমনী দুই হাতে লাঠি ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ করিল।

খঞ্জা। মর্—মর্ আঁটকুড়ীর ব্যাটারা, ভাইখাগীর ব্যাটারা। গোল্লায় যা—গোল্লায় যা।

তৎক্ষণাৎ একদল বালকের প্রবেশ।

বালকগণ। ও খুঁড়ী! ও খুঁড়ী! যাবি সগ্‌গপুরী।
খোঁড়া পায়ে কি ক'রে ওই উঠ্‌বি সগ্‌গের সিঁড়ি॥

খঞ্জা। মর্ মর্ মর্—মর্ মর্ মর্। যম কি তোদের চোখে দেখ্‌তে পায় না, রে?

বালকগণ। খুড়ি, তোর খোঁড়া গেল কোথা?
খোঁড়া পায়ে লাথি মেরে বুঝি ভেঙেছিস্ তার মাথা?

খঞ্জা। আয়-আয়, এই খোঁড়া-পায়ের লাথি একবার খেয়ে যা, তোদের সাতপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে! আয় না রে মুখ পোড়ারা, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

বালকগণ। খুড়ী, তুই যাবি শ্বশুরবাড়ী।
শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খুড়ী খাবি ঝাঁটার বাড়ী॥

খঞ্জা। তবে নাকি রে হোঁদলকুৎকুতের বাচ্চারা! রাখ্ আগে—তোদের পোড়ামুখগুলোয় নুড়ো জ্বেলে দি। [বলিয়া ভঙ্গিমাসহ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাড়া করিল]

বালকগণ। ওরে খুঁড়ী আস্‌ছে তেড়ে।
ছোট্ সবে দৌড়্ মেরে॥

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

খঞ্জা। ওরে তোদের ওলাউঠো হ'ক—ওলাউঠো হ'ক্। দোহাই ওলাচণ্ডি রাত্তিরের মধ্যে ওগুলোকে নিকেশ ক'রে দাও—তোমারে জোড়া মোষ দেব। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক পায়ে লাঠি ভর করিয়া দাঁড়াইয়া] মাগো—মা! কেন আমি সগ্গ যাত্রা করেছিলাম ?

জনৈক যুবকের প্রবেশ।

যুবক। এই যে, মাসী যে! বলি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? মেসোর সঙ্গে কিছু হয়েছে-টয়েছে নাকি ?

খঞ্জা। [সহাস্যে] না রে বাবা! তার সঙ্গে কিছু হয়-টয় নি। জানই ত বাবা, তোমার মেসোটি কেমন—হে—হে—হে—

যুবক। তা আর জানি নি ? মেসোর ত তুমি-অন্তই প্রাণ।

খঞ্জা। যদি একবারটী দয়া কর্‌তে, বাবা—

যুবক। তা বেশ ত; আমিও ত সেই মুখোই যাচ্ছি!

খঞ্জা। খাওয়াই হবে না—আর কেউ রেঁধে দিলে মুখে রুচ্‌বে না।

যুবক। রেতে ঘুমও হবে না হয় ত ?

খঞ্জা। হে-হে-হে—তুমি সবই ত জান, বাবা! তোমার কাছে আর লজ্জা কি, বাবা! আস্‌তে কি আর দিতে চায় ? এই দেখ না—হাত না ধ'রে সে কী কান্না—কী কান্না! একেবারে নয়-নৈরেকার হ'য়ে গেল সেখানটা, শেষে যেন মা-শোগা ছেলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল আমার পানে!

যুবক। আহা—আহা! এমন মা-শোগা ছেলেকে কি একলাটী ফেলে আস্‌তে হয়, মাসি ?

খঞ্জা। একটু সগ্‌গধম্ম কর্‌বার সখ্ হল যে, বাবা! কোন্ অমাসুর না বগাসুর নতুন ক'রে নাকি সগ্গের সিঁড়ি গেঁথে দিচ্ছে, তাই একবার এলাম, বাবা!

যুবক। তা মাসি, বেশ কথা। তবে ভাবনা হচ্ছে যে, সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠ্‌তে পার্‌লে হয়।

খঞ্জা [মুখ ভার করিয়া] সবাই উঠ্‌ছে আর আমি পার্‌ব না?

যুবক। মেসো একদিন বলছিল যে, তোমার একখানা পা নাকি একটু—

খঞ্জা। [রাগিয়া] কি বল্‌ছিল সে পোড়ারমুখো?

যুবক। না, এমন কিছু না; ভগবানের মার, কি কর্‌বে, বল?

খঞ্জা। কেন বাছা, ভগবানের মারটা দেখ্‌তে গেলে কিসে? দেশের সকল লোকগুলোই কি চোখের মাথা খেয়েছে গো!

যুবক। একটু খুঁড়িয়ে চল্‌তে হয় কিনা?

খঞ্জা। [মুখভঙ্গি করিয়া] আ হা—হা, খুঁড়িয়ে চল্‌তে হয় কিনা?

যুবক। তা চট কেন, মাসি? খুঁড়িয়ে চল্‌লেই বা, তাতে আর হয়েছে কি?

খঞ্জা। তা হ'লে আমি খোঁড়া, রে মিন্‌সে? তোর্ মুখে আগুন! যা—যা—কোথায় যাবি মর্‌তে যা।

যুবক। আহা চট কেন, মাসি? খোঁড়া মানুষ, না হয় আমি হাত ধরে নিয়ে যাব।

খঞ্জা। আ হা-হা—হাত ধর্‌বার আর জায়গা পেলি না, বুড়ো বাঁদর! দূর্ হ—দূর্ হ—আমার বাঁ পাও তোর সঙ্গে যাবে না। এই আমি এখান হ'তে চল্‌লাম, চেয়ে দেখ্—[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইতেছিল] আমি খোঁড়া রে, হতচ্ছাড়া? [প্রস্থান।

যুবক। মাসি, একটু কদমে—একটু কদমে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজসভা

শূন্য সিংহাসনের উপরে রাজচ্ছত্র উড়িতেছিল, মন্ত্রী ও সেনাপতি মহাকায় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী। সেনাপতি, কত কাল এই ভাবে শূন্য-সিংহাসন রক্ষা করতে হবে, ভগবান্‌ই জানেন! গুরুদেব মহাদেবীর সন্ধানে গেলেন, আর ফিরলেন না। রাজপুত্রেরও কোন সংবাদ নাই। রাজকন্যা জল্পনাও ভাইয়ের সন্ধানে গিয়ে নিরুদ্দেশ। সম্রাট্ বিলোচন এখন কোথায় আছেন, কে জানে? বধু সঙ্গে যুবরাজ চন্দ্রচূড়ও ঘোর অনুতপ্ত ভাবে সেই যে কোথায় অদৃশ্য হলেন, তারও সংবাদ কিছুই জানি না। রাজপুরী আজ নিস্তব্ধ—নীরব। প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যমুগ্ধা ছোট রাজকন্যা কল্পনা নিভৃতে সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবে রয়েছেন। শূন্যসভা পূর্ণ ক'রে আছি মাত্র আমি আর তুমি। হায়—কি ছিল আর কি হয়েছে! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

মহা। সময়ে সময়ে মনে হয়—যেন রূপকথার কোন্ এক অভিশপ্ত পুরীতে নৈরাশ্যের একটা হাহাকার বুকে ক'রে সেই মহাশ্মশানের মধ্যে কবন্ধের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র আমরা দুটী। উদ্দেশ্য নাই—কার্য্য নাই— ঘাত নাই—প্রতিঘাত নাই, জীবনহীন রক্তমাংসশূন্য প্রেতের কঙ্কাল-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমরা দুটী। কখনও কখনও এও মনে হয়, সত্যই আমরা জীবিত না মৃত!

মন্ত্রী। তবুও কিন্তু থাকতে হবে, সেনাপতি! এইভাবে জীবনহীন ভাবে অশান্তির মহাজ্বালার মধ্যে লুকিয়ে। একদিন দৈত্যপতি বিলোচন

সম্বন্ধে যে ভুল ক'রে ফেলেছিলাম আমরা, যার ফলে আজ রাজপুরী মহাশ্মশানের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। সেই মহাভুলের জন্য মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হবে আমাদের।

মহা সে প্রায়শ্চিত্ত কি এতেই শেষ হবে আমাদের? তার জন্যেই বুকে জেলে রেখে দিয়েছি তুষানল—জ্বলবে চিরদিন অন্তরের অন্তস্তলে সেই তুষানল ধিকি ধিকি ক'রে। প্রতিপলে ভস্ম করবে হৃৎ-পিণ্ডের একটী একটী ক'রে তন্ত্রী। নির্ব্বাপিত হবে সে দেহের শোণিত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, একবারে সব নিঃশেষ ক'রে।

নেপথ্য হইতে উচ্চকণ্ঠে গয়াসুর কহিলেন।

গয়া। এ মহাশূন্য প্রেতপুরীতে যদি কেউ জীবিত থাক, তবে উত্তর দাও। [মন্ত্রী ও সেনাপতি উৎকর্ণ হইলেন।]

[আরও একটু অগ্রসর হইয়া নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] দানব-সম্রাট্ বিলোচন-নিষেবিত রাজসভার তোরণদ্বারে যদি জীবিত কেউ থাক, তবে উত্তর দাও—আমি গয়াসুর।

মন্ত্রী সেনাপতি—সেনাপতি, রাজপুত্র—রাজপুত্র!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

পরক্ষণেই গয়াসুরকে দুইজনে দুই পার্শ্ব হইতে ধরিয়া প্রবেশ করিল।

গয়া। [হতাশ দৃষ্টিতে উভয়কে দেখিয়া] মন্ত্রী আর সেনাপতি তা হ'লে এখনও জীবিত; কিন্তু রাজ-সিংহাসন শূন্য। বল—মন্ত্রি, বল—সেনাপতি, আমার কাকা কোথায়?

মন্ত্রী। যেদিন কুমার রাজপুরী হ'তে অদৃশ্য হলেন, দৈত্যপতিও সেইদিনই কুমারের সন্ধানে রাজপুরী হ'তে অদৃশ্য হয়েছেন—কোন সংবাদ পাই নি।

গয়া। উত্তম সংবাদ! বল, তার পর?

মন্ত্রী। তার পর গুরুদেব যুবরাজ চন্দ্রচূড়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, কিছুদিন পরে কুসংসর্গের ফলে উচ্ছৃঙ্খল যুবরাজকেও রাজকন্যা জল্পনা সিংহাসনচ্যুত করলেন, অনুতপ্ত চন্দ্রচূড় বধূ-সুলেখাসহ সেই দিন হ'তে নিরুদ্দেশ। তার পর হ'তেই শূন্য সিংহাসনের প্রহরী হ'য়ে আমি আর সেনাপতি এখন কুমারের প্রতীক্ষা ক'রে প'ড়ে আছি।

গয়া। [অর্দ্ধ জড়িত স্বরে] আরও-উত্তম [অশ্রু রুদ্ধ করিয়া] তার পর বল—মন্ত্রি, আমার মা?

[মন্ত্রী ও সেনাপতি মুখ নত করিল]

[উভয়কে নিরুত্তর দেখিয়া] নিরুত্তর? তা হ'লে আমার মা নেই? [উত্তেজনা ও করুণাজড়িত কণ্ঠে] বল—বল, আমার মা কি তা হ'লে জীবিত নেই?

মন্ত্রী। মহারাণীও কুমারের অদৃশ্য হবার পর থেকেই, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে রাজপুরী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেলেন—আর ফিরলেন না। সে দিন হ'তে আমরাও মাতৃহারা, কুমার! [অশ্রু মুছিলেন]

গয়া। [কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া হতাশভাবে] তা হ'লে কাকা নেই—মা নেই, ভগ্নীরা—তারাও বোধ হয় নেই। কেউ নেই···কেউ নেই···আজ গয়াসুরের কেউ নেই।

মহা। রাজকন্যা জল্পনা কিছুদিন আগে কুমারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। ছোট-রাজকন্যা কল্পনা রাজ-পুরীতেই আছেন।

গয়া। [পূর্ব্ববৎ] ওঃ—মা আমাদের জীবিত নেই?

মহা। ঠিক জীবিত যে নাই—তাও ত বলতে পারা যায় না, কুমার!

গয়া। মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে এস না। ওঃ—একটা যুগ কেটে গেছে—জীবিত থাকা অসম্ভব ; আমায় না দেখে এতদিন মা বেঁচে থাক্‌তে কখনই পারেন না। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে হতাশ ভাবে] তবে কেন এলাম এখানে ? কাকে দেখ্‌তে এলাম ? কার কাছে এলাম ? শূন্য—শূন্য, চারিদিকে একটা মহাশূন্য আমায় ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। [সোচ্ছ্বাসে] মা ! মা ! মা ! [দুই চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতেছিল] কোথায় তুমি আজ ? পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে অসহ্য শোকে কোন্ মহারণ্যে প্রাণত্যাগ করেছ, মা ! তোমার গয় যে আজ হরি-সাধন ক'রে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। বুকে তুলে নিলে না পুত্রকে ? আমি যে বড় আশা ক'রে বিদ্যুতের মত ছুটে এসেছিলাম তোমায় দেখ্‌ব বলে—আর প্রাণ ভ'রে "মা মা" ব'লে ডাক্‌ব ব'লে। আমার এতদিনের সঞ্চিত মা-নামে যে কণ্ঠদেশ ভ'রে রয়েছে। আজ কাকে ডেকে সেই সঞ্চিত মা-নাম ফুরিয়ে দেব ? বড় আশায় ব্যাকুল হ'য়ে তৃষ্ণার্ত্তের মত ছুটে এসেছিলাম, আমি মা মা ব'লে ডাক্‌ব আর তুমি ছুটে এসে আমায় দুই হাতে টেনে নেবে। আজ সে তৃষ্ণা ত মিট্‌ল না ? কোথায় আছ, মা ? অশরীরী হ'য়ে শূন্যে কিংবা স্বর্গে ? একবার তোমার সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে এসে দেখা দাও ; আমি নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি আর প্রাণ ভ'রে "মা মা" ব'লে ডাকি। তুমি যে আমাকে রাজা কর্‌বে ব'লে বড় আশা ক'রে বেঁচেছিলে ? আজ এস - এস —তোমার গয়কে নিজের হাতে সিংহাসনে বসাও—রাজমুকুট মাথায় পরিয়ে দাও।

মন্ত্রী। [ছল ছল নেত্রে] কুমার ! কুমার !

গয়া। কি সান্ত্বনা দেবে, মন্ত্রি ? কোন্ সান্ত্বনা খুঁজে পাবে—যা দিয়ে আজ গয়াসুরের এ মহাযন্ত্রণার শান্তি ক'রে দিতে পার ? আছে, এমন কোন মহাসান্ত্বনার মহৌষধ তোমাদের কাছে ?

মন্ত্রী। একমাত্র ধৈর্য্যধরা ছাড়া ত অন্য উপায় নাই, কুমার!

গয়া। না, আমাকে কাঁদতে দাও· উচ্ছ্বাস তুলে মা মা ব'লে ডাকতে দাও। বহুদিনের তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু আমার শুকিয়ে রয়েছে—সে তৃষ্ণার কিছুমাত্র নিবৃত্তি কর্‌তে দাও। আজ রুদ্ধাবেগ স্রোতস্বতীর বাঁধ ভেঙে গেছে, তাকে আর ধৈর্য্য দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, মন্ত্রি। হা নারায়ণ! শেষে কি এই কর্‌লে? প্রাণকৃষ্ণ! শেষে এই দেখাতে গৃহে নিয়ে এলে? সেই তোমার পাওয়ার পূর্ণানন্দরাশি—শেষে তুমি এইভাবে গয়াসুরের হৃদয় থেকে সরিয়ে নিলে? যাক্—সব স্বপ্ন ভেঙে যাক্; যদি ভেঙে দিলে, সব আশাই যদি চূর্ণ ক'রে দিলে, তবে আর এ কলঙ্কিত মরুময় জীবনটুকু রেখে দিলে কি জন্যে? চল—নিয়ে চল আমাকে আবার সেই মহারণ্য মাঝে; যেখানে তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়েছি, সেই পুণ্যক্ষেত্রেই আবার এই জীবন গয়াসুর তোমার শ্রীপাদপদ্মে শেষ অঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট থেকেও চিরবিদায় নেবে। চল—হরি, চল।

[গমনোদ্যত।

মন্ত্রী ও মহাকায়। কুমার! কুমার! [বলিয়া ধরিতে উদ্যত]

গয়া। বৃথা বাধা দিতে আসা তোমাদের। মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ যে উচ্ছ্বাস নিয়ে ছুটে এসে তটে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনি সেই মুহূর্ত্তে সে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে ফিরে যায় সেই মহাসিন্ধুর বুকে; কোন বাধাই তখন আটকে রাখতে পারে না তাকে। আমিও ফির্‌লাম আজ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে। মায়ের ছেলে গয়াসুর, সে তার মাকেই চায়, মায়ের কাছেই সে ছুটে যাবে। [সোচ্ছ্বাসে উচ্চৈঃস্বরে] মা! মা! তোমার ছেলে আজ তোমারই কাছে ছুটে চলল— কোলে তুলে নিয়ো, মা!

[বেগে ছুটিয়া যাইতেছিলেন।

তৎক্ষণাৎ বিলোচনের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে
প্রভাবতী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বিলোচন ও প্রভা। [একসঙ্গে সমস্বরে] বাবা—বাবা—বাবা!

গয়া। [সোচ্ছ্বাসে] মা—মা! কাকা—কাকা!

[বিলোচন ও প্রভাবতী গয়াসুরকে জড়াইয়া ধরিলেন, গয়াসুরও
উভয়কে জড়াইয়া ধরিল]

মন্ত্রী ও মহা। জয়—মা মহারাণি! জয়—মা মহারাণি!

গয়া। [মুক্ত হইয়া আনন্দে যেন নৃত্য করিতে করিতে] ওরে, তোরা জয় দে—জয় দে, আমার মা এসেছে—মা এসেছে।

প্রভা। [আনন্দে বিহ্বলভাবে] ওরে, এ স্বপ্ন কি-না, তোরা সত্য ক'রে আমায় বল্; আবার ভেঙে যাবে না ত?

গয়া। মা—মা! চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে—আমি তোমার সত্য সেই গয়। [চক্ষু দেখিয়া] একি মা! তোমার চক্ষুতে যেন দৃষ্টি শক্তি নাই!

প্রভা। তোমার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে চক্ষুদুটী আমার গেছে, বাবা!

গয়া। তুমি আজ অন্ধ—মা, আমারই জন্যে? তবে তোমার নিষ্ঠুর পুত্রও আজ থেকে অন্ধ হ'ল, নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার হবে না। [করযোড়ে উর্দ্ধমুখে] পদ্মপলাশলোচন! আজ তোমার পদ্মপলাশ-লোচন দিয়ে দেখ, অন্ধ মাতার পুত্র কেমন ক'রে অন্ধ হ'য়ে যায়। [সহসা সেনাপতির কোষস্থিত তরবারি বাহির করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নিজ চক্ষু বিদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া] মা, তোমাকে চেয়ে-দেখা আজ আমারও শেষ করছি। এই তরবারির অগ্রভাগ দ্বারাই দুইচক্ষু উৎপাটন ক'রে ফেলি। [তাহাই করিতে উদ্যত]

সকলে। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল—

প্রভা। [শশব্যস্ত হইয়া] ওরে, তোরা আমার বাবার হাত দু'খানা আমার হাতের মধ্যে ধরিয়ে দে। [বিলোচন তাহাই করিলেন]

অমন কর্ম্ম ক'রো না—ক'রো না, বাবা আমার! মায়ের কথা রাখ। [হস্তদ্বয় ধরিয়া রাখিলেন]

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে বৈদ্যবালকবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান

ওগো, আমি চোখ ভাল করি—আমি চোখ ভাল করি।
খালি ঠাণ্ডা হাত্‌টা বুলিয়ে দিলে অন্ধে দৃষ্টি পায় ফিরি॥
ওগো, কত-শত ধন্বন্তরী,
ধন্য হ'য়ে গেল তরি,
আমি নিদান দেখে বিধান করি
(আমায়) নিদানে যে লয় গো স্মরি॥
দেখি যার যেমন নাড়ী,
দি তারে গো তেমনি বড়ি
কত চতুর্ম্মুখ যায় গড়াগড়ি,
বিলাই চিন্তামণির এই সস্তা ভবি;
যত রোগ শোক বন্ধন ব্যসন সবই আমি হরি—
ওগো, আমি হরি—আমি হরি॥

[দুই হস্তে প্রভাবতীর চক্ষু স্পর্শ করিয়াই অদৃশ্য হইলেন]

প্রভা। [গয়াসুরের হাত ছাড়িয়া দিয়া] এই যে—এই যে—বাবা, আমি তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি!

গয়া। [সানন্দে] কে এসে তোমার অন্ধ চক্ষুতে দৃষ্টি দিয়ে গেলেন, মা? আমার পদ্মপলাশলোচন হরি?

প্রভা। একবার দেখ্‌তে ত পেলাম না, বাবা! কিন্তু স্পর্শ তাঁর কী শীতল!

গয়া। দেখাব—মা, তোমায় সব দেখাব।

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে হাস্যমুখে কল্পনার প্রবেশ।

কল্পনা।—

গান

হে সুন্দর চির মধুর তুমি মধুময় করেছ প্রাণ।
তুমি বিকশিত হ'য়ে আছ শতদল,
করি আনন্দ সুরভি দান॥
আমি ধেয়ানে তোমারে পেয়েছি ঘুমিয়ে,
আছি তোমারি মধুর প্রেমেতে মজিয়ে;
তুমি নিখিল বিশ্ব মধুর করিয়ে, ধরিছ মধুর তান॥

গয়া। [সাগ্রহে] দিদি—দিদি—[কাছে যাইল]

প্রভা। কল্পনা মা! [হস্তদ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখে লইলেন]

কল্পনা। কাকাও এসেছেন। আবার তুমি তোমার চাঁদের হাট পেতে ব'সো, মা! গয় ভাই, তোমার হরির দেখা পেয়েছ?

গয়া। [হাস্যমুখে] হাঁ দিদি, আমার প্রাণসখার দেখা পেয়েছি।

কল্পনা। [হাসিয়া] আমিও পেয়েছি আমার সুন্দরকে। তাঁরই কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছি, ভাই!

সহসা জল্পনার প্রবেশ।

জল্পনা। আমি বহুদূর হ'তে ছুটে আস্‌ছি—মা, আমার ভাইকে আজ সিংহাসনে বসাতে। এ সন্ন্যাসীর বেশ ছাড়, ভাই! রাজবেশ পরিয়ে দি তোমায় নিজের হাতে; তা হ'লেই জল্পনার ব্রত উদ্‌যাপন।

গয়া। যা এতদিন তপস্যা ক'রে পেয়ে এসেছি, সে সম্পদ্ পেলে আর এ রাজ-সম্পদ্ নিতে ইচ্ছা হয় না, দিদি!

প্রভা। এখন গুরুদেব উপস্থিত হ'লেই, রাজ-সিংহাসনে বসাব তোমাকে, বাবা!

বিলো। আমি যে সেই প্রতিজ্ঞা ক'রেই বেরিয়েছিলাম—বাবা, নিজের হাতে এনে তোমাকে এই সিংহাসনে বসাব। সে সাধ আজ পূর্ণ হ'লেই আমার জীবনের শেষ আশা পূর্ণ হয়।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

সকলে। [শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন]

শুক্রা। ঠিক্ শুভমুহূর্ত্ত দেখে উপস্থিত হয়েছি, মহারাণি! পুত্রকে তার পিতৃ-সিংহাসনে বসাও।

[জননী নিজহস্তে গয়াসুরকে রাজপরিচ্ছদ পরাইয়া দিল]

প্রভা। বসাও—দেবর, তোমার আনন্দ-দুলালকে স্বহস্তে ধ'রে সিংহাসনে।

বিলো। [সাশ্রুকণ্ঠে] এস, আনন্দ-দুলাল! [সিংহাসনে বসাইলেন]

শুক্রা। দাও—মহারাণি, রাজমুকুট সুতের মস্তকে।

প্রভা। অভাগিনী বিধবার আজ চিরদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল।

[মুকুট পরাইলেন]

মহা। [অসি গয়াসুরের পদতলে রাখিয়া] স্বর্গীয় দৈত্যপতির নিকট বিক্রীতজীবন আজ আবার তাঁর পুত্রের কার্য্যে সমর্পণ করলাম।

মন্ত্রী। বৃদ্ধ মন্ত্রীও আবার নবীন উদ্যমে তার স্বর্গীয় প্রভুপুত্রের মন্ত্রীত্বে আত্মা নিয়োজিত করলে।

বিলো। বল সমস্বরে, জয়—নবীন দানব-সম্রাট্ গয়াসুরের জয়!

সকলে। জয়, দানব-সম্রাট্ গয়াসুরের জয়!

তৎক্ষণাৎ জয় দিতে দিতে হাস্যমুখে জয়ন্তকুমারের প্রবেশ।

গয়া। এই যে, জয়ন্ত দাদা—জয়ন্ত দাদা। মা, এই আমার জীবন-দাতা সুরেন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত দাদা।

শুক্রা। [বিস্ময়ে বিরক্তিতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া] একি বিসদৃশ ঘটনা!

প্রভা। এস—বাবা, এস। আজ অভিমান কর্‌বে জননী তার পুত্রের উপর; সেই নিবিড় বনের মধ্যে একদিন মাত্র মা ব'লে ডেকে—সেই যে অন্তর্দ্ধান—আর আজ এলে দেখা কর্‌তে?

জয়ন্ত। সে কারণ তখন বল্‌বার সময় থাক্‌লেও, বল্‌তে পারি নি, মা। আজ বল্‌তে বাধা নাই। আজ শোন, মা! আমার তখন উদ্দেশ্যই ছিল, ভাইকে আমার হরিসাধনায় নিযুক্ত করা; তোমার কাছে তখন ভাইয়ের সন্ধান বল্‌লে কিছুতেই গয়াসুর ভাই আমার হরি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার্‌ত না। তোমার কাছে গয়াসুরের কথা মিথ্যা বল্‌ব না ব'লেই আর দেখা করি নি; এই আমার অপরাধ। সে অপরাধের ক্ষমা আজ পুত্রের রাজ্যাভিষেকের দিনে তার মায়ের কাছ থেকে করজোড়ে চেয়ে নিচ্ছে তার জয়ন্ত পুত্র।

গয়া। কৈ, জয়ন্ত দাদা! মায়ের কথা ত তুমি একদিনও আমার কাছে বল নি?

জয়ন্ত। [সহাস্যে] কারণ, ঐ একই দিক্, ভাই! কিন্তু তার জন্যে যে অপরাধ, তা কেটে গেল আজ তোমার রাজ্যাভিষেকে দাদাকে নিমন্ত্রণ না করার অপরাধে।

গয়া। দাদাকেও যে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয়, এ কথা ছোট ভাইয়ের মনে একবারও আসে নি; কিন্তু আমি বরং উৎসুক দৃষ্টিতেই চেয়ে আছি, আমার স্বর্গের জয়ন্ত দাদার অযাচিত অভিনন্দন পাব ব'লে।

জয়ন্ত। হাঁ, সে অভিনন্দন এনেছি তোমার জন্যে, সেই অভিনন্দনের সঙ্গে আর একটী অমূল্য জিনিষ এনেছি—যা তুমি কখনও মনে কর নি।

গয়া। হাতে ত তোমার কিছু দেখ্ছি না, দাদা! কোথায় রেখে এলে বল ত, আমার প্রাপ্য প্রিয়-অভিনন্দন?

জয়ন্ত। সে অভিনন্দন ত হাতে ক'রে আনা যায় না, ভাই? সে প্রিয়-অভিনন্দন এনেছে দাদা তোমার তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে। একবারটী দাঁড়িয়ে দাদার সেই অভিনন্দনটী বুক পেতে নাও, ভাই! [গয়াসুর উঠিল, জয়ন্ত তাহাকে বুকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক] এ দাদার প্রাণের অভিনন্দন, ভাই! আর যে অমূল্য জিনিষের কথা বল্লাম, সে অমূল্য জিনিষ আমার জননী দেবীর সস্নেহ কল্যাণ-আশিস্। মাথা পেতে নাও, ভাই! [গয়াসুর মস্তক নত করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে বসিল] চল্লাম, ভাই! চল্লাম, জননি!

প্রভা। এখনি? সে কি!

জয়ন্ত। সেও মা, তোমার ঐ পুত্রের ব্যাপার। পুত্র তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে হরির নিকট হ'তে সাধিত বর পেয়েছে—অমরতা আর ত্রিলোক-বিজয়, আর নিজে চেয়ে নিয়েছে গয়াসুরকে যে দেখ্বে বা স্পর্শ কর্বে, সে ইচ্ছা কর্লেই স্বর্গে চ'লে যাবে, কেবল দানবগণ বাদে। সেই বর নিয়ে পুত্র তোমার রাজ্যে ফিরে আস্বার পথে যারাই গয়াসুরকে দেখ্তে পেয়েছে, তারাই স্বর্গে চ'লে যাচ্ছে। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য স্বর্গযাত্রীতে স্বর্গপুরী আজ পরিপূর্ণ; কাজেই তাদের আতিথ্য ত আমাদেরই কর্তে হবে, মা! আমার পিতা-মাতা পেরে উঠ্ছেন না; আমি চল্লাম, মা!

[প্রস্থান।

শুক্রা। [গম্ভীর মুখে] গয়াসুর, ত্রিলোক বিজয়ের বর পেয়েছ ; যাও তবে স্বর্গ জয় ক'রে এস। রাজ্যাভিষেকের পর স্বর্গবিজয়, স্বর্গাধিকার দানব-সম্রাট্গণের কুলপ্রথা।

গয়া। [সবিস্ময়ে] স্বর্গজয় অর্থ সুরেন্দ্রকে জয় ক'রে সেই সিংহাসন অধিকার করা! তা ত আমি পার্‌ব না, গুরুদেব।

শুক্রা। [উত্তেজিতভাবে] পার্‌বে না—কারণ ?

গয়া। সুরেন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত আমার জীবন রক্ষার জন্য বধ্য-ভূমিতে প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন ; তাই সেদিন হ'তে তিনি আমার দাদা—আমি তাঁর ছোট ভাই। তবে স্বর্গে একবার যেতে হবে, আমার মা সুরেন্দ্রাণীকে প্রণাম কর্‌তে।

শুক্রা। নির্লজ্জ গয়াসুর, মস্তিষ্ক বিকৃত তোমার। দানবের চির-আচরিত পন্থা তুমি আজ পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হ'য়ে সেই ধৃষ্টতা স্বচ্ছন্দচিত্তে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে এই শুক্রাচার্য্যের কাছে ? দেবতা-দানবে চিরবিদ্বেষ চিরদিনই থাক্‌বে, এ কথা একটুও ভুল্‌লে চল্‌বে না।

গয়া। [সহাস্যে] দেবতা আর দানবের সেই চিরবিদ্বেষ-অনল যাতে চিরবিলুপ্ত হয়, তাই যে গয়াসুরের এখন কাম্য, গুরুদেব!

শুক্রা। স্তব্ধ হও, গয়াসুর ! আমি জয়ন্তের সঙ্গে তোমার অস্বাভাবিক আচরণ এতক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে দেখ্‌ছিলাম, আর সর্ব্বাঙ্গ আমার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে যাচ্ছিল। ত্রিপুরাসুর-পুত্র যে এত কাপুরুষ, তা জান্‌তাম না। জান্‌লে তাকে দিয়ে আজ সিংহাসন কলঙ্কিত কর্‌তাম না। যাক্, শেষ জিজ্ঞাস্য আমার, তুমি স্বর্গ বিজয় কর্‌তে প্রস্তুত আছ কি না ? মাত্র এই কথাটী শুন্‌তে চায় শুক্রাচার্য্য আজ তার কাপুরুষ শিষ্য-পুত্রের কাছে।

গয়া। একই উত্তর আমার শুক্রাচার্য্যের কাছে।

শুক্রা। যাও—অধঃপাতে যাও, কুলাঙ্গার!

[ক্রোধ-কম্পিতপদে প্রস্থান

প্রভা। কী করলে—বাবা জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি দিয়ে!

গয়া। [হাসিয়া] কোন চিন্তা ক'রো না, জননি! স্বয়ং চিন্তামণি আমার সহায়।

বিলো। মহাদেবি। আজ আমার দেবী-পূজার পরিসমাপ্তি। আমার আনন্দ-দুলালকে এনে সিংহাসনে বসান, সে প্রতিজ্ঞাও আজ আমার পূর্ণ। আমাকে এখন বিদায় দিতে হবে তোমাদের। আমার জন্যই তুমি শোকে অন্ধ হয়েছিলে। রাজ্যে অশান্তি-বিপ্লব আন্‌বার হেতুই আমার নির্ব্বুদ্ধিতা। তোমার পুত্রকে আমি হত্যা ক'রে ফেলেছি, এ দুর্ব্বার সংশয়ের সুযোগ আমিই মন্ত্রী-সেনাপতির চিত্তে জাগিয়ে তুলে-ছিলাম। এমন কি, নিজের পুত্রের কাছেও তার জন্যে আমি ক্ষমা পাই নি। এই সব আত্মগ্লানি দিবারাত্র বৃশ্চিকের মত আমাকে দংশন করছে, নিয়ত আমার মেদ, মজ্জা, অস্থি অশান্তির তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রে ফেলছে আমার মর্ম্মস্থল। এ যন্ত্রণা লাঘবের মহৌষধ একমাত্র মৃত্যু। সে মৃত্যুও দুইবার আমাকে কোলে টেনে নিতে এসেও বিমুখ হ'য়ে চ'লে গেছে। আত্মহত্যা করি নি কেবল গয়কে এনে সিংহাসনে বসাব ব'লে। সে সমস্তই যখন সমাপ্ত, তখন এ মরণেরও আজ এইখানেই পরিসমাপ্তি ক'রে আমার জ্যেষ্ঠের কাছে চ'লে যাই।

[সহসা নিজ অস্ত্র লইয়া নিজ কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত, সকলেই চঞ্চল হইলেন, গয়াসুর এবং প্রভাবতী বিলোচনের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি বিলোচনের পদতলে জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বসিল]

গয়া। মর্‌তে দেব না, কাকা! কিছুতেই না।

প্রভা। হরিষে বিষাদ তুলো না, দেবর! গয়কে তা' হ'লে আবার হারাব আমি।

গয়া। [তরবারি কাড়িয়া লইয়া] জীবনে পিতৃস্নেহ বেশি দিন উপভোগ কর্‌তে পাই নি। সে তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছিল আমার তোমাকে পেয়ে, কাকা! এখনও আমি তোমার কাছে সেই আনন্দ-দুলাল; সেই বুকভরা স্নেহ দিয়ে এখনও দুলালকে তোমার ঢেকে রাখ্‌তে হবে, কাকা! আমি তোমায় ছাড়্‌ব না—ছাড়্‌ব না। [বলিয়া জড়াইয়া ধরিল]

বিলো। [গয়াসুরকে বুকে টানিয়া লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে] না, আর মর্‌ব না রে, মর্‌ব না। আজ এই নবীন আনন্দে আমার সব গ্লানি সব দুঃখ দূর হ'য়ে গেল রে—দূর হ'য়ে গেল। এ আনন্দ ফেলে আর কোথাও যাব না। স্থির হও তুমি দেবি! [মুক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন]

গয়া। আমি আজই চর প্রেরণ কর্‌ব, আমার নিরুদ্দেশ চন্দ্রচূড় দাদাকে খুঁজে আন্‌তে।

বিলো। [বিরক্তভাবে] না—প্রয়োজন নেই সে অশান্তিকে ডেকে এনে।

প্রভা। না, দেবর! আমার বাকী দুঃখটুকু অবশিষ্ট রাখ্‌তে পারবে না।

মন্ত্রী। সব ভ্রান্তি—সব সংশয় আমাদের মুছে গেছে, দৈত্যপতি! অনুতাপে এতদিন দগ্ধ হয়েছি।

সেনা। আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করুন, প্রভু!

বিলো। [উভয়ের হাত ধরিয়া উঠাইয়া] আনন্দে এত অধীর হ'য়ে

পড়েছি যে, আর বেশি আশা করি না। শান্ত হ'য়ে হৃষ্টমনে নবীন সম্রাটের দক্ষিণবাহু হ'য়ে দাঁড়াও।

জল্পনা। জল্পনা তোমার চির অবাধ্য, কাকা! শত অপরাধ করেছি, তবুও আমার উপর রাগ কর্‌তে দেখি নি। সেইজন্যই জেনেছি যে, কাকা আমার সব ত্রুটী, সব ঔদ্ধত্যই মার্জ্জনা করেছেন।

বিলো। পাগ্‌লী মা আমার, এখন দেখ্‌ছি পাগ্‌লামিটা তোর অনেক কমেছে।

সহসা দেবদূতের প্রবেশ।

গয়া। কে?

দেবদূত। দিক্‌পালগণের আদেশ নিয়ে আমি ত্রিদিব হ'তে এখানে এসেছি। বিনা সাধনায় অনাহুত ত্রিলোক-বাসীর স্বর্গ-গমনের পন্থা বরলব্ধ দানব-সম্রাটেরই নূতন আবিষ্কার?

গয়া। তাই—কি?

দেবদূত। সে পন্থা রুদ্ধ করা এখন দানব-সম্রাটেরই কর্ত্তব্য। দিক্‌পালগণ সেই কর্ত্তব্য সম্রাট্‌কে স্মরণ করিয়ে দিতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

গয়া। যদি না করি?

দেবদূত। তা হ'লে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছে দেবদূতকে, সেই সমস্ত নবাগত স্বর্গযাত্রীদের দিক্‌পালগণ যেভাবে হয় তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন স্বর্গ হ'তে। এই তাঁদের শেষ বক্তব্য।

গয়া। হুঁ—সুরেন্দ্রেরও কি এই বক্তব্য?

দেবদূত। না তাঁর বক্তব্য এ সম্বন্ধে কিছু নাই।

গয়া। উত্তম, যাও তুমি পুনরায় আমার দূতরূপে। ব'লো তোমার দিক্‌পালগণকে যে, গয়াসুর শীঘ্রই এসে স্বর্গযাত্রিদের স্থায়ী ব্যবস্থা ক'রে

দেবে। ততক্ষণ তাঁরা ধৈর্য্যের সহিত প্রস্তুত হ'তে চেষ্টা করেন যেন। যাও তুমি।

[দেবদূতের প্রস্থান।

সেনাপতি, কর্ত্তব্য উপস্থিত তোমার। সসৈন্যে প্রস্তুত থাক গে। [সহাস্যে] মা, স্বর্গ দর্শনের এ সুযোগ তোমার পুত্র কখনই ছাড়বে না। ঐ উপলক্ষে আমার স্বর্গের মায়েরও আশিস্ নিয়ে আস্‌ব। শোন সকলে, আর চ'দিন পরেই স্বর্গযাত্রা আমাদের। সভাভঙ্গ। চল—মা, অন্তঃপুরে।

সকলে। জয়- নবীন-সম্রাট্ গয়াসুরের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ পরমানন্দ আসিয়া গাহিল।

পরমানন্দ।—

গান।

(হায় রে) কখন কি যে ঘটে তা কে বল্‌তে পারে।
এই আলোক এই উঠ্‌ল জ্ব'লে, আবার ঘিরে ফেল্‌ল ঘোর আঁধারে॥
ভাঙা-গড়া চল্‌ছে সমান নাইক তার বিরাম,
হাসা-কাঁদা কাঁদা-হাসা এই ত শেষ পরিণাম,
তুমি খেলার পুতুল, খেল্‌ছে নিয়ে তার খেলার ঘর এই সংসারে॥
তুমি স্রোতের তৃণ ভেসে এসে কোথায় পড়েছ,
আবার কোথায় ভেসে চ'লে যাবে তা কি জেনেছ,
তোমার জানা-বোঝার দাম কিছু নাই তবু মর অহঙ্কারে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ

একাকিনী জল্পনা মনে মনে কল্পনা করিতেছিল।

জল্পনা। হ'য়ে গেল ভাইয়ের রাজ্যাভিষেক—ফুরিয়ে গেল কাজ আমার, এইবার লাগিয়ে দি বিবাহের উৎসব নিজের; কিন্তু আজও ঠিক হ'য়ে উঠ্‌ল না ত কে আমার বর হবে? অথচ হৃদয়ের সাম্‌নে কে যেন একজন এসে বসেছে। এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড এই অদ্ভুত মেয়ে জল্পনার কাছেই সম্ভব। যাক্‌, সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার অব্যক্ত হৃদয়ের অভ্যন্তর কখনও খুঁজে দেখি নি কোন দিন; কিন্তু তার নীরব ভাষা সত্ত্বেও আমার উপর তার একান্ত পক্ষপাতিতাই সময়ে সময়ে আমার মনে অস্পষ্ট আলোকের মত ভাসিয়ে তুলেছে—যেন সে আমার প্রণয়প্রার্থী; সত্য—কি না, আজ একবার যাচাই ক'রে দেখ্‌ব। ঐ যে সেনাপতি—

ধীরে ধীরে মহাকায় প্রবেশ করিল।

মহা। ডেকে পাঠিয়েছ, রাজকুমারি?

জল্পনা। [হাসিয়া] হাঁ, বিশেষ কিছু নয়। তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ?

মহা। এবার স্বর্গযাত্রার জন্য দানব-বাহিনী সাজাবার ভার ত আমারই; তাই—

জল্পনা। ওঃ—তা হ'লে তোমার সময় একটুও নষ্ট করা উচিত হয় না।

মহা। জল্পনা, কথাটা বল্‌তে খুবই কি সময় লাগ্‌বে ?

জল্পনা। অন্যের লাগ্‌তে পার্‌ত হয় ত—ভূমিকাতেই অনেক সময় কেটে যেতে পার্‌ত ; কিন্তু জল্পনাকে ত জান ? কোন ভূমিকাই তার প্রয়োজন হয় না, প্রথম থেকেই সুরু ক'রে দেয় অতি স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য বল্‌তে। এতদিন একটা উদ্দাম উত্তেজনা বুকে ক'রে মহা জ্বালার মত ছুটে বেড়িয়েছে স্বাধীন ভাবে যে উদ্ধত বালিকা, আজ তার সেই বুক উত্তেজনাহীন অতি শান্ত, শূন্য প'ড়ে আছে। সেই শান্ত, শূন্য বক্ষ আজ যেন কা'কে এনে সেখানে বসাতে চায়। স্বাধীনতা ছেড়ে আজ সে কার সঙ্গে যেন চল্‌তে চায় ; কিন্তু জানে না সে কখনও, কে তার বাঞ্ছিত—কে তার অভিপ্সিত যদি কোন দিন সে বাঞ্ছিত ব'লে বেছে নিতে পারে সেনাপতিকে তা হ'লে কি সে নিতান্তই ভ্রম ক'রে ফেল্‌বে, সেনাপতি ? [চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া রহিল]

মহা। এ দুঃসাহস কখনই যখন কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাজকন্যার কাছে আশা ক'রে দেখে নি, তখন সহসা সে চন্দ্র ধর্‌বার দুরাশা কেমন ক'রে ভাষায় ব্যক্ত ক'রে বোঝাবে সে আজ রাজকন্যাকে ?

জল্পনা। [হাস্যমুখে] বোঝাতে হবে না আর। তবে বীরত্বের পূজা কর্‌তে চায় সে বীরকন্যা তার দেহ, প্রাণ, মন দিয়ে। দীপ্ত জ্বালাময়ী শিখা দীপ্ত বহ্নির অঙ্কেই শোভা পায়, সে যেতে চায় না কখনও একটা তুষার স্তূপের বহিশ্চাকচিক্য দেখে তার সঙ্গে মিল্‌তে।

মহা। সে দীপ্ত শিখাকে সাদরে টেনে আন্‌বার অযোগ্য, তাই বোধ হয়, রাজকুমারীকে বিমুখ ক'রে দেবে তার বীরত্বের অক্ষমতা দেখিয়ে।

জল্পনা। পরীক্ষা-ক্ষেত্র ত তার স্বর্গক্ষেত্রেই স্থির হয়েছে। সেখানেই তার বীরত্বের কষ্টি-পাথর প্রস্তুত হবে, ক'সে নিতে তখন তার

পক্ষে একটুও বিলম্ব হবে না। যাও—সেনাপতি, নিজের কাজে। স্বর্গের রণক্ষেত্র হ'তেই বেছে নিয়ে আস্‌বে এ বীরকন্যা তার বীর-পতিকে। ছুটে যাবে এই দীপ্তশিখা নির্ব্বাধে সেই বীরত্বের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে।

[বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান।

মহা। [সবিস্ময়ে স্বগত] কে জানত যে সুন্দরী দামিনীরও হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে রমণীর মিলন-পিপাসা? এ শান্ত হৃদয়ে এ আবার কী একটা দুরাশার ক্ষীণরশ্মি ফেলে দিয়ে গেলে, রাজকুমারি! এ শুষ্ক মরুবক্ষে কী একবিন্দু সুধা ঢেলে দিয়ে গেলে, অলোকসুন্দরি! আশ্চর্য্য তুমি—বিস্ময় তুমি—একটা প্রহেলিকা তুমি!

[চিন্তিতমনে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্বর্গপথ

নৃত্যগীতরত মোহ ও মদের প্রবেশ।

মোহ ও মদ।—

গান।

এবার লেগে যা—লেগে যা—লেগে যা।
সুরাসুরে মহাসমর বেধে যা—বেধে যা—বেধে যা॥
মোরা দূরে থেকে মারব মজাটা।
দেখ্‌ব চেয়ে গয়াসুরের ধ্বজাটা;
মহারণে রণ-মাদল বেজে যা—বেজে যা—বেজে যা॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যমালয়স্থ নরকপুরী

প্রেতাত্মার দল দিব্যমূর্ত্তি ধরিতে ধরিতে গয়াসুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

প্রেতাত্মাগণ। —

গান।

আমরা নরক হ'তে হয়েছি উদ্ধার।
ধন্য ধন্য গয়াসুর আজ খুলে দিলে স্বর্গদ্বার॥
নরককুণ্ডে প'ড়ে মোরা হাবুডুবু খাই,
মোদের দুঃখ দূর করিতে আর ত কেহ নাই:
পাপীর তরে এমন ক'রে প্রাণ কেঁদেছে কার।
অসুর হ'লেও হে গয়াসুর উচ্চ তুমি দেবতার॥

[প্রেতাত্মাগণের প্রস্থান

তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, কালদণ্ডহস্তে যমের প্রবেশ।

যম। কে তুমি আজ যমের অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রে অমার্জ্জনীয় অপরাধ স্কন্ধে যমদ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছ?

গয়া। [সহাস্যে] তুমিই যম? যম ব'লে ত তোমায় বোঝা যাচ্ছে না? মনে হচ্ছে, আমার তুমি যম নও—একটা সম্পূর্ণ অসংযম।

সংযত—সমাহিত চিত্ত যে, তাকেই ত যম ব'লে ধারণা ছিল আমার

যম। বাক্য পরিত্যাগ ক'রে আগে বল—তুমি কে ?

গয়া। আমি ত্রিপুর-পুত্র গয়াসুর।

যম। তা বুঝ্‌তে পেরেছি! অসুর না হ'লে এত স্থূলবুদ্ধি মূর্খ আর কে ? নির্ব্বোধ মূর্খ না হ'লে কেউ এমন অযাচিত ভাবে এসে মৃত্যুর দ্বারস্থ হয় ?

গয়া। এমন অযাচিত অতিথি পেয়েও—মৃত্যুপতি, সৎকারের ব্যবস্থা করতে বিলম্ব করছ ?

যম নরকানল অহর্নিশই প্রজ্বলিত থাকে প্রেত-পুরীতে। সৎকারের ব্যবস্থা তোমার মত অসুরের স্থিরই আছে। প্রাণটা করায়ত্ত করতে যতক্ষণ।

গয়া। বড় দুঃখের বিষয় হবে, কৃতান্ত! নিতান্তই যখন দেখ্‌বে যে এ গয়াসুরের প্রাণটা এমনভাবে অমরতার লৌহ-বর্ম্মে সুরক্ষিত, তখন কিন্তু একান্ত হতাশ আর লজ্জা নিয়েই ফিরে যেতে হবে মৃত্যুপতিকে।

যম। অসুর হ'লে কি এই সাধারণ জ্ঞানও তার থাকে না? কাল চিরকাল নিত্য—আর অমরতার কর্ম্ম যতই দূর হ'ক, স্থায়ীত্ব কিন্তু তার কল্পান্তের সীমা দিয়ে আবদ্ধ

গয়া। প্রতি মুহূর্ত্তে জীব যে কালকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যাচ্ছে, এ সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকাও কালের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয়। তোমার মত বহু বহু কাল বহুকাল ধ'রেই যে এক মহাকালের কবলে গিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে পড়েছে ? তবে তুমি নিত্য হ'লে কিসে ? নিত্য তুমি নও—কাল, নিত্য একমাত্র সেই মহাকাল। যার মূর্ত্তি আছে, তারই

ধ্বংস আছে। তুমি কালদণ্ড ধ'রে সম্মুখে আমার মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ—অথচ তুমি নিজেকে নিত্য ব'লে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছ ? এ মিথ্যা দ্বারা তোমার ধর্ম্মরাজত্বেরও পরিচয় দিয়ে ফেল্‌লে, কাল !

যম। যাও তুমি স্থানান্তরে ; কল্পান্তরে আবার সাক্ষাৎ হবে।

গয়া। এ কি অতিথিকে ক্ষমা প্রদর্শন—না নিজ অক্ষমতার নিদর্শন ? যাক্, আমি চ'লে যাচ্ছি এখনই : আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—নারকিদল সকলেই চিরমুক্ত হ'য়ে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছে। চিনে গেলাম—কৃতান্ত, তোমাকে ; কল্পান্তের দিন চিন্‌তে তখন আর বিলম্ব হবে না।

যম। উদ্ধত গয়াসুর ! এত ঔদ্ধত্য নিয়ে তোমাকে নির্ব্বাধে চ'লে যেতে দেবে না কৃতান্ত ; দাঁড়াও অস্ত্র নিয়ে।

গয়া। ধর্ম্মরাজের আতিথ্য বুঝি এইরূপ ? অস্ত্র ধর্‌তে আসি নি আমি এখানে। আমার যমপুরীর কার্য্য উদ্ধার এখন স্বর্গপুরে যাত্রা কর্‌ব।

যম। মহাযাত্রার ভীতি তোমার না থাক্‌লেও অক্ষত দেহে স্বর্গে যেতে পার্‌ছ না, গয়াসুর !

গয়া। এই বক্ষ পেতে দিচ্ছি, নিঃশব্দে অস্ত্রক্ষত কর।

যম। অসুরকুলে তোমার মত বীরনীতিতে অনভিজ্ঞ কাপুরুষ আর কয়জন আছে—গয়াসুর, যে—বীরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে জানে না ?

গয়া। নিতান্তই বাধ্য করাবে গয়াসুরকে অস্ত্র ধর্‌তে ? কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি, আমি দূর হ'তে ভিন্ন কোন অস্ত্র-যুদ্ধ তোমার সঙ্গে কর্‌ব না।

যম। তার মানে ?

গয়া। শুন্‌তে মিষ্ট হবে না, কৃতান্ত! মানে—তুমি অস্পৃশ্য।

যম। [উচ্চহাস্য করিয়া] কি বলে এ উন্মত্ত! ধর্ম্মরাজ যম অস্পৃশ্য!

গয়া। উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, কৃতান্ত! তুমি অস্পৃশ্য নও? প্রেতপুরী যার রাজধানী—প্রেতাত্মার দল যার খাস্‌প্রজা—প্রজাগণের বাসস্থান নিরূপিত হয়েছে যার চুরাশী প্রকার নরককুণ্ড—অস্পৃশ্য প্রেতগণের সংস্পর্শে থেকে রাজত্ব চালাতে হয় যাকে, তাকে কি অস্পৃশ্য বলে না, মৃত্যুপতি? ধর্ম্মরাজ নামটা আছে বটে তোমার, সে কেমন জান? স্থান বিশেষে গোচর্ম্মছেদনকারীগণ যেমন 'ঋষি'পদবী গ্রহণ করে কিংবা চণ্ডালে যেমন নমস্মুনির পুত্র ব'লে আত্মশ্লাঘা করে, তোমার ধর্ম্মরাজ নামটাও ঠিক্ তাই জেনো, কৃতান্ত!

যম। এম তুমি যথেচ্ছভাষী দুরাচার!

[উভয়ের যুদ্ধ ও যমকে বিতাড়িত করিতে করিতে গয়াসুরের প্রস্থান।

[নেপথ্যে] জয়—দৈত্যপতি গয়াসুরের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়

সুলেখাসহ ধীরে ধীরে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। [বিষণ্ণহাস্যে] এত চেষ্টা—এত যত্ন ক'রেও গ্লানি দূর ক'রে দিতে ত পার্‌লে না, সুলেখা! হিমালয়ের এই অরুণ-রাগ-রঞ্জিত মনোহর উপত্যকার সমস্ত তুষার—এই অপরিসীম শৈত্য এ দুরাচার দৈত্যের প্রাণকে ত শীতল কর্‌তে পার্‌লে না, প্রিয়ে! নগরের কোলাহল ছাড়িয়ে এই মহা নীরবতার মধ্যে এনে লুকিয়ে রাখ্‌লে, তবুও শান্তি দিতে পার্‌লে না এ অশান্ত হৃদয়ে!

সুলেখা। পার্‌ব—সব ফিরিয়ে এনে দিতে পার্‌ব তোমায়, প্রিয়তম! সুলেখার এ একনিষ্ঠ সাধনা কখনও নিষ্ফল হবে না। সুলেখা সতী—সুলেখা পতিব্রতা। তার কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা কখনই ব্যর্থ হবে না। নিরাশ হ'য়ো না, প্রাণাধিক! ধৈর্য্য হারিও না, প্রিয়তম! একদিকে তোমার মানসিক অনুতাপ—আর একদিকে এই সুলেখার কঠোর ব্রতচর্চ্চা; সিদ্ধি না এসে কিছুতেই পার্‌বে না।

চন্দ্র। কিন্তু একটা দিকে তুমি মোটেই চেয়ে দেখ্‌ছ না, সুলেখা!

সুলেখা। [সলজ্জভাবে হাসিয়া] কোন্ দিক্‌টা? আমার শরীরের দিক্‌টা? ও একটা উপসর্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তোমার, প্রতিদিনই ঐ এককথা শুনি।

চন্দ্র। হাসির আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে পার্‌ছ না ত আর,

সুলেখা! তোমার শত কৃত্রিম উৎসাহের মধ্য দিয়েও ফুটে বেরুচ্ছে. তোমার বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখের কালিমাময় ক্ষীণ ছবিটী—শত সেবার মধ্য দিয়েও ভেসে উঠ্‌ছে, তোমার নিদ্রাহীন চক্ষের অবসাদমাখা নিষ্প্রভদৃষ্টি। তোমার এই অপরিমিত শাস্তির আঘাতপ্রাপ্ত অবসন্ন দেহ, আমার চোখে অঙ্গুলি দিয়ে যেন দেখিয়ে দিচ্ছে, তোমার জীবন-দীপ নির্ব্বাণের সময় অতি অদূরবর্ত্তী। সুলেখা, তুমি তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ডালি দিচ্ছ তোমার নিজেকে একটু একটু ক'রে। এই অবস্থা চোখে দেখে শান্তির আশা কর্‌তে পারে এমন অপদার্থ পশুও জগতে যে আছে, আমিই কি তার একমাত্র প্রমাণ নই?

সুলেখা। [হাসিয়া] কেন আজ অত উচ্ছ্বাস ছেড়ে দিচ্ছ, বল ত? আমি কে? আমার দেহে—আমার জীবনে সংসারের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। আমার জন্য অত ভাব্‌বার তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই. প্রাণাধিক!

চন্দ্র। তোমার জীবনে তোমার কোন ইষ্টানিষ্ট না থাক্‌লে আমারও থাক্‌তে পারে না, সুলেখা? তোমার এই কথাই কি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে না যে, আমার সেই ব্যভিচারকে তুমি যথার্থ ক্ষমা কর্‌তে পার নি? এত হেয় জীবন যখন আমার—সুলেখা, তখন তাকে জীবন্ত ক'রে তোলার মহান্ আত্মত্যাগ থাক্‌তে পারে; কিন্তু পূর্ণ-বিশ্বাস কর্‌তে আমাকে. সে কথাও কি আমাকে বুঝে যেতে হবে?

সুলেখা। [অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিল]

চন্দ্র। বড় আঘাত দিয়ে ফেলেছি—সুলেখা, সহসা তোমাকে; কিন্তু চিরদিন যার কাছে আঘাতই প্রাপ্য ব'লে পেয়ে এসেছ, তার কাছ থেকে আর কি আশা কর্‌তে পার? একটা কথা রাখ্‌বে, সুলেখা?

সুলেখা। [আত্ম-সম্বরণ করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে] কি, বল।

চন্দ্র। দেখ, কয়দিন থেকে ভাব্‌ছি যে, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর পদতলে প'ড়ে একবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসি। মনে হয়, তা হ'লে বুঝি এনেকটা শান্তি পেতে পার্‌ব। তুমি জান না—সুলেখা, পিতার কাছে আমি কী গুরু-অপরাধে অপরাধী। সে বীভৎস দৃশ্য তুমি দেখ নি, প্রিয়ে! যেদিন আমি সেই অস্ত্রশিক্ষা ক'রে প্রথম পিতার চরণে প্রণত হ'তে এসেছিলাম, সেইদিন—সেইদিন আমি—না থাক্‌—বল্‌তে পার্‌ব না তোমাকে। শুন্‌লে তোমার ঐ পতিব্রতার পুণ্যদৃষ্টি একেবারে লজ্জায় ঘৃণায় কলুষিত হ'য়ে যাবে। উঃ—কী অনুতাপের মহাজ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি, সুলেখা!

[সাশ্রুনেত্রে অনুতপ্ত ভাবে বসিয়া পড়িল]

সুলেখা। [বসিয়া পদসেবা করিতে করিতে] থাক্‌, শুন্‌তে চাই নে সে কথা। তুমি কি বল্‌ছিলে? পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে যেতে চাও? এর জন্য আমার কাছে ত তোমার কোন জিজ্ঞাসার কারণই নেই, প্রিয়তম! চল—এখনই চল।

চন্দ্র। পিতা এখন কোথায়, জান? স্বর্গে দেবাসুরের যুদ্ধে ব্যস্ত। সেইখানেই আমাকে যেতে হবে, সুলেখা!

সুলেখা। যুদ্ধের সংবাদ কিরূপে জান্‌লে তুমি?

চন্দ্র। কাল রাত্রিতে আকাশে বিনা-মেঘে ঘন ঘন তড়িৎ-স্ফুরণ—তীক্ষ্ণরবে বজ্রনাদ শুনে যখন চম্‌কে উঠেছিলে, তখনই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, এ আর কিছু নয়, গয়াসুর ভাই রাজ্যে ফিরে এসে, রাজ্যাভিষেক শেষ ক'রে কুল-প্রথানুসারে নিশ্চয়ই সসৈন্যে স্বর্গ আক্রমণ করেছে; তারই চিহ্ন এ মহাশূন্যের কোণে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। গয়াসুরের সঙ্গে পিতা সেখানে নিশ্চয়ই আছেন। আমার এই অনুমান

নিশ্চিত সত্য ক'রে দিয়েছে, আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে গয়াসুরের প্রেরিত চর এসেছিল, কিছুক্ষণ আগে। বড় দুঃখ আজ আমার, সুলেখা! স্বর্গ-আক্রমণে আজ সমস্ত দানবই বীরত্ব নিয়ে ছুটে গিয়েছে, আর আমি—আমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রতিহিংসা সাধনের জন্য যে অস্ত্র-নৈপুণ্য শিক্ষা ক'রে এলাম, তার ব্যর্থতা নিয়ে প'ড়ে আছি এই তুষারমণ্ডিত হেমগিরি-শৃঙ্গের একটা নিভৃত প্রদেশে নিতান্ত জড় আর পশুর মত। ধিক্কার আসে না, সুলেখা? জীবনে বীতস্পৃহা হয় না, সুলেখা?

সুলেখা। চল যাই তবে সেই স্বর্গে।

চন্দ্র। তোমাকে নিয়ে ত সেখানে শুধু স্ত্রৈণ নাম কিন্‌তে যাওয়া চ'লে না, সুলেখা! তুমি যদি দুটীদিন মাত্র আমাকে তোমার বাহুপাশ হ'তে মুক্ত ক'রে ছেড়ে দাও, তবেই আমার সে সাধ মেটে, সুলেখা! হয় ত সেই যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পিতার নিকট হ'তে ক্ষমা নিয়ে, নূতন উদ্যমে, নূতন মূর্ত্তিতে এসে আবার তোমার সঙ্গে মিল্‌তে পার্‌ব।

সুলেখা। [কিছুক্ষণ ছল ছল দৃষ্টিতে চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকে তাকাইয়া] তা'তেই যদি শান্তি ফিরে পাও—তা'তেই যদি তোমার গ্লানি দূর হয়, তবে যাও—প্রিয়তম, যাও—প্রাণাধিক, বীরত্ব নিয়ে একাই সেখানে চ'লে—আমি বাধা দেব না। আমি তোমার বিজয়-গৌরব মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্য তোমার প্রতীক্ষা ক'রে, মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমেই অবস্থান কর্‌ব।

চন্দ্র। [হাস্যমুখে] তবে এখনি যাত্রা করি, আমার লক্ষ্মীরূপিণী সুলেখার শুভদৃষ্টি দেখ্‌তে দেখ্‌তে।

[সাদরে সুলেখার চিবুক স্পর্শ করিয়া প্রস্থান।

সুলেখা। [করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে] মঙ্গলচণ্ডী মা! মঙ্গল কর।

[অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ - রণস্থলের একপার্শ্ব

গয়াসুর সহ বিলোচন, মহাকায় ও সৈন্যগণের প্রবেশ

গয়া। বলুন—পিতৃব্য,
বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য মোদের।
ইচ্ছা নাই কোন দিন
দেবতার সহ করিতে বিরোধ।
স্বর্গ-প্রলোভন ?
কিছুমাত্র পারে নাই
বিচলিত করিতে আমায়।
ইন্দ্র-সিংহাসন ?
কোন লোভ জন্মে নি তাহাতে ;
কিন্তু বাধ্য হ'য়ে আজি
দেবতার সনে করিতে হইবে রণ।
দিক্‌পালগণ দানব-বিদ্বেষে
পূর্ণ করি আছে বসি অন্তর তাদের।
দেবতার ব্যর্থ আস্ফালন
আনিয়াছে টেনে মোরে
ত্রিদিব-নগরে।
বিনা দোষে স্বর্গবাসিগণে
পাশবিক উৎপীড়নে

বিতাড়িত করিতেছে অমরা হইতে !
এত হিংসা পোষে সুরগণ !
কি করি এখন— বুঝিতে না পারি ;
তাই জিজ্ঞাসিনু,
কি কর্ত্তব্য মোর।

বিলো। দানবের রণনীতি স্বতন্ত্র আকার,
জান তুমি, নীতিজ্ঞ সম্রাট্ !
দেবতার গর্ব্বভরা উন্নত মস্তক
পারে না দানব কভু দাঁড়ায়ে দেখিতে,
দীপ্ত এই তরবারি
দেবতা-শোণিতে না করি রঞ্জিত
ক্ষমা নাহি করে কভু উদ্ধত অমরে।
কিন্তু— বৎস,
তব রণনীতি নহে সেইরূপ,
ক্ষমাই ভূষণ তব অহিংস-অন্তরে ;
সুরাসুরে যে চির বিদ্বেষ-বহ্নি
জ্বলিতেছে দাউ দাউ ক'রে
চিরদিন স্বর্গ রসাতলে,
চাহ তুমি সে অনল
নির্ব্বাপিতে শান্তিবারি ঢালি ;
কিন্তু সে দুরাশা তব,
পূর্ণ হ'তে না দেবে দেবতা।
সুতরাং শান্তিকামী বীর !
ঘাত-প্রতিঘাত বিনা

না মিটিবে এ বিপ্লব কভু ।
তাই বলি—বৎস গয়াসুর,
দেবতা-আঘাত
প্রতিঘাতে কর নিবারণ !

গয়া　　আর সেনাপতি,
কহ কিবা অভিমত তব ।

মহা ।　　যুবরাজ !
স্বর্গগত সম্রাটের পদতলে বসি
আশৈশব যে শিক্ষা পেয়েছি,
সেই অভিজ্ঞতা ল'য়ে কহি মাত্র আমি,
'ক্ষমা' 'শান্তি' নাহি থাকে
অসুরের অভিধানে কভু ।
জানে সে কেবল—
প্রলয়ের ঘনঘটা সম
রণোন্মত্ত বীরবৃন্দ
ছেয়ে ফেলে যবে এই নীরন্ধ্র আকাশ,
রুধিরের উত্তাল-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় যবে
তুলিয়া উচ্ছ্বাস,
সেই ক্ষুব্ধ সমর-সিন্ধুতে
জানে সে কেবল
ঝাঁপ দিয়ে পড়িতে উল্লাসে ।
বহে ধমনীতে কিংবা শিরায় শিরায়
উত্তপ্ত রুধিরধারা বিদ্যুৎ গতিতে,
উঠে নাচি বক্ষ তার থমকি থমকি,

চমকি চমক-দৃশ্য উদ্দাম আনন্দে,
এইমাত্র জানি শুদ্ধ যুদ্ধ-অভিনয়।
এই মোর শিক্ষা-দীক্ষা সম্রাট্ সকাশে।

গয়া। [স্বগত] নারায়ণ!
কোথা হ'তে কোথা এনেছ আমায়!
কোথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর ভজনা,
আর কোথা এই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা!
দিতে কি লাঞ্ছনা মোরে
করিয়া বঞ্চনা আজি
আনিলে এ সংসার-প্রপঞ্চ মাঝে?
রাজত্ব-কুহক দিয়ে —
সাম্রাজ্যের গর্ব্বে ভ'রে—
আধিপত্য অহঙ্কারে
অন্ধ ক'রে অন্ধকারে রাখিলে আমায়?
এই কি তোমার ইচ্ছা?
কহ, ইচ্ছাময়! রক্তস্রোতে ঝাঁপ দিতে
আনিলে কি রণক্ষেত্রে মোরে?
তাই যদি ইচ্ছা তব,
তবে হ'ক্ পূর্ণ তোমারি কামনা।

অন্যদিক্ দিয়া দেবসৈন্যগণ সহ যম, বরুণ ও
হুতাশনের প্রবেশ।

বরুণ। গয়াসুর!
কিবা ইচ্ছা তব?
স্বর্গ-যাত্রিগণে আসিতে এখানে

চাহ করিতে নিষেধ ?
অথবা তাদের স্বর্গপথ হ'তে,
বাধ্য হ'য়ে করিয়া পীড়ন
ফিরাব কি সুরগণ মোরা ?

গয়া। এই কি হে দেবতার ভাষা ?
স্বর্গ-তীর্থযাত্রী যারা—
সাদরে তাদের আনি বসাতে স্বরগে
কোন্ দেবতার বল না হবে বাসনা ?
কিন্তু, কী আশ্চর্য্য !
সেই তীর্থ-যাত্রিগণে
করিছে দেবতা আজি শৃগাল-তাড়না !
বিড়ম্বনা দেবতার
এ হ'তে কি আছে বল আর ?

পবন। গয়াসুর, স্থূলবুদ্ধি অসুরের
বুঝিবার শক্তি নাই তাহা।

গয়া। [ব্যঙ্গভাবে] সূক্ষ্ম দেহধারী সুরগণ,
এত সূক্ষ্মবুদ্ধি তোমাদের
যেন আছে—কি না আছে,
এ সংশয় জাগে কিন্তু
স্থূলবুদ্ধি অসুরের মনে।
নাহি জানে স্থূলবুদ্ধি অসুর কদাচ
আশ্রয়ার্থী অতিথিগণেরে
বেত্রাঘাতে গৃহ হ'তে দূর ক'রে দিতে।
এত সূক্ষ্ম শাস্ত্রনীতি জানে না দানব।

পবন। [সহাস্যে] হাসি পায়, অসুরের মুখে
দেবতা-উদ্দেশে বিদ্রূপের ভাষা শুনে।
বলি, কবে হ'লে—গয়াসুর,
অসভ্য বর্ব্বর দৈত্য,
মহাসভ্যরূপে পরিণত ?
মূর্খ, তমোগুণাশ্রয়ী
দানবের মুখে
ধর্ম্মনীতি, ভদ্ররীতি বড় চমৎকার !

যম বর্ত্তমান সময়ের এই ত নিয়ম।
চির পদানত যারা —
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
হিংস্র পশুসম যারা
চিরদিন ফেরে এ সংসারে,
সে অস্পৃশ্য জাতি আজি
মাথা তুলি দাঁড়াইতে চায় !
সমাজের শ্রেষ্ঠাসন
করিবারে চায় অধিকার !
এ হ'তে কি হাস্যকর কথা আছে, বল।

গয়। নরক-ঈশ্বর !
শূন্য তব নরক-আগার,
তাই বুঝি মন্দাকিনী-নীরে
অবগাহি আজি
নরকের অস্পৃশ্যতা করিয়া বিধৌত,
আসিয়াছ স্পৃশ্যতা দেখাতে ?

কিছুক্ষণ আগে
না পারি সহিতে তীক্ষ্ণ শর মম
ঊর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠদান করি
হইলেন যিনি অদৃশ্য কোথায়,
তাঁর মুখে নীতিকথা বড় চমৎকার !

মহা। বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন।
হীন দেবতার নীচভাষা এবে
জ্বলন্ত অঙ্গার সম
মর্ম্মস্থল করিছে দাহন
সম্রাটের আদেশ প্রার্থনা ;
পেলে সে আদেশ
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ করি বাচাল-রসনা।

পবন। দিক্‌পালগণ !
স্বর্গ-বিতাড়িত কর।
ধর অস্ত্র দানবের দল।
এস—গয়াসুর, দেখা যাবে কত বীর্য্যবল।

গয়া। সুররক্তে ত্রিদিব রঞ্জিতে
বুঝিলাম ইচ্ছা বিধাতার।
সেনাপতি, আদেশ আমার—
কর রণ রণনীতি না করি লঙ্ঘন।

[উভয় দলের যুদ্ধ চলিল, পরে যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান।
হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনি। [হাঁপাইবার ভঙ্গিতে] ইয়ে হয়েছে—এঁ্যা—ইয়ে হয়েছে, আবার সেই গয়াসুরটার সামনে প'ড়ে গিয়েছিলাম আর কি ! কিন্তু—কিন্তু

ইয়ে হয়েছে—নিরস্ত্র দেখে শনি ঠাকুরের সম্মানটা রেখে দিয়েছে ব্যাটা ; কিন্তু ইয়ে হয়েছে—বিলোচন দৈত্যটা আমায় দেখ্‌তে পায় নি, পেলেই ইয়ে হয়েছে—গ্রহাচার্য্যকে দু-চারটা বান মেরে সম্মানটা না রেখে পারত না অবিশ্যি ; কিন্তু ইয়ে হয়েছে—সুরেন্দ্রচন্দ্র জয়ন্তকুমার-সহ যুদ্ধের দিকেই ঘেঁষেন নাই। উপরন্তু আমার মনে হয়, ইয়ে হয়েছে—নূতন কুটুম্ব গয়াসুরের দলকে ভূরিভোজন দেবার আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত। তবে কথা হচ্ছে কি, ইয়ে হয়েছে—স্বর্গটা বুঝি আবার আমাদের বে-কায়দা হ'য়ে যায়। দিক্‌পালদের যে রূপটা ছাগলতাড়া ক'রে নিয়ে গেল দানবেরা, তাতে ক'রে ইয়ে হয়েছে—আর যে তারা বেশ ইয়ে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে সেরূপ ইয়ে হয় না। এখন আমি ইয়ে করি কোথায় ? একান্ত ইয়ে হ'য়ে না হয় ছদ্মবেশ ধ'রে একেবারে যাত্রীদের সঙ্গে মিশে ইয়ে ক'রে থাকা যাবে।

[নেপথ্যে] জয়—দৈত্য সম্রাট্ গয়াসুরের জয়।

[চমকিয়া] ঐ যে—একেবারেই ইয়ে হ'য়ে গেল বোধ হয় ; এইবেলা আমার ত ইয়ে করা দরকার হ'য়ে পড়্‌ল। তা হ'লে ইয়ে হয়েছে—সভ্যগণ, আমি একবার ইয়ে মুখো রওনা হই, পুনরায় ইয়ে হয়েছে—এসে মশাইদের সঙ্গে আবার ইয়ে আরম্ভ করা যাবে।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

বেগে নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে মহাকায়ের প্রবেশ।

মহা। নির্লজ্জ দিক্‌পালগণ, বার বার আমার নিকট পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করছে। সম্রাট্‌কে আর দৈত্যপতি বিলোচনকে এখন বিশেষ ভাবে যুদ্ধ করতে দিই নি। একমাত্র আমি কেশরী-তাড়িত ফেরুপালের ন্যায় অসি মাত্র ব্যবহার ক'রে তাদের বিতাড়িত করেছি। বহুদিনের সঞ্চিত বীরত্ব যেন কার অদৃশ্য

উৎসাহে উৎসাহিত আজ। শক্তি-তেজ কার যেন অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরিচালিত আজ। কার বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি যেন আজ আমার পশ্চাতে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার যেন উচ্চকণ্ঠের জয়ধ্বনি আজ আমার দুরাশাপূর্ণ হৃদয়ে নবীন আশার একটা উল্লাস জাগিয়ে তুলেছে। রাজকন্যা অঞ্জনা, যে আশার বীজ তুমি সেদিন নিজের হাতে এই হৃদয়ক্ষেত্রে বপন ক'রে রেখেছ, সত্যই কি তারে একদিন ফুলদলে শোভিত হ'তে দেখ্‌তে পাবে ?

তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে দিক্‌পালগণ একসঙ্গে আসিয়া আক্রমণ করিল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। অন্য পথে মুক্ত অসিহস্তে নিতান্ত চোরের মত চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই রণক্ষেত্র। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আজ সেনাপতি একাই এই রণক্ষেত্রে বীরত্বের অজস্র আনন্দ উপভোগ কর্‌ছে। আর আমি দিবাভীত পেচকের ন্যায় আজ রণক্ষেত্রের নির্জ্জন প্রান্তে এসে চোরের ন্যায় নিঃশব্দ নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি। দেবাসুর-যুদ্ধের সমস্ত বীরত্ব-গরিমা আজ যার একমাত্র প্রাপ্য হ'তে পার্‌ত, সে আজ দীনের ন্যায় কোথায় প'ড়ে আছে! থাক্—বৃথা অনুতাপ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুলেখার অঞ্চল ছেড়ে, লজ্জা ঘৃণা উপেক্ষা ক'রে আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, সে উদ্দেশ্য—সে মহান্ সঙ্কল্প আমাকে পূর্ণ কর্‌তেই হবে। সুলেখা—সুলেখা! বড় অভাগিনী তুমি—বড় বঞ্চিত প্রতারিত তুমি। একমাত্র যুদ্ধের উৎসাহ আর পিতৃদর্শন কর্‌বার জন্যই আজ আমার রণক্ষেত্রে আগমন নয়—সুলেখা, প্রধান উদ্দেশ্য যা—শেষ কামনা যা, তা তুমি জান না—তা তোমার কাছে

অব্যক্ত রেখেই চ'লে এসেছি। দু'দিন পরে পুনর্মিলনের আশা যখন তোমার ভেসে যাবে, হায়! তোমার দশা তখন কী হবে! আজ পিতাকে অন্তরাল হ'তে চেয়ে দেখেছি, তাঁর সে প্রফুল্ল আননে দেখ্‌তে পেলাম না একবিন্দুও পুত্র-বিরহের কালিমা-রেখা, গয়াসুর-গতপ্রাণ পিতার সেই আনন্দাশ্রুমাখা নয়নযুগলে দেখ্‌তে পেলাম না পুত্র-বিরহ প্রতপ্ত উদ্বেল-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসমাখা একবিন্দু অশ্রুকণা! কত যন্ত্রণায় দগ্ধ চন্দ্রচূড়, আজ তা কেউ জান্‌ছে না! এ যন্ত্রণার শেষ কর্‌তে চন্দ্রচূড় এখনি প্রস্তুত হবে। পিতা! আরাধ্য দেবতা! জীবনে পূজা কর্‌তে পারি নি, সে অধিকার নিজেই হারিয়ে ফেলেছি। আজ একবার তোমাকে পূজা কর্‌বার পুষ্পপাত্র সাজিয়ে এনে সময়ের প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। একবার দিও আজ আমায় সে অধিকার—দিও একবার আমায় শেষ অঞ্জলি দিতে, পাই যেন তখন তোমাকে একবার নিকটে—পাই যেন তোমার কাছে আমার শত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিতে, এইমাত্র প্রার্থনা তোমার কাছে, দেবতা! চল্‌লাম আমি সেই পবিত্র দেব-মন্দিরে।

[বেগে প্রস্থান।

দিক্‌পালগণ পরিবেষ্টিত রক্তাক্ত কলেবর মহাকায় যুদ্ধোন্মত্ত-ভাবে প্রবেশ করিল এবং বিশেষ অস্ত্র নৈপুণ্য দেখাইয়া এক-একজন করিয়া সকলকেই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া নিরস্ত্র করিয়া দিল, দিক্‌পালগণ একে একে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

মহা। [অবসন্নভাবে টলিতে টলিতে] কোথায় রাজকন্যা জননা? দেখ্‌লে না এসে, দেহের সমস্ত শক্তি, সমস্ত শোণিত দিয়ে আজ

বীরত্বের পূজা করেছে সেনাপতি? দিক্‌পালগণের মিলিত আক্রমণের একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত একটুও উপেক্ষা করে নি তার অস্ত্র ধর্‌বার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য থাক্‌তে? বিপর্য্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু শৃগালের দল পলায়ন করেছে, তার শেষ অস্ত্রবেগ সহ্য কর্‌তে না পেরে? এ বীরত্বের একটু মূল্যও কি তোমার কাছে আমার প্রাপ্য হয় নাই, জল্পনা? উঃ—দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন; দাঁড়াতে পার্‌ছি না আর। [অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থান]

তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে বরমাল্য হস্তে
বীরাঙ্গনাবেশে জল্পনার প্রবেশ।

জল্পনা। বীরত্বের প্রাপ্য মূল্য নিয়ে যথাসময়ে ছুটে এসেছে জল্পনা। নাও, বীর! নাও, বিজয়-গরিমামণ্ডিত মহাকায়! তোমার বীরত্বের পুরস্কার এই জয়মাল্যের সঙ্গে বরমাল্য নিজ হস্তে পরিয়ে দিচ্ছে বিজয়-কণ্ঠে তোমার বীরাঙ্গনা জল্পনা। [মাল্য দুইগাছি পরাইয়া দিল]

মহা। [সানন্দ-উত্তেজনায় তড়িতের ন্যায় উঠিয়া বামহস্তে জল্পনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া] ধন্য কর্‌লে, সার্থক কর্‌লে আজ আমাকে।

জল্পনা। [দক্ষিণ বাহুদ্বারা মহাকায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া] বড় দুর্ব্বল হয়েছ—শিবিরে চল, প্রিয়তম! [ঐভাবে উভয়ের প্রস্থান।

নিয়তি আসিয়া গাহিল।

গান।

আজ রুধির-স্রোতে উঠ্‌ল ভেসে দুটী শতদল।
আজ পিয়াসু পরাণ শান্ত হ'ল পিয়ে শান্ত শীতল জল।
তরঙ্গিণী মেশে গিয়ে সাগর-তরঙ্গে,
জীমূত অঙ্গে খেলে হের দামিনী রঙ্গে,
হ'ল বীরের সঙ্গে বীরাঙ্গনার মিলনক্ষেত্র রণস্থল।

[প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে বিলোচনের প্রবেশ।

বিলো। দূর হ'তে দেখিলাম চাহি,
স্বয়ং সুরেন্দ্রসনে করে রণ
রণোন্মত্ত পুত্র চন্দ্রচূড়।
প্রলয়-পয়োধি-মাঝে
ফেনিল তরঙ্গ-কণা
নেচে ওঠে যথা ভীষণ গর্জ্জনে,
তেমতি সেই রক্তসিন্ধু মাঝে
ছাড়িয়া হুঙ্কার
নাচিছে উন্মত্ত বীর বিকট তাণ্ডবে।
মুহুর্মুহু কোদণ্ড-টঙ্কার—
মুহুর্মুহু অসির ঝঙ্কার,
ভীমনাদে গর্জ্জে বজ্র বজ্রধর-করে।
নির্ভীক অটল পুত্র
দৃক্‌পাত নাহি করে তায়,
উল্কাপাত সম
তীব্রবেগে ছোটে বাণ তার।
বুঝিতে না পারি,
কোথা হ'তে ধূমকেতু-রূপে
ছুটে এল এ মহা আহবে।
দেখিলাম সবিস্ময়ে চাহি ক্ষণকাল।
পুত্রস্নেহ-সিন্ধু ফল্গুনদী সম
অন্তরের অন্তস্তলে
এতদিন ছিল লুক্কায়িত ;

আজি সেই স্নেহ-সিন্ধু
মুহূর্ত্তের তরে উথলিল হেরি পুত্রমুখ।
নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে
স্তব্ধ করি রাখিল আমায়।
অশ্রু-সিন্ধু করিতে সংযত
আসিলাম চলিয়া নিভৃতে ;
কিন্তু পিয়াস মেটে নি মোর—
পুনঃ যাই দেখিতে সে মুখ।

[বেগে প্রস্থান।

ইন্দ্রসহ যুদ্ধোন্মত্ত চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ধন্য চন্দ্রচূড় !
হেরি তব সমর-কৌশল
বিস্ময়ে স্তম্ভিত আমি।

চন্দ্র। বাক্য ছাড়—বজ্রধর, বজ্র ধর
কর যুদ্ধ—কর যুদ্ধ শুধু।
হান বজ্র বক্ষে মোর যত শক্তি থাকে ;
শতবজ্রে নির্ম্মিত এ বক্ষঃস্থল মোর,
চূর্ণ হবে বজ্র তব এ বজ্র-সংঘাতে।
তাই বলি, বজ্রধর,
মহোল্লাসে কর রণ—কর রণ এবে।
আর কিছু চাহে না এ চন্দ্রচূড় আজি,
একমাত্র শুধু রণ—
শুধু রণ—শুধু রণ চাহে।

[পুনঃ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বেগে সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা। কোথায়—কোথায় রণ করে প্রিয়তম ?
নারিনু তিষ্ঠিতে একা,
আসিয়াছি ছুটি ;
বড় সাধ রণ তার দেখিবার তরে।
দেখি, সেই বিষাদ-কালিমামাখা
নৈরাশ্যজড়িত সদা মুখখানি তার,
কেমন উল্লাসভরা দীপ্তি ল'য়ে
হেসে উঠে সমর প্রাঙ্গণে,
কেমনে সে বীরত্বের খনি
বিষাদের আবরণ ফেলি
প্রকাশিত হয় আজি বীরত্ব বিকাশি।
যাই, দেখি কোথা প্রিয়তম,
কোন্ মহাবীর সনে করিছে সমর।

[প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ অন্য পথে ক্ষতবিক্ষত চন্দ্রচূড় ইন্দ্রসহ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিতেছিল।

ইন্দ্র। [প্রবেশ পথ হইতে]
ওঃ—বাধ্য হ'য়ে ধরিনু অশনি ;
না পারি তিষ্ঠিতে আর।
লহ বজ্রাঘাত বুকে—উন্মত্ত যুবক,
এত সাধ যদি মৃত্যু-আলিঙ্গনে।

[চন্দ্রচূড়ের বক্ষে বজ্রাঘাত করিয়া প্রস্থান।

চন্দ্র। [আহত বক্ষঃ দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া] উঃ—পিতা—পিতা! একবার এসে সম্মুখে দাঁড়াও, অঞ্জলি দেব তোমার পায়ে এই বজ্রক্ষত বক্ষের তপ্তরুধির দিয়ে। এখনও নিঃশেষ হয় নি, পিতা! তোমার অঞ্জলির জন্ম এই যে দুইহাত দিয়ে বুক চেপে রেখেছি। আঃ—সুরেন্দ্র, দয়া ক'রে তুমিই আজ পিতৃ-আলিঙ্গন দেবার উপকরণ আমাকে মিলিয়ে দিয়েছ। আর সুলেখা! প্রেমোপহারের জন্ম তোমাকে আজ এর অংশ কিছু দিয়ে যেতে পারলাম না। তুমি অনেক দূরে; কাছে থাকলে বঞ্চিত হ'তে না। যা এতদিন ব'সে সঞ্চয় করেছ—সেই জ্বলন্ত স্মৃতির অনল আজীবনের জন্ম বুকের মধ্যে তোমার থেকে যাবে। উঃ—উঃ—এলে না, পিতা? এলে না, প্রত্যক্ষ দেবতা? তবে কি বৃথাই হ'ল আমার পূজার পুষ্পপাত্র সাজান? দাঁড়াতে পারছি নে, মাথা ঘুরছে—পা কাঁপ্‌ছে—[ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল]

তৎক্ষণাৎ তীব্রবেগে উন্মত্তের ন্যায় বিলোচন আসিয়া
পশ্চাদ্দিক্ হইতে ধরিয়া ফেলিলেন।

বিলো। এসেছি—এসেছি, চন্দ্রচূড়! নিষ্ঠুর পিতার শাস্তি আজ এইভাবে দেবে ব'লেই কি মৃত্যুর হাত ধ'রে এসে উপস্থিত হয়েছ?

চন্দ্র। আঃ—কী শান্তি! কী শান্তি আজ দিলে পিতা, এই অন্তিম-বিদায়ের সময়ে! কী স্নেহমাখা বক্ষ পেতে দিলে আজ পুত্রের অন্তিম-শয্যা ক'রে! বহুদিনের উপবাসিত তৃষিত জীবন আজ মহাতৃপ্তি নিয়ে গেল তার স্নেহময় পিতার আলিঙ্গন থেকে।

বিলো। উঃ—কী কঠোর শাস্তি! কী কঠোর প্রতিশোধ প্রাপ্ত হ'লাম আজ পিতৃ-পরিত্যক্ত পুত্রের চিরবিদায়-যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে! এস, বিলোচন নিষ্ঠুর কিরাত! এইজন্যই বুঝি অপেক্ষা করছিলে এই পুত্রশোকের দাবানল-দগ্ধ জীবন-সিন্ধুর তটপ্রান্তে। [অশ্রুধারা বহিতেছিল]

চন্দ্র। নিয়ে চল—পিতা, এমনি ক'রে ধ'রে ধ'রে মন্দাকিনীর শীকরসিক্ত সৈকততীরে। সেই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার চরণে শেষ-অঞ্জলি দিয়ে মহাযাত্রা করবে তোমার প্রিয়পুত্র চির-প্রবাসে।

বিলো। [দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রচূড়কে লইয়া যাইতে যাইতে] চল—পুত্র, মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে আজ ভাসিয়ে দিয়ে আসি আমার শেষ আশা—শেষ ভরসা দিয়ে গড়া হৃদয়-উদ্যানের এই শেষ-ফোটা রক্ত-জবাটীকে।

চন্দ্র। [অতিশয় কাতরকণ্ঠে] আর দিও তাতে ক্ষমার চন্দন মেখে সুরভিত ক'রে, পিতা! [অদৃশ্য হইতেই] আর কিছু চাই না, শুধু ক্ষমা- ক্ষমা—ক্ষমা—

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ।

সত্যদেব।—

গান।

এই ত ফুরিয়ে গেল সব।
সব গেল হায় কোথায় চ'লে, প'ড়ে রইল মাত্র শব॥
পিতা-পুত্রের এতদিনের সকল অভিমান,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হ'য়ে গেল হায় রে অবসান,
এই ত পিতা, এই ত পুত্র, চ'লে কোথায় গেল সে মধুর রব।

[প্রস্থান।

উন্মাদিনী বিধবা সুলেখা হাতে তালি দিতে দিতে প্রবেশ করিল।

সুলেখা। এ বড় মজা—এ বড় মজা! এমন মজা তোরা কেউ কোথাও দেখেছিস্? দেখ্‌বি যদি, তবে আয়—আজ এই সুলেখা

পাগ্‌লীর কাছে ছুটে আয়। এ পাগ্‌লীটা আজ তোদের একটা ভারি মজার কথা শোনাবে, শুনে হেসে লুটিয়ে পড়্‌বি। এই শোন্‌ তবে কান পেতে, আমি আরম্ভ করি। একটা পাখী পুষেছিলাম, তার ভারি উড়ু-উড়ু করা বাতিক ছিল, তাই রুদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম সোনার পিঁজ্‌রের মধ্যে; কিন্তু একদিন খোলা পিঁজ্‌রে পেয়ে হুস্‌ ক'রে উড়ে পালিয়ে গেল কোন্‌ দেশে, আর পেলাম না। এই, হাস্‌ছিস্‌ না ত কেউ? আচ্ছা, শুনে যা তার পর, পাখীটা যাবার সময়ে কি ক'রে গেল আমার তা জানিস্‌? আমার সিঁথির জ্বল্‌-জ্বল্‌ করা সিঁদুরের টিপ্‌ মুছে দিয়ে গেল কোন্‌ ফাঁকে— সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে গেল কোন্‌ ফাঁকে, তার পর এই ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে পাগ্‌লী সাজিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেল একটা ধূ-ধূ মরুভূমির মাঝে। সেখানে জল নাই—তরুলতা, বাতাস কিছুই নাই; আছে, একটা হাহাকার—আছে একটা বুকফাটা কান্নার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। না, কেউ ত হাস্‌ল না আমার উপন্যাস শুনে? আর তবে শোনাব না। এখন যেতে হবে আমাকে এই মরুভূমি পার হ'য়ে অনেক দূরে। সেখানে আমার প্রাণের প্রিয়তম পাখীটির সন্ধান পাই কি না দেখ্‌তে হবে। দেখতে পেলে বল্‌ব তারে—"ওগো, কেন তুমি আমার এমন দশা ক'রে চ'লে এলে? আমার এই বালিকা-জীবনের সাধের খেলাঘর ভেঙে দিয়ে কেন কাঁদিয়ে পালিয়ে এলে এখানে? কোন সাধই যে আমার মেটে নি, প্রাণেশ! আমায় একটু ভাল ক'রে তোমায় চেয়েও দেখ্‌তে দিলে না?" এইরকম ক'রে বল্‌লে যদি সে আমায় একবার তার বুকখানার ওপর টেনে নেয়— নেবে না? নেবে—নেবে—নিশ্চয়ই নেবে। আমি যাই তবে মন্দাকিনীর জলে একটা ডুব দিয়ে আমার প্রিয়তমের কাছে চ'লে। সে বড় মজা হবে—সে বড় মজা হবে। একডুবে এসে যাব—ভারি মজা - ভারি মজা—

[হাততালি দিতে দিতে প্রস্থান।

উত্তেজিত গয়াসুরের প্রবেশ।

গয়া। একটা মহাসংঘাতে আজ সুপ্ত সিংহের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, হরি! স্বয়ং সুরেন্দ্রের বজ্রে আজ চন্দ্রচূড় দাদা পিতার বক্ষে পুত্র-শোকের শেল বিদ্ধ ক'রে, মহানিদ্রায় নিদ্রিত; তাই গয়াসুর আজ জ্ব'লে উঠেছে তার ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে। এ চক্র তোমার, কৃষ্ণ! এ কয়দিন মাত্র আত্ম-রক্ষা ক'রে যুদ্ধে একটা অভিনয় ক'রে যাচ্ছিলাম। সহ্য হ'ল না তোমার ত্রিলোক-বিজয়ের বর দিয়ে? আজ সাফল্য দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছুক হয়েছ, হরি! তাই বুঝি গয়াসুরকে রুদ্রমূর্ত্তিতে নিয়ে এলে এই আহবে? তাই বুঝি দেবতার কাল-ধূমকেতু সাজিয়ে নিয়ে এলে তাকে এই মহা-নাটকের শেষ দৃশ্যে? আচ্ছা, তাই হবে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, ঠাকুর! আজ তোমার ভক্ত গয়াসুর ম'রে গেছে, বেঁচে আছে ত্রিলোক-বিখ্যাত ত্রিপুরাসুর পুত্র দুর্দ্ধর্ষ গয়াসুর। সেনাপতি আহত, চন্দ্রচূড় নিহত, পিতৃব্য শোকগ্রস্ত, আজ আমি একা এই দানব-বাহিনী চালাব—আজ আমি রক্তাক্ষরে দেবতার ধ্বংস-লিপি ইতিহাসে লিখে যাব। কোথায় সুরেন্দ্র? প্রথম সম্ভাষণ আজ তাঁর সঙ্গে।

বজ্রহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সুরেন্দ্রকে সম্ভাষণের পূর্ব্বেই, সুরেন্দ্র তার নবাগত অতিথিকেই সম্ভাষণ করতে বজ্রসহ উপস্থিত; আতিথ্যের কোন ত্রুটী হ'বে না।

গয়া। কিন্তু একাকী যে? পুত্রসহ উপস্থিত হ'য়ে অতিথি-সম্বর্দ্ধন করলে আতিথ্য আরও গৌরব-মণ্ডিত হ'ত সুরেন্দ্রের।

ইন্দ্র। গৌরবের জন্য লালায়িত হ'য়ে আতিথ্য করে না বাসব, নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে করে; সে কর্ত্তব্য-পালনে গৃহকর্ত্তারই প্রথম অধিকার; গৃহকর্ত্তা অক্ষম হ'লে, তবে পুত্রের।

গয়া। ওঃ, তবে আশা আছে আমার, বাসব-পুত্রের আতিথ্যপালন দেখ্‌বার সুযোগ লাভ করতে পারব।

ইন্দ্র। তার আগেই অতিথিকে এখান থেকে যাত্রা করতে হবে।

গয়া। জয়-গৌরবের জয়যাত্রা এত শীঘ্র হ'লে ত ত্রিদিবের রাজপুত্রের সঙ্গে পরিচিত না হ'য়ে চ'লে যাবে না এ দানব-সম্রাট্ গয়াসুর তার তূণ-পূর্ণ শায়কগুলি ফিরিয়ে নিয়ে ?

ইন্দ্র। ভিক্ষালব্ধ বরের গৌরব দানবের হস্তেই বৃদ্ধি পায় ; এটা নূতন নয়—চিরদিনই দেখে আস্‌ছি।

গয়া। যুগান্তব্যাপী কঠোর সাধনার ফল কখনও ভিক্ষালব্ধ হয় না। বাধ্য করে ফলদাতাকে সাধনার ফল দেবার জন্য তার তপস্যা-সঞ্চিত মহাশক্তি-প্রভাবে।

ইন্দ্র। উত্তম। এখন প্রথম বক্তব্য সুরেন্দ্রের, আর বৃথা স্বর্গের শান্তি ভঙ্গ না ক'রে সৈন্যসহ স্বর্গ হ'তে সশরীরে প্রস্থান করাই দানব-সম্রাটের একমাত্র সমীচীন।

গয়া। আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ?

ইন্দ্র। সুরেন্দ্রের এই সদুপদেশ যদি নিতান্তই অরুচিকর হয়, তা হ'লে দ্বিতীয় বক্তব্য নূতন কিছু নয়, বাধ্য হবে এখনি সুরেন্দ্র তার স্বর্গ যাতে দানব-পদদাপে আর কলুষিত না হয় তার জন্য। স্বর্গের এই উপস্থিত উপদ্রব-আবর্জ্জনা দূর করবার জন্য সুরেন্দ্র তার এই [বজ্র দেখাইয়া] সম্মার্জ্জনী নিয়ে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে।

গয়া। ও সম্মার্জ্জনীতে বৃত্রাসুর দূর হ'তে পারে, কিন্তু গয়াসুরকে দূর করতে হ'লে নূতন দধীচির প্রয়োজন হবে, বাসব !

ইন্দ্র। এস—দাম্ভিক, তোমার বরদৃপ্ত তেজ আজ পরীক্ষা করব।

গয়া। পরিণাম পূর্ব্ব হ'তে জানবার অভিজ্ঞতা সুরেন্দ্রের যথেষ্টই আছে। আচ্ছা, যুদ্ধ চলুক।

[উভয়ের যুদ্ধ, পরে বিতাড়িত ইন্দ্রের পশ্চাতে গয়াসুরের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর-দ্বার

অগ্রে শচী, পশ্চাৎ উত্তেজিত জয়ন্ত আসিতেছিল।

জয়ন্ত। না—জননি, আজ গয়াসুর আমার ভাই হ'য়ে আসে নি স্বর্গে তোমাকে প্রণাম করতে, আজ এসেছে সে অসুরের গর্ব্ব নিয়ে সুরগণের উপর অসুরের আধিপত্য বিস্তার করতে; কাজেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সজ্জা আজ বীরসজ্জা জয়ন্তের।

শচী। তুমি ভুল করছ, জয়ন্ত! তুমি আজ উত্তেজনার বশে গয়াসুরের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করছ। গয়াসুর ইচ্ছা ক'রে আধিপত্য বিস্তার করতে স্বর্গে আসে নি, আসতে হয়েছে তাকে বাধ্য হ'য়ে রণ-সজ্জায় দিক্‌পালগণের দানব-বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। দেব-দূতের মুখে স্পষ্টই কি দিক্‌পালগণ উদ্ধত ভাষা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় নি গয়াসুরকে টেনে আনতে এখানে?

জয়ন্ত। কিন্তু গয়াসুর—[দূরে জনৈক দূতকে সহসা আসিতে দেখিয়া] কি সংবাদ দূত?

দূত। দৈত্যরণে স্বয়ং সুরেন্দ্র গয়াসুরের হস্তে পরাস্ত হ'য়ে অদৃশ্য—

জয়ন্ত। সেই সংবাদ নিয়ে এসেছ, দূত? যাও তুমি। [দূত প্রস্থান করিলে লজ্জা এবং বিস্ময়ে] মা!

শচী। এ লজ্জা, এ বিস্ময় তোমার স্বাভাবিক, জয়ন্ত! দূতের বার্ত্তা সত্য হ'লে আর যে মুখ নিয়ে দাঁড়াবার স্থান রইল না স্বর্গে? পুত্র গয়াসুর বিজয়-গৌরব নিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম দিতে যখন এখানে উপস্থিত

হবে, তখন কোথায় ঢেকে রাখ্‌বে শচী তার এ গ্লানিভরা মুখখানা? কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌বে এই বিষ-জর্জ্জরিত সর্ব্বাঙ্গ শচী তার রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে? গয়াসুর-রণে আজ বজ্রধর বাসব পলায়িত! বিশ্বাস কর্‌তে দম আটকে আস্‌ছে না—বিশ্বাস কর্‌তে হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছে না? দূত কেন এসে বল্‌লে না যে, গয়াসুর-রণে সুরেন্দ্র আজ মূর্চ্ছিত? তা হ'লে এখনি ছুটে গিয়ে সেবা কর্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু—কিন্তু—উঃ! যা জয়ন্ত, আমার চোখের সাম্‌নে থেকে স'রে যা; তোদের দেখ্‌লে বিষিয়ে উঠ্‌ছে আমার সর্ব্বাঙ্গ।

জয়ন্ত। যাচ্ছি, যদি পিতৃ-কলঙ্ক ধুয়ে দিয়ে আস্‌তে পারে জয়ন্ত তার এই শাণিত কৃপাণ চুবিয়ে গয়াসুরের শোণিতে, তবেই ফিরে আস্‌বে সে তার জননীর কাছে; নতুবা—না। [প্রস্থানোদ্যত]

শচী। যেয়ো না—দাঁড়াও, পুত্র! পতির কলঙ্ক মুছাবার প্রথম অধিকার তার পত্নীর; তাই আমিই আগে যাব সে কলঙ্ক দূর কর্‌তে। দেখিয়ে আস্‌ব গয়াসুরকে, দেবেন্দ্রাণী তার পতির অমর্য্যাদার গ্লানি অন্তঃপুরে ব'সে অভিমানের অশ্রু দিয়ে শুধু ধুয়ে ফেলে না, সে গ্লানি সে ধুয়ে ফেল্‌তে জানে স্বহস্তে ছিন্ন শত্রু-শিরের রুধিরধারা ছড়িয়ে দিয়ে। দাও তোমার ঐ শাণিত কৃপাণ তোমার মায়ের হাতে, আর চেয়ে দেখ তার ভীমাভৈরবী মূর্ত্তির দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে। [জয়ন্তের তরবারি লইতে যাইতেছিলেন]

তৎক্ষণাৎ দূতের পুনঃ প্রবেশ।

দূত। অপরাধ ক্ষমা করুন দূতের; আমি ভুল সংবাদ দিয়েছিলাম। সুরপতি পলায়িত নন্, দানব-বাহিনীর অন্তরালে মুহূর্ত্ত মাত্র মূর্চ্ছিত থেকে পুনরায় জ্বলন্তমূর্ত্তিতে গিয়ে বজ্রনিক্ষেপে গয়াসুরকে ভূপাতিত করেছেন।

জয়ন্ত। যাও—　　　　　　　　　　　　[দূতের প্রস্থান।

শচী। স্থির হ'লাম, জয়ন্ত! কিন্তু ভীমাভৈরবী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এবার মাতৃমূর্ত্তিতে যেতে হবে মূর্চ্ছিত পুত্রকে সেবা করতে।

জয়ন্ত। কী মা—তুমি আমার মা! কী মহীয়সী—গরীয়সী জননীর গর্ভে জন্মেছিলাম আমি! কোথাও দেখি নাই—কোথাও নাই এমন মহা-মহিমময়ী মা। এই পতি-কলঙ্ক দূর করতে যে মা করাল কৃপাণধারিণী ভীমাভৈরবী মূর্ত্তিতে পুত্ররুধির পানে উদ্যত—পর মুহূর্ত্তে আবার সেই মা মূর্চ্ছিত পুত্রের সেবা করতে সেই ভৈরবী-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই স্নেহময়ী, মমতাময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়িয়ে! মা—মা! জন্ম-জন্ম যেন তোমার মত মা পাই।

দূতের পুনঃ প্রবেশ।

দূত। সুরপতি গয়াসুর-রণে পুনরায় মূর্চ্ছিত, কুমার!

জয়ন্ত। যাও—

[দূতের প্রস্থান।

শচী। যাবার তবে প্রয়োজন হ'ল না পুত্রের কাছে আর। এবার যাও—জয়ন্ত, তোমার অধিকার এবার এ যুদ্ধে; আর বিলম্ব ক'রো না, আমি চল্‌লাম অন্তঃপুরে।

[শচীর প্রস্থান।

জয়ন্ত। গয়াসুর! আজ ভাই ব'লে বুকে নেবার পথ রুদ্ধ জয়ন্তের। আজ চল্‌ল জয়ন্ত করাল মূর্ত্তিতে করাল কৃপাণ নিয়ে তোমার রুধির দেখ্‌তে।

[কিঞ্চিদগ্রসর]

সম্মুখে গয়াসুর হাস্যমুখে দণ্ডায়মান।

গয়া। যেতে হবে না রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত। পিতা মূর্চ্ছাভঙ্গে সুস্থ শরীরে মন্দাকিনীর শীতল সমীর সেবন করছেন। ভাই এসেছে, তার দাদাকে দেখ্‌তে আর মায়ের চরণে প্রণাম করতে।

জয়ন্ত। [গম্ভীরমুখে] ভুল করছ, গয়াসুর! আজ এখানে তোমার জয়ন্ত দাদা নেই—আর মাতৃ-দর্শনের দ্বার তোমার কাছে এখন রুদ্ধ ; সুতরাং ফিরে যেতে পার।

গয়া। ফিরে যাবে না গয়াসুর তার মায়ের চরণ বন্দনা না ক'রে কখনো।

জয়ন্ত। মাতৃ-চরণ বন্দনা করতে ঠিক্ তুমি এবার স্বর্গে আস নি, গয়াসুর! এসেছ, মায়ের সঙ্গে উৎপাত ক'রে মায়ের শান্তি নষ্ট করতে দুরন্ত অশিষ্ট ছেলের মত।

গয়া। দুরন্ত অশিষ্ট ছেলে হ'লেও মা তাকে তাড়িয়ে দেয় না—বরং মিষ্টবাক্যে তুষ্ট ক'রে রাখে। আরও বিশেষ অভিযোগ আছে মায়ের কাছে আজ। অভিযোগ-ছলে মাকে শুধু এই কথাটাই জিজ্ঞাসা ক'রে যাব যে, তাঁর স্বর্গের বিশাল অতিথিশালায় স্বর্গযাত্রী অতিথিরা এসে আশ্রয় নিয়েছে ব'লে সেই অতিথি-নির্যাতনকারীদের সাহায্য করতে তাঁর পতি-পুত্র একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে কেন এই দুর্নাম কিনে নিচ্ছেন? আরও এক অভিযোগ মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে, দেবাসুরের চিরবিদ্বেষ দূর ক'রে যে সমন্বয়-সাধন করাই ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একান্ত ইচ্ছা, আজ তার বিপরীত পথে চ'লে পুত্র কি তাঁর মহীয়সী মায়ের উদার অন্তঃকরণে আঘাত করছেন না? সে আঘাত যে তাঁর এ পুত্রের প্রাণে বড়ই বেজে উঠেছে। এই দুটী কথার উত্তর নিয়ে আর চরণে প্রণত হ'য়ে এ পুত্র তাঁর বিদায় হবে। দাও বাসব-কুমার, একবারটি আমাকে দ্বার ছেড়ে দাও।

জয়ন্ত। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে নিষ্ঠুর পুত্র তাঁর স্বামীকে দুই-দুইবার মূর্চ্ছিত ক'রে স্পর্দ্ধা অর্জ্জন করেছে, তার মুখে এই বাক্যাড়ম্বর বড় চমৎকার শোনাচ্ছে। থাক্—জয়ন্ত তার পিতৃ-শত্রুকে দ্বার ছেড়ে দেবে না। তুমি প্রস্থান করতে পার।

গয়া। আবার গয়াসুরও কিন্তু তার মাতৃ-দর্শনের বাধাকে অতিক্রম কর্‌তে বিন্দুমাত্রও নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে না—এটাও মনে রাখা সুরেন্দ্র-পুত্রের একান্ত উচিত।

জয়ন্ত। গয়াসুর, নিবৃত্ত হও এ দুঃসাহস হ'তে।

গয়া। মাতৃ-দর্শনের বাধা দূর করা পুত্রের পক্ষে একটুও দুঃসাহস নয়, বৈজয়ন্ত-কুমার!

জয়ন্ত। কর সে বাধা দূর তবে, গয়াসুর! [অসি ধরিল।]

গয়া। [স্বগত] নারায়ণ! এখনও সাধ মিট্‌ল না তোমার? [প্রকাশ্যে অসি লইয়া] এস তবে গয়াসুরের সমন্বয়-সাধন করি।

[উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ চলিল, পরে জয়ন্ত মূর্চ্ছিত দেহে পতিত হইল]

তৎক্ষণাৎ নন্দী ত্রিশূল হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৈলাস পর্য্যন্ত এর সাড়া প'ড়ে গেছে? বেশ; কিন্তু তুমি না এসে স্বয়ং শঙ্কর এলেই ঠিক্ হ'ত, ত্রিপুরবধের প্রতিশোধ নিয়ে যেতেন ত্রিপুরারি আজ এই ত্রিপুর-পুত্রের নিকট হ'তে।

নন্দী। নন্দীর ত্রিশূল আঘাতই আগে সহ্য ক'রে দেখ, গয়াসুর!

[উভয়ের যুদ্ধ, নন্দীর পলায়ন।

গয়া। এইবার মাতৃ-দর্শনের পরম সুযোগ উপস্থিত, মুক্তদ্বারপথে প্রবেশ করি। [প্রবেশোদ্যত]

তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে শচী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শচী। কি বাবা!

গয়া। [সানন্দে] মা—মা! [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিল।]

শচী। যুদ্ধকালে পুত্রকে জয়ী হবার আশীর্ব্বাদই মা ক'রে থাকেন; কিন্তু আশীর্ব্বাদের আগেই ত জয় নিয়ে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছ, বাবা!

গয়া। একেবারে বাক্-রোধ ক'রে দিলে যে পুত্রকে তোমার, মা! ঐ প্রশান্ত শান্তোজ্জ্বলা স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখে পুত্র তোমার একেবারেই স্তব্ধ—ভাষা আর রসনায় আস্‌ছে না, মা!

শচী। এমনি ক'রে নির্ব্বাক্ হ'য়ে একা ব'সে ব'সে মাকে দেখ্‌বে ব'লেই বুঝি তোমার জয়ন্ত দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ, বাবা?

গয়া। হাঁ মা, তাই-ই। জয়ন্ত দাদা আজ আর ভাইকে মাতৃমূর্ত্তি দেখ্‌তে দেবে না ব'লে দুষ্টুমি কর্‌ছিল, তাই সম্মোহন-অস্ত্র দিয়ে নিঃশব্দ, নিশ্চল ক'রে রেখে দিয়েছি, মা! ঐ যে ঘুম ভেঙেছে জয়ন্ত দাদার!

জয়ন্ত। [উঠিয়া] পুত্র পেয়েছ, মা? কোলে করেছ, মা? পুত্রের অস্ত্র-নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছ, মা? গয়াসুর! ভাই! তোমার হাতে পরাজিত হ'য়েও আনন্দ রাখ্‌বার স্থান পাচ্ছি না আজ মায়ের এই বিস্ময়কর আচরণ দেখে। কী মা আমার—দেখ একবার, ভাই! তোমাকে এমন দেবী-মা দেখ্‌বার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলাম, তার পুরস্কার জয়ন্ত দাদাকে একবার দাও, ভাই! [উভয়ের আলিঙ্গন]

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [হাস্যমুখে] পুত্র পেয়েছ, শচি? পতি তোমার আজ পরাজিত ঐ পুত্রের কাছে।

শচী। পুত্রের নিকট পিতার পরাজয়, সে ত পিতার পরম গর্ব্ব, সুরনাথ!

ইন্দ্র। হাঁ, "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" এ নীতিশাস্ত্রের বাক্যই, শচি! তথাপি তোমার মুখ থেকে শোনার আজ মূল্য বেশী।

গয়া। পিতৃচরণে পুত্র এই প্রথম প্রণত হবার অবকাশ পেয়েছে।

[প্রণাম]

ইন্দ্র। এখনই বিদায় হবার প্রণাম নয় ত, গয়াসুর ?

গয়া। বোধ হয় তাই, পিতা! আমার পাছে পাছে একজন অবিরত লেগে রয়েছেন। তাঁর বোধ হয়, আর বিলম্ব সইছে না; এবার যে কোথায় নিয়ে ফেল্‌বেন, সে কথা তিনিই জানেন, পিতা!

শচী। নিজের রাজ্যে যাবে ত ?

গয়া। কোন্ রাজ্যে যাব—কার রাজ্যে যাব, আবার কোন নূতন রাজ্য আমার জন্য তৈরী হচ্ছে কি না, এর কোন উত্তরই দেবার সাধ্য নাই আমার। সব জানেন আমার এই অদৃশ্য সহচর ঠাকুরটি। আমার কোন স্বাধীনতাই নাই; সব দিয়ে বসেছি তাঁর রাঙা পাদপদ্মে।

শচী। পাদপদ্ম লাভ করেছ ত ?

গয়া। কই করতে পেরেছি, মা! পাদপদ্মলাভ হ'লে কি আর পুত্র তোমার এই রক্তের নদীতে সাঁতার দিতে আস্‌ত ? একবারে তাই ধ'রেই প'ড়ে থাক্‌তাম। তবে এইবার জোর ক'রেই বল্‌ব, হয় পাদপদ্ম দাও; নতুবা কাছে এসো না, চ'লে যাও। সে-ই যে বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে আমায়! আসি, মা! আসি, পিতা! আসি, জয়ন্ত দাদা!

[সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

ইন্দ্র। জয়ন্ত, আজ তোমার সেই কথাই সত্য হ'ল। স্বর্গজয় ক'রে গয়াসুর একবারও স্বর্গ-সিংহাসনের দিকে তাকালে না!

শচী। সে যে পরম সিংহাসন অধিকার ক'রে ফেলেছে, তার কাছে এ সিংহাসনকে গয়াসুর গ্রাহ্যই করে না; আহা, কী ভক্ত—কী সরল গয়াসুর! মা-ডাক্ শুনে আজ ধন্য হ'লাম।

জয়ন্ত। চল মা, আজ আমাদের আনন্দ-উৎসব হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

কোলাহল-গিরি

মস্তকে শিলা ধারণ করিয়া গয়াসুর ও

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মনে পড়ে—গয়াসুর, এখানে তুমি তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলে? এইখানেই তোমাতে আমাতে প্রথম দেখা, না?

গয়া। কেন আবার সেই কোলাহল-গিরিতে আমায় নিয়ে এলে, কৃষ্ণ? শুধু শুধু এই পাহাড় মস্তকে ক'রে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, আর ঘোরাব না। একেবারে চির-বিশ্রাম হবে তোমার এখানে।

গয়া। তা ত হবে; কিন্তু শমন-রাজ্যের প্রদত্ত এই উপঢৌকনটী আর কতদিন মাথায় ক'রে রাখ্‌তে হবে বল্‌তে পার?

কৃষ্ণ। নির্ব্বোধ কৃতান্ত তোমাকে অচল ক'রে রাখ্‌বার জন্য এই শিলা দিয়েছে তোমার মাথায় চাপিয়ে।

গয়া। আমিও দেখাচ্ছি কৃতান্তকে যে, এ তুচ্ছ শিলার ভারে গয়াসুর অচল হ'য়ে পড়ে না। ইচ্ছা ক'রেই শিলা মাথায় ব'য়ে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। নিজের পরাক্রম দেখাবার চেষ্টা এখনও তোমার যায় নি, গয়াসুর!

গয়া। যেতে দিচ্ছ কই, তুমি?

কৃষ্ণ। কি পেলে তুমি আর নড়্‌তে চাইবে না, বল দেখি, ভক্ত আমার!

গয়া। বুঝেছি, আমায় নিশ্চল ক'রে রাখা তোমারও ইচ্ছা, কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। আমার ইচ্ছা শুধু তাই নয়, তোমার দেহকে আমি পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত ক'রে রাখতে চাই। সেখানে, ত্রিলোকবাসী এসে মহাতীর্থ দর্শন ক'রে যাবে।

গয়া। তবে তাই কর, ইচ্ছাময়! কিন্তু একটী কথা আমার—আমি নিশ্চল তীর্থ হ'য়ে এখানে প'ড়ে থাকব, আর তুমি এখানে-সেখানে ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াবে যে, সেটি চলবে না; আমার এই নিশ্চল মস্তকে তোমার শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে আমাকে চেপে রাখতে হবে। ব্যতিক্রম করলে গয়াসুর আবার সচল হ'য়ে ছুটবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি গদাধর-মূর্ত্তিতে তোমার মস্তকে আমার পদ স্থাপন ক'রে অবস্থান করব। এই কোলাহল-গিরির নাম আজ হ'তে "গয়াক্ষেত্র" হবে। পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী এই গয়াক্ষেত্র পুণ্য তীর্থরূপে পরিণত হবে। ভুবনবাসী এসে এই পাদপদ্মে প্রেতপিণ্ড দান করলে, তখনি সেই প্রেতাত্মা উদ্ধার হ'য়ে ব্রহ্মলোকে গমন করবে। কল্পান্ত পর্য্যন্ত তোমার নাম ত্রিলোকে বিঘোষিত হবে।

গয়া। তবে হরি, ভক্তবৎসল দয়াময়! তোমার হরি-পাদ-পদ্ম রাখ গয়াসুরের মস্তকে। আমি এই চির বিশ্রামের জন্য এখানে মস্তক রেখে শয়ন করলাম। আর কিছু আমার কাম্য নেই, কেবল একবার তোমার যুগলরূপ দেখতে চাই, কৃষ্ণ!

সহসা যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান।

[গয়াসুর উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। কৃষ্ণ গদাধর-মূর্ত্তিতে সেই মস্তকের শিলার উপর পাদপদ্ম রাখিয়া দাঁড়াইলেন।]

কৃষ্ণ।—

গান।

ওরে আমার প্রাণের ভক্ত প্রাণের গয়াসুর।
সব তৃষ্ণা তোর মিটে গেল ওরে তৃষ্ণাতুর॥
পেয়ে হরির শ্রীপাদপদ্ম,
ঘুচে গেল সকল দ্বন্দ্ব
আজ গয়াসুরের কি সৌভাগ্য দেখ্‌বে সুরাসুর।
সবাই চাঁদবদনে হরি বল তুলি উচ্চ সুর॥

[যবনিকা-পতন।]

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শীতলসেনী, পান্না, কমলা সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিকা, সীতা, সরমা, সুর্পনখা, আর সেই কুশীলব, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর স্থায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই ধূমকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, বর্ণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৹।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১৲ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয়; সেই বিরূপ, কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।• মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।• মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৵• আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথরাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৵• আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে॥ ঘোমটার ভিতরে হুঁকো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা! মূল্য ।• মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৵• আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।